বানগড় হইতে আনীত দিনাজপুর রাজবাটীতে রক্ষিত নাগদরজা

স্মৃতিলেখ

—:*:—

যে মহাপুরুষ

অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াও

ভক্তি, বৈরাগ্য ও ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া

নিজ সমাজকে

ধন্য করিয়া গিয়াছেন

যিনি সংসারী হইয়াও রাজর্ষি জনকের ন্যায়

সংসার-নির্লিপ্ত যোগীপুরুষ ছিলেন

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সেই প্রাতঃস্মরণীয় বৈকুণ্ঠবাসী

শ্রীল রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের

পুণ্যস্মৃতি-স্বরূপ

তাঁহার সমাজের আলেখ্য

তাঁহারই উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ করা

হইল।

—

দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে বক্তব্য

শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ডের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে সৌকালীন গোত্র ঘোষবংশ ও মৌদ্গল্য গোত্র দাস-বংশ এই দুই ঘরের যতদূর বংশপরিচয় ও বংশলতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সমস্তই প্রকাশিত হইল। এই দুই ঘরের মধ্যে যে সকল বংশের কেবল অসম্পূর্ণ বংশলতা আসিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। যাঁহাদের ধারাবাহিক বংশলতা অথবা ইতিহাস পাইয়াছি, সেই সকল বংশই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। ধারাবাহিক বংশেতিহাস ও বংশলতা রক্ষাই জাতীয় ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই বংশলতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখন দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া এবং প্রত্যেক সমাজে সেই সেই সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে পত্র লিখিয়াও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারি নাই। কেহ কেহ বা আলস্যবশতঃ যথাসময়ে বংশবিবরণ না পাঠাইয়া সেই সেই বংশবিবরণ মুদ্রিত হইবার পর স্ব স্ব বংশলতা বা কুলপরিচয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অসময়ে হস্তগত হওয়ায় সেগুলি যথাস্থানে মুদ্রিত হয় নাই। সেই সকল বংশতালিকা এবং যাঁহারা এই পুস্তক প্রকাশের পর নিজ নিজ বংশেতিহাস রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া পরে হয়ত তাহা পাঠাইতে পারেন, তাঁহাদের জন্যই পরিশিষ্ট-খণ্ড প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছি।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের কুলগ্রন্থের মতে বাৎস্য সিংহবংশের বীজপুরুষ অনাদিবরসিংহ, সৌকালীন ঘোষবংশের বীজপুরুষ সোমঘোষ এবং মৌদ্গল্য দাসবংশের বীজপুরুষ পুরুষোত্তম এই তিন জন একই সময় উত্তররাঢ়ে রাজা আদিত্যশূরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই তিন বংশের মধ্যে বর্ত্তমান কালে বাৎস্য সিংহবংশের ও সৌকালীন ঘোষবংশের ৩১।৩২ পুরুষ দেখা যায়, অথচ মৌদ্গল্য দাসবংশের সচরাচর ২২।২৩ পুরুষ, এবং অতি অল্প সংখ্যক ঘরের ২৬।২৭ পুরুষ পাইতেছি। ইহার কারণ কি? অধিক সম্ভব পূর্ব্বতন কুলজ্ঞগণ উক্ত সিংহ ও ঘোষবংশের বংশতালিকা যেরূপ যত্নের সহিত লিখিয়া রাখিতেন, সেরূপভাবে দাস বংশের বংশতালিকা লিখিয়া রাখেন নাই। দাসবংশের মধ্যে যাঁহারা ধনে মানে সমাজে খ্যাত হইয়াছিলেন, কুলজ্ঞগণ পরে সেই সেই বংশের আদ্যোপান্ত বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। তাই একই দাসবংশের মধ্যে বংশপর্য্যায়ের পার্থক্য এবং ঘোষ ও সিংহবংশের পর্য্যায়ের সহিত অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের এরূপ জাতীয় ইতিহাস পূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই সমাজে যে কএকজন কুলজ্ঞ বা ঘটক আছেন কুলশাস্ত্রের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের সংগৃহীত কুলগ্রন্থগুলি যক্ষের ধনের ন্যায় আগলাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের ইচ্ছা যে তাঁহাদের ঘরের কুলগ্রন্থগুলি অপর কাহারও নয়নপথে পতিত না হয়। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি আমার দেখিবার সুযোগ ঘটিলে হয়ত অনেক বিষয় আরও বিশদভাবে লিখিতে পারিতাম। তথাপি যাঁহাদের অনুগ্রহে

নানা প্রাচীন কুলগ্রন্থ আমার হস্তগত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট আমি পুনঃ পুনঃ কৃত
জ্ঞাপন করিতেছি। কিরূপে কুলগ্রন্থগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা প্রথম খণ্ডের মুখ
লিখিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই খণ্ডে যে সকল বংশবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই সেই সেই বং
কোন কোন মহোদয় পাঠাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট কৃত
বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় কুলজী হইতে দাসবংশের বংশলতা
আমাদের কায়স্থসভার প্রচারক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিত্তারত্ন মহ
বহড়ান প্রভৃতি স্থানে গিয়া দাসবংশের কতকগুলি বংশলতা সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপ
করিয়াছেন। এই সঙ্গে জয়বাননিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের নামও উ
যোগ্য। তাঁহার সংগৃহীত কুলজীসমূহের নকল পাঠাইয়া আমাকে তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপ
আবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমখণ্ডে যেরূপ কতকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, এই খণ্ডেও সেইরূপ অনেক
কায়স্থ-কীর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প ছিল, একারণ আমার অনুরোধে মহা
জগদীশনাথ রায় বাহাদুর দিনাজপুর জেলাস্থ কান্তনগরের কান্তজীর মন্দির ও গোবিন্দগ
গোবিন্দজীর মন্দির প্রভৃতির ফটো-চিত্র দিনাজপুর হইতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন,
ঐ সকল ফটো প্রকাশযোগ্য না হওয়ায়, বিশেষতঃ Martin's Eastern Ind
Fergusson's Indian and Eastern Architecture বিশ্বকোষ ও বংশপ
প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ সকল কীর্ত্তির সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, একারণ ঐ সকল চিত্র
প্রকাশ করা হইল না। কেবল সেকালীন ঘোষবংশের কএকজন মহাত্মার চিত্র প্রকাশিত হ
এই সঙ্গে বাণগড় হইতে আনীত ও বর্ত্তমান দিনাজপুর রাজধানীতে রক্ষিত অতীত শিল্পের এ
নিদর্শন 'নাগদরজার' চিত্র দেওয়া হইল। কায়স্থকাণ্ডের ২য় ভাগ বারেন্দ্র কায়স্থ-বি
গ্রন্থে লিখিয়াছি যে বাণগড় বা দেওকোটে কায়স্থ নাগবংশের রাজধানী ছিল, সেই রাজধ
গৌরবদ্যোতক অতীত কীর্ত্তি মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। মহারাজ রাম
বিধ্বস্ত ভগ্নবাটী হইতে প্রভূত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৬১ পৃষ্ঠা) তিনি
রাজবাটীর ভগ্ন দরজা দিনাজপুর রাজধানীতে আনাইয়াছিলেন। এই "নাগ
অতীত হিন্দু ভাস্করশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। এই গ্রন্থের মুখপাতে "নাগদর
চিত্র প্রদত্ত হইল।

প্রথম খণ্ড শেষ হইলে মনে করিয়াছিলাম যে তিন খণ্ডে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড
করিতে পারিব। কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সহিত বুঝিতে পারিতেছি, তিন খ
সম্পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল বংশবিবরণ ও বংশলতা ছাড় হইয়াছে, তজ্জ
চতুর্থ বা পরিশিষ্ট-খণ্ড প্রকাশ করিতে হইবে। সুতরাং গ্রন্থের চতুর্গুণ কলেবর বৃ
সহিত সম্পূর্ণ গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয়ও চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইতেছে। প্রায় দ্বাদশবর্ষ কাল ভগ্ন
লইয়া শয্যাগত অবস্থায় নানাবিঘ্নবিপত্তির মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড প্রকাশিত হইতে
ব্যয় বাহুল্যের কারণ যাহাতে আমি বিপদগ্রস্ত না হই, তজ্জন্য সামাজিক মাত্রেরই কৃপ
আকর্ষণ করিতেছি।

৮ বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
শুভ নববর্ষ, ১৩৩৬ সাল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

চিত্র-সূচী

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম অধ্যায়

সৌকালীন গোত্র ঘোষবংশ।

কুলগ্রন্থ অনুসারে শ্রীশ্রীচিত্রদেবের বংশে রাজা সূর্য্যধ্বজ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতেই ঘোষবংশের উৎপত্তি। রাজা সূর্য্যঘোষের বিস্তৃত পরিচয় বহুপূর্ব্বে লিখিয়াছি,[১] এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সূর্য্যঘোষের বংশে সোমঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই সোমঘোষ হইতেছেন উত্তররাঢ়ীয় সৌকালিন ঘোষবংশের বীজপুরুষ। এই সোম ঘোষ অযোধ্যা হইতে রাঢ়দেশে আগমন করেন। মহারাজ আদিত্যশূরের সভায় তিনি সম্মানিত ও বিস্তৃত জনপদের সামন্ত-রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সবিস্তার বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।[২] সোম ঘোষের রাজধানী জয়বানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বমঙ্গলা দেবী ও সোমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শক্তি ও শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন গড়খাইর নিদর্শন এই প্রাচীন স্থানের অতীত স্মৃতি উদ্দীপিত করিতেছে।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় সোমঘোষ হইতে এইরূপ বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"সৌকালিনের বংশাবলী, অযোধ্যা হইতে বুলি। রাঢ়দেশে আইলা সোম, বিপ্রসাথে করি হোম।
গুরুগোবিন্দ মতি, হইলা কুলের পতি। কি কহিব ধর্ম্মের বল, মধ্যরাঢ়ে কৈল স্থল।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড (কায়স্থকাণ্ডের ১মাংশ), ৭৪-১২৮, ২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ৩য়াংশ, ১৭-১৯ পৃষ্ঠা।

পুণ্যভূমি জয়যান, সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর স্থান। বাড়িতে চলিল বংশ, পশ্চাৎ বলিব অংশ।
অরবিন্দ সোমপুত্র, রাঢ়ে বঙ্গে যাহার সূত্র। কব কত তাহার পুণ্য, দুই পুত্র অগ্রগণ্য।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মহানন্দ, তারপরে মকরন্দ। মহানন্দ মধ্যদেশে, কুলছত্র পাইলা শেষে।
মকরন্দ সপ্তগ্রামে, পূজিত পিতার নামে। দক্ষিণে বাড়িল মান, বোসে করিল কন্যাদান।
ভাগীরথী-তটস্থলী, বিখ্যাত আকনা বালী। তাহাতে করিল অংশ, বঙ্গজে গেলা যার বংশ।
মধ্যদেশে মহানন্দ, সকল কুলের কন্দ। দুই পুত্র তার গণি, চল পরে চিন্তামণি।[৩]
পাতণ্ডায় চলিলা চল, পৌরুষার্থে করিল স্থল। অচল সচল পুত্র, যাহাতে বাড়িল সূত্র।
দেবীর স্থান জয় করি, ঢেকুরের অধিকারী। দুই ভায়ে হৈল বিবাদ, তাহাতে বড়ই প্রমাদ।
অচল উত্তরে গেল, নিজ বলে রাজা হৈল। সচল-পুত্র[৪] কেদার রায়, যশঃকীর্ত্তি লোকে গায়
পৃথিবীতে খ্যাতি থুইল, শ্রীকরণে গুয়া দিল। করণ কারণে আঁটো,তিহ হইলা কক্ষা খাটো।
তবে বলি চিন্তামণি, কক্ষা যাপন যাকে জানি। পুত্র যার বাণেশ্বর, কুলে তেজা দিবাকর।
তার পুত্র রুদ্রঘোষ, যার নাহি কোন দোষ। রুদ্রপুত্র মহেশ্বর, নাহি তার সম শর।
বলভদ্র তার পুত্র, বিখ্যাত কুলের সূত্র। বলভদ্র বলি আর, আদিত্য তনয় তার।
জয়যানে বাড়িল সূত্র, উপজিল তিন পুত্র। আদি পুত্র দামোদর, বালটী করিল ঘর।
ভক্তিযুক্ত শুকদেবে, গরুড় গোবিন্দ সেবে। মহাপুরুষ পুণ্যবান্, বিখ্যাত হইল মান।
কামদেবে নাহি অংশ, নারায়ণে বাড়িল বংশ। নবনারায়ণ খ্যাতি, বলিব বংশের পাতি।
জযানেতে উপাদান, নয় পুত্র বলবান্। নারায়ণের বংশ ধন্য, যাট তাহে অগ্রগণ্য।
বিখ্যাত সামন্ত রায়, লোকে যার যশ গায়। মুরারি তাহার পর, রাম লক্ষ্মণ সহোদর।
বনমালী জনার্দ্দন, এক পক্ষে ছয় জন। আর তিন সহোদর, আলি পারে করিল ঘর।
সঙ্কেত দোকড়ি কানু, যার যার বাসে অনু। জনার্দ্দনে কহি অংশ, যে যে গ্রামে যে যে বংশ।
রাম অচ্যুত বাসুঘোষ, বালটিতে গুণ দোষ। শ্রীনিবাস সর্ব্ব পাছে, যাহাতে ভাল তেজ আছে।
তিমন বামন অচ্যুত, শ্রীনিবাসের তিন সুত। বামন হিলোড়া গত, স্থানে স্থানে আছে কত।
পর পক্ষে ত্রিবিক্রম, কক্ষায় নাহি যার সম। মহাপুরুষ পুণ্যবান্, অষ্ট পুত্র উপাদান।
মণ্ডল ভরত জ্যেষ্ঠ, বরকুণ্ডায় বাস শ্রেষ্ঠ। বিদ্ধারপুরা কুচাইডাঙ্গা, বরকুণ্ডায় ভাবে ডাঙ্গা।
ভকুণ্ডায় তাহার পাছে, কুচাইডাঙ্গা ভাবে আছে। বলিব মণ্ডল বংশ, তপাদারে সুর অংশ।
মগরা প্রধান যাহার, পশ্চাৎ বালটি আর। এ দুই তেজের কুল, খাট পাই আটে মূল।
মেঘঠাকুরে ভাবে রা ঘোষে কান্দি বাসুপাড়া। পক্ষ শেষে বাণেশ্বর, পলিবা কোমলতর।
তবে বলি রাজহত্র, ন... ...ভর তিন পুত্র। মল্লিক প্রয়াগ গরুড়, পাঁচথুপী কুলে দড়।
তারপরে কাশীশ্বর, টগরা নগরে ঘর। কারফরমা গরুড় স্থান, কহা সিঙ্গাড়ি বাদে জযান।

---

(৩) "তস্য পঞ্চ পুত্র গণি, জ্যেষ্ঠ চল চিন্তামণি।" পত্রিকান্তরে পাঠান্তর।

(৪) "যাহাতে"—পত্রিকান্তরে পাঠান্তর।

কহিল তাহার অংশ, যেখানে যাহার বংশ। যেমত নামের পন্থ, তেমতি কুলের গন্ধ।
তবে বলি দিগম্বর, প্রজাপতি সমসর। বিস্তারিব তার বংশ, চারি গ্রামে চারি অংশ।
জবান রসড়া জড়া, তার পাছে সাটিতড়া। কুলাই নিকষকুল, রসড়া তাহার মূল।
মহারাজ যুবরাজ, বৈসে জবান মাঝ। রুক্মাঙ্গদ চক্রপাণি, হাড়ো ঘোষে কক্ষহানি।
দহের উত্তর কুল, চক্রপাণি ভাবে মূল। তাহার পাছে রুক্মাঙ্গদ, বসতি দহের হ্রদ।
সাটিতড়া চূড়ামণি, মধ্যভাবে ডাকে গণি। চক্রপাণি কুলে দড়, বাইশ কুলে তেজা বড়।
বাইশ বল্লভ খ্যাতি, যাহার সূত্র কুলপতি। রসড়া আর জবান, সমকক্ষ দুই স্থান।
চূড়ামণি তারপরে, মধ্যভাব দিগম্বরে। পরে বলি দণ্ডপাণি, কুল গ্রামে নাই হানি।
শক্তিপুর বাণেশ্বর, জটাধর মালাধর। উভয়বিশুদ্ধ গ্রাম, দণ্ডপাণি পুণ্যধাম।
ছোট ঠাকুরে কক্ষ দড়, আকুতা গ্রাম ডাকে বড়। আকুতা নিকষকুল, রামরাজ ভাবে মূল।
সঞ্জয় জানি নির্ব্বংশ, কুল গ্রামে নাই অংশ। অষ্ট ভায়ার কহিল ভাব, আদান প্রদান
লাভালাভ।"

অপর একখানি কুলপঞ্জিকায় এইরূপ লিখিত আছে—
"বাটিঘোষ মুরারি বলি, রাম লক্ষ্মণ বনমালী। জনার্দ্দনানুজ সঙ্কেত,কহি দোকড়ি পরতেক।
সঙ্কেত কানু দোকড়ি ভাই, তস্য আদান প্রদান নাই। বাটিঘোষে ছয় গ্রাম, মাকুড়া ভাটরা নাম।
মণ্ডলার্ণা গুরুল্যা পরে, ঠাকুরপুরা মালিনীপাড়ে। মুরারির গ্রাম দুই, ঘোষবাটী রাতুলি থুই।
রামঘোষ গ্রাম রাড়ী, মণ্ডলার্ণা চুঞাতড়ি। অনুজ লক্ষ্মণ পরে, অকালে লক্ষ্মণপুরে।
বনমালী ঘোষবাটী, বাস হৈল পরিপাটী।
তারপরে জনার্দ্দন, বেদ পুত্র বিচক্ষণ। বাসু অচ্যুত গরুড় তিন, কক্ষায় হইল ক্ষীণ।
সর্ব্বানুজ শ্রীনিবাস, কুলসূত্র সুপ্রকাশ। বামন হিলোড়াগত, করণকুলে অসম্মত।
জ্যেষ্ঠ লিখি ত্রিবিক্রম, ষষ্ঠ পুত্র অনুপম। ভরত অনুজ যুবরাজ, যুধিষ্ঠির মহারাজ।
রাজা নরপতি পরে, কক্ষ-বিধ্য দিগম্বরে। পরে হাজরা দণ্ডপাণি, শত্রুঘন অনুজ গণি।
দিগম্বর অনুজ লিখি, ত্রিবিক্রমে ষষ্ঠ দেখি। জ্যেষ্ঠ ভরত লিখি গ্রাম, বরকুণ্ডা ভুকুণ্ডা নাম।
নাপিতকুণ্ডা বিক্কাইপুর, কুচাইডাঙ্গা ভাবে দূর। লিখি তেজ তপাদার, বালটি মগরা সার।
মধ্যম পশ্চিমপাড়া, তেজে নাই এ চারি বাড়া। হেড়া মেঘ যুধিষ্ঠির, পাক ছাড়া হাঁকে বীর।
ঘোষকান্দি বামুপাড়া, নন্দি-বাণেশ্বর সাটীতড়া। ঠেঙ্গাপুরা পলিসা দুই, এই ছয়খান
মেঘে থুই।
পরে রাজা নরপতি, কক্ষায় যাহার খ্যাতি। পাঁচথুপী টগরা রুহা, সিংহাড়ী জবানাংশে গুয়া।
কহিল রাজার স্থান, অংশে পঞ্চগ্রাম পান। দিগম্বরে লিখি পরে, জয়বান রসড়া তারে।
সাটিতড়া হরিপাড়া, বল্লভে কুলাই জড়া। দণ্ডপাণি ঘোষপাড়া, ঘোষ বাণেশ্বর শক্তিপুরা।
শত্রুঘন সরিষা বাস, রাজা বোলে ভাব হ্রাস। সর্ব্বানুজ শুক্লাম্বর, আকুতা নিবাস পর॥
সঙ্কেত সুখড্যা চুনা, মহা উলকুড়া থানা। কানুঘোষে বহড়া টিঞা, দোকড়ি বহরা উলকুড়া কঞা॥"

উদ্ধৃত কুলপঞ্জিকায় সোমঘোষের জ্যেষ্ঠ পৌত্র মহানন্দ। তাঁহার অনুজ মকরন্দ। মকরন্দ সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি বসু বংশে কন্যাদান করেন ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে সম্মানিত হন। তাহা হইতেই ভাগীরথীতটস্থ বিখ্যাত আকনা ও বালী সমাজের উৎপত্তি। তাঁহারই বংশ আবার বঙ্গজ সমাজে মিলিত হইয়াছে। মধ্যদেশে মহানন্দই কুলছত্র পান ও সকল কুলের মূল বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকায় তিনি স্বর্ণদণ্ডধারী ও জয়যানের অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহানন্দের দুই পুত্র চল ও চিন্তামণি। চিন্তামণি জয়যানের অধিপতি ছিলেন। তিনি কটুক্তি করায় চল দত্তগ্রাম ছাড়িয়া উত্তর দিকে পাতগুায় গিয়া নিজ পৌরুষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র অচল ও সচল, উভয়ে দেবীর স্থান (অর্থাৎ শ্যামরূপা গড়) অধিকার করিয়া ঢেকুরের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে অচল ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া সুদূর উত্তর দেশে গমন করেন। সচলপুত্র কেদার রায় নিজ বাহুবলে বহু যশঃকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হিলোড়া বাজিগ্রামের প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে কুলেড়া গ্রাম। এই গ্রামে কেদাঁর রায়ের ভিটা ও কেদার রায়ের দীঘি প্রভৃতি কেদার রায়ের স্মৃতিচিহ্ন দৃষ্ট হয়। বীরভূম অঞ্চলে প্রবাদ আছে "রেতের ঠাকুর কেদার রায়, রেতে আসে রেতে যায়।" বীরভূম জেলায় আঙ্গারগড়ে তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার মাতার গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য আঙ্গার-গড় হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই রাস্তার ধ্বংসাবশেষ আজিও 'কেদার রায়ের সরাণ' নামে পরিচিত। প্রবাদ তিনি দিবসে রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন এবং রাত্রিকালে অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া শরণি-নির্ম্মাণকারী লোকের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহা হইতেই 'রেতের ঠাকুর কেদার রায়' ইত্যাদি গাথা প্রচলিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ এই কেদার রায় বা তাঁহার ভ্রাতৃবংশের নিকট হইতে রাণা মদনের বংশধরগণ রাজ্যসম্পদ কাড়িয়া লইয়া স্ব স্ব অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ঘোষবংশ ও পরে সিংহবংশ এখানকার সহায় সম্পদ সমস্ত হারাইলেও কেদাররায় ও সিংহবংশের খ্যাতি এখনও স্থানীয় প্রবাদ মূলে রক্ষিত আছে।

কুলপতি মহানন্দের পুত্র চিন্তামণি পৈতৃক রাজধানী জয়যানে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, পিতার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া নিজ সমাজে পূজিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র বাণেশ্বর কুলে সূর্য্যের সদৃশ তেজস্বী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। বাণেশ্বরের পুত্র রুদ্র ঘোষ, তৎপুত্র মহেশ্বর, মহেশ্বরের পুত্র বলভদ্র।[৫] ইঁহারা সকলেই নির্দ্দোষ, অদ্বিতীয় ও বিখ্যাত

---

(৫) কুলানন্দের উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকায় এইরূপ পাঠ আছে—

"সোমঘোষ তনয় মহানন্দ মকরন্দ। মকরন্দ দক্ষিণেত পরম আনন্দ॥
মহানন্দে বাড়ে সুত চল চিন্তামণি। চল পাতগুায় গত চিন্তামণি গণি॥
পিতৃভূমি জয়যান বায় সোমেশ্বর জাগে। তস্য সুত বিশ্বেশ্বরে চিন্তামণি আগে॥
বিশ্বের ঈশ্বর সুত বীর বলভদ্র। উদয়আদিত্য তায় সেই মহে সূত্র॥

কুলীন বলিয়া কুলগ্রন্থে পরিচিত হইয়াছেন। বলভদ্রের পুত্র উদয়াদিত্য তাঁহার তিন পুত্র ; জ্যেষ্ঠ দামোদর, মধ্যম কামদেব, কনিষ্ঠ নারায়ণ। দামোদর জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া (কুলদীপিকা মতে) বালণ্ডা বা (কুলপঞ্জিকা মতে) বালটী গিয়া বাস করেন। কামদেবের বংশ নাই। কনিষ্ঠ নারায়ণই ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়টী প্রসিদ্ধ পুত্র জন্মে—তন্মধ্যে ১ম পক্ষে ছয় এবং ২য় পক্ষে তিন, এই ৯ পুত্র সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ক্রমে এই ৯ জনের নাম (১ম পক্ষে) বাটিঘোষ, মুরারি, রাম, লক্ষ্মণ, বনমালী, জনার্দ্দন, (২য় পক্ষে) সঙ্কেত, দোকড়ি ও কানু।

ইহাদের সময়ে মুসলমানেরা আসিয়া রাঢ় অধিকার করেন। সেনরাজবংশ পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া যান। মুসলমান অধিকারে ঘোষবংশীয়গণ পূর্ব্ব সম্মান কতকটা বজায় রাখিয়াছিলেন। নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাট বা বাটিঘোষ 'সামন্ত রায়' উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কুলপঞ্জিকায় 'বিখ্যাত সামন্ত রায়, লোকে যার যশঃ গায়' এই উক্তি হইতে বাটিঘোষের অতীত গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কুলানন্দের কুলকারিকায় লিখিত আছে—

"দেশের মাঝে ছয় জন লিখিব বিশেষে। জ্যেষ্ঠ ছয়খানি গ্রাম লিখি বাটিঘোষে ॥
মারুড়া আগে ভাটরা পরে শুকল্যা এ তিন কয়। মণ্ডলার্ণা ঠাকুরপুরা মালিনীপাড়া ছয় ॥
মুরারিঘোষে রাতুলি শেষে ঘোষবাটীতে অংশ। মণ্ডলার্ণা চুক্রাতড়ি রামঘোষের বংশ ॥
তাহার অনু একলা পুহু ছাড়িলে অস্ত আশ। লক্ষ্মণ লক্ষ্মণপুরে করিলা নিবাস ॥
তাপর ঘোষবাটী বাস করিলা বনমালী। দেখ জনার্দ্দন শ্রীনিবাস কুলে তোলে ডালী ॥
জনার্দ্দন বিচক্ষণ সঙ্কেত অসার। কানু দোকড়ি সঙ্কেত এ তিন জাঙ্গাল পার ॥" ৬

উপরোক্ত কুলানন্দের কারিকামতে বলভদ্রের পিতার নাম বিশ্বেশ্বর এবং পুত্রের নাম উদয়াদিত্য। তাঁহার মতে উদয়াদিত্যের পুত্র নারায়ণ ও দামু (বা দামোদর)। কুলানন্দ বাণেশ্বর, রুদ্র ও মহেশ এই তিন পুরুষের নাম ছাড়িয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি মহেশ বা মহেশ্বর স্থানে বিশ্বেশ্বর ধরিয়াছেন। কুলদীপিকায় আদিত্য নাম নাই। কুলপঞ্জিকায় কেবল আদিত্য নাম, কিন্তু কুলানন্দ উদয়াদিত্যের নাম দিয়াছেন। ঘোষবংশের কোন কোন প্রাচীন ঘরের বংশলতায় উদয়াদিত্যের নাম পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সেইরূপ কোন কোন বংশলতায় রুদ্রের নাম ছাড় আছে। যাহা হউক পর পৃষ্ঠায় সংশোধিত বংশলতা দেওয়া হইল :—

সুত নারায়ণ দামু দুই জেষ্ঠে মহান্। মাঝে কামদেব তার তনয়ে বিরাম ॥
নারাণে দেবতা পুজি খ্যাত হইল নব। সুত বাটি মুরারি রাম লক্ষ্মণ দুর্লভ ॥"

(৬) জাঙ্গালপার অর্থাৎ সঙ্কেত ঘোষ বংশের শুলকুড়া, ভালান ও চুনা, কানুর চিটি ও আইজুলি এবং দোকড়ির বাস কুহয়া।

১ সোমঘোষ

২ অরবিন্দ

৩ মহেশ বিনাম মহানন্দ (জযান) — মকরন্দ (সপ্তগ্রাম)

চল ঘোষ (পাতগুা) — ৪ চিন্তামণি (জযান)

অচল — সচল — কেদার রায়

৫ বাণেশ্বর

৬ রুদ্রদেব

৭ মহেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর

৮ বলভদ্র

৯ আদিত্য (উদয়াদিত্য)

দামোদর (বালুটী) — কামদেব — ১০ নারায়ণ

সামন্ত বাটীঘোষ [মাকুড়া, মণ্ডলপুর, শুরুলিয়া, উখরা] — মুরারি [রাতুনী, মোয়া, ঘোষবাটী] — শ্রীরাম (চৌয়াতড়ি) — লক্ষ্মণ (কয়া, লক্ষ্মণপুর) — বনমালী (ঠাকুরপুর) — ১১জনার্দ্দন (জযান) — সঙ্কেত (উলকুড়া, ভালাস, ভুনা) — কানু (টিঠা, সাইজুলি আইজুলি) — দোকড়ি (বহড়া)

বাসুদেব (বালুটি) — অচ্যুত — রাম* — ১২ শ্রীনিবাস (জযান)

বামন (হিলোড়া) — ১৩ ত্রিবিক্রম (জযান)

মণ্ডল ভরত (বিন্দারপুর, বরকুণ্ডা, ভুকুণ্ডা, কুচাইডাঙ্গা) — তেজ (মগরা, বালুটী) — তপাদার — যুধিষ্ঠির (নন্দীবাণেশ্বর ঘোষকান্দী, পলিসা, বান্ধুপাড়া) — হেড়ামেব — ১৪রাজা নরপতি (পাচথুপী) — দাতা দিগম্বরথী (জযান) — দণ্ডপাণি — হাজরা (শক্তিপুর, ঘোষবাণেশ্বর) — শক্রঘ্ন — শুক্লাম্বর (আকুত্তা জযান)

১৫ মল্লিকপ্রয়াগ (পাচথুপী) — কাশীশ্বর (টগরা) — বনমালী — সিদ্ধেশ্বর — গরুড় (রুহা) — রুদ্র — উমাপতি — জলন্ধর

---

* অপর এক কারিকা মতে 'গরুড়'।

স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক

শিবপূজা করিয়া নারায়ণের ৯ পুত্র হইয়াছিল বলিয়া তিনি 'নবনারায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ হন, তাঁহার ষষ্ঠপুত্র জনার্দ্দনের বংশই সমাজে ধনে মানে কুলেশীলে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। জনার্দ্দনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাসুদেব ও অচ্যুত বালটীতে ও গরুড় রুহাগ্রামে গিয়া বাস করেন। কনিষ্ঠ শ্রীনিবাস পিতৃভূমি জয়যানেই অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময় মুসলমান অত্যাচারে ঘোষবংশ অনেকটা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সামন্তরায়ের বংশধরগণ এক্ষণে নানাস্থানে মুসলমান হস্তে নিগৃহীত ও স্থানচ্যুত হইতেছিলেন। নারায়ণের ৭ম পুত্র সঙ্কেত সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় "পৌরুষেই জিতানহী" পাঠ হইতে বুঝা যায় তিনি বাহুবলে বহুসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীনিবাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বামন নিরাপদ হইবার আশায় হিলোড়ায় গমন করেন। শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিবিক্রম অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণে কোন ফল নাই। তিনিও সিংহবংশতিলক জগন্নাথ সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া মুসলমান সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে পাঁচথুপীতে রাজধানী করিয়া 'রাজা' বলিয়া পরিচিত হন। তিনি বেশী দিন ঐ পদ ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অভাব হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত ঘোষ 'মণ্ডল' পদে, তেজঘোষ 'তপাদার' পদে ও দণ্ডপাণি (জটাধর) মুসলমানের সৈনিকবিভাগে 'হাজরা' বা সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভরত মণ্ডল[১] হইয়া বরকুণ্ডা নামকস্থানে গিয়া বাস করেন, তাঁহার বংশধরেরা পরে বিল্বারপুরা, বরকুণ্ডা ও কুচাইডাঙ্গা নামক স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এইরূপ তেজঘোষ তপাদার বালটী ও মগরা; দণ্ডপাণি হাজরা প্রথমে শক্তিপুর পরে ঘোষবাণেশ্বর; যুধিষ্ঠিরের সন্তান ঘোষকান্দী, নন্দীবাণেশ্বর, পলসা ও বাসুপাড়া; শুক্লাম্বর ঘোষের সন্তান জয়যান, মহুকা ও আকুতা; রাজা দিগম্বর খাঁ পিতৃভূমি জয়যানের এবং নরপতি পাঁচথুপীর অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ত্রিবিক্রমের আট পুত্র 'অষ্ট ভায়া' নামে পরিচিত। ৮ পুত্রের মধ্যে কেবল রাজা নরপতি ও দাতা দিগম্বর খাঁর বংশ শ্রেষ্ঠ কুল বলিয়া সম্মানিত হন।

পূর্ব্বোক্ত উপাধিগুলির মধ্যে 'মণ্ডল' উপাধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার ও শক্তিশালিতার পরিচায়ক ছিল। তৎকালে ভৌমিক বা ভূঁঞাগণ ক্ষুদ্র সামন্তরাজরূপে এবং এইরূপ দ্বাদশ ভৌমিক বার ভূঁঞার উপর যিনি কর্তৃত্ব করিতেন, তিনি 'মণ্ডল' বা 'মাণ্ডলিক' নামে পরিচিত হইতেন। সুতরাং ভরত ঘোষের ক্ষমতা বড় কম ছিল না। অনেকগুলি পরগনা লইয়া এক একটী 'তপ্পা' হইত, সেই 'তপ্পা'র শাসন কর্তৃত্ব যাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত তিনি 'তপাদার' বলিয়া পরিচিত

(১) 'স্থাৎমণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ' (বিশ্ব) অর্থাৎ বারজন ভূস্বামী বা বার ভূঞার উপর যিনি কর্তৃত্ব করেন তিনিই মণ্ডল। সাধারণ রাজার অধিকার চারি যোজন মাত্র, তাঁহার শতগুণ যাঁহার অধিকার তিনিই মণ্ডলেশ্বর। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) কায়স্থকাণ্ড, ৩য়াংশ, ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতেন। তেজ ঘোষ এইরূপ একজন 'তপাদার' ছিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তৃত্ব যিনি পাইতেন, তিনি মুসলমান সরকারে 'মালিক' হইতেন। রাজা নরপতি ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াগ ঘোষ ঘোষবংশে সর্ব্বপ্রথম 'মালিক' বা 'মল্লিক' পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে অধুনা 'মৌলিক' পদবী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কুলবিধি প্রবর্তন-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, উত্তররাঢ়ীয় সমাজে 'ধনেন কুলং' এ কথার সার্থকতা আছে। সিংহবংশ প্রসঙ্গে রাজা গণপতির ১ম তিন পুত্র মণ্ডল জীবধর, প্রভাকর ও নারদ এবং সর্ব্বাধিকারী জগন্নাথ সিংহের পুত্র শ্রীধর, গোবিন্দ ও মাধব এই ছয় ব্যক্তি যাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাঁহারা যেমন ষট্‌কুল মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পাঁচথুপীনাথ রাজা নরপতি ঘোষের পৌত্র তথা প্রয়োগ মল্লিকের তিন পুত্র রঘুপতি মল্লিক, বেণীনাথ হাজরা ও লোকনাথ কারফরমা এবং জয়বানপতি রাজা দিগম্বর খাঁর পুত্র চক্রপাণি ঘোষ, রুয়াঙ্গদ ঘোষ ও যুবরাজ ঘোষ এই ছয় মহাত্মা কুলগ্রন্থে ও সমাজে কুলে শীলে ও ধনবলে নিরাবিল ষট্‌কুল মধ্যে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

রাজা ত্রিবিক্রম ও তৎপুত্র রাজা নরপতির বংশ পরিচয়।

ঘনশ্যাম মিত্র পঞ্চচামরী ছন্দে উপরোক্ত নবনারায়ণের প্রপৌত্র রাজা ত্রিবিক্রমঘোষের বংশকারিকা এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"ত্রিবিক্রমাংশসম্ভব প্রতাপবন্ত ভূতলে। মহীঙ্কুকার বিশ্বসার চণ্ড দণ্ড দোর্ব্বলে॥
মণ্ডলো ভরতো জ্যেষ্ঠঃ তেজঘোষস্তপাপতিঃ। নবাম্বুদো যুধিষ্ঠির কুলেষু রাজ নৃপতিঃ॥
দিগম্বরো দণ্ডপাণিঃ কক্ষবিখ্যাতক্ষিতিঃ। তৎপশ্চাৎ শক্রবীরঃ শুক্লাম্বর কুলে কৃতী॥
নিপাত ষাটঘোষ বাট ভ্রাতরষ্টাকুলে। ধরামরা রতিপতি নরেশঘোষ ভূতলে॥
কুলাধিরূপী পঞ্চথুপী পট্টরাজধানিকঃ। প্রচণ্ড কক্ষ ছত্রধারী রুদ্রদণ্ডপাণিকঃ॥
নৃপাত্মজ প্রয়াগস্থঃ কাশীগরুড়ঘোষকঃ। প্রয়াগ পঞ্চথুপীনাথ তাতকো সর্ব্বপোষকঃ॥
প্রয়াগ পঞ্চ সুনব প্রবীণ ঘোষমণ্ডলে। প্রধান তত্রপুত্রণ মল্লিকাখ্য ভূতলে॥
পুরন্দরাখ্য মন্দকক্ষ চোঙ্গদার সংজ্ঞকঃ। কারফরমা হরিহরাখ্য মধ্য কক্ষপক্ষকঃ॥
প্রয়াগতস্ত্রিপক্ষতঃ ত্রিপুত্র কক্ষ অক্ষতে। স বেণীনাথ লোকনাথ জাতমিত্র-পক্ষতে॥
রঘোরপত্য যুগ্ম কক্ষ বিখ্যাত ক্ষিতিতলে। দনাইক ভবাইক বিভাতি মল্লিকাচলে॥
জনার্দ্দনাৎ সুতা পঞ্চ সুবর ক্ষিতিতলে। বরাভিমন্যুঘোষক মুখ্য কক্ষ মণ্ডলে॥
তদনু বংশীবদন স্তথাপ্যমোঘযাদবঃ। তদনু কৃষ্ণমাণিক কুলেষু পঞ্চ সাধবঃ॥
সুতাবুভৌ বভূবতুঃ কুলেষু মুখ্যকক্ষকৌ। কুলে হৃষী রমাপতি কুলক্রিয়াসু দক্ষকৌ॥
হৃষীজ ঘোষ কৈটভারি দেশ পঞ্জরাগত। তথা বিভাতি ভানুবজ্রপাই দাসপূজিত॥
স্বদেশে ভূষিত কুলে রমাপতি প্রভাকর। সুতোদয় কুলে কৃতী বলাই লম্বিতোদর॥
বলাই তত কিশোর কিশোর যুগ্ম ভূতলে। কুলেষু গোপীকক্ষরোপী তৎ জয়াসুবৎসলে॥"

প্রয়াগজ রঘুপতিমল্লিক-বংশ।

ঘনশ্যাম মিত্র রঘুপতি মল্লিকের বংশ ও অংশ সম্বন্ধে এইরূপ ঢাকুরী লিখিয়া গিয়াছেন—

"প্রয়াগে চত্বারি পক্ষ পঞ্চ পুত্র লিখি। আদি পক্ষ মল্লিকাখ্য রঘু সরস দেখি॥
হরিহর মধ্যমতর পুরন্দর ক্ষীণ। অনুক্রমে কন্যা দিল তিনে ধারা তিন॥
পক্ষশেষে উপাদান বেণী লোকনাথ। হাজরা পদে বেণী হরাই কারফরমাখ্যাত॥
রাজার কুলে প্রয়াগ বড় প্রয়াগ কুলে রঘু। রঘুর কুলে দনাই ভবাই অন্য কুলে লঘু॥
দুই ভাই বলবন্ত পাখ্যা দনাই আগে গনি। সভা শোভা করণ লোভা যায় মাণিক মণি॥
জনা কুলে ধারা পঞ্চ মণি কুলে বড়। কৃষ্ণরামে মাণিকাখ্য উভয় পক্ষ দড়॥
অমোঘ যাদব বংশীবদন মাঝে ধারা তিন। অনুক্রমে কুল বংশগত ক্ষীণ॥
মাণিক শীতলে লোপ মণি কুলে শ্রেষ্ঠ। কাশী রমানাথ তায় দ্বয়ী বয়োজ্যেষ্ঠ॥
রমানাথে শিবরাম দ্বয়ী কৈটভারি। নিরাভঙ্গ তেজা যুগল ধারা গাঙ্গবারি॥
মণি বল্লভে কৈটভারি রূপাই নিলে ছলে। শিবরাম মুকসুদাবাদ দেশে মণি জলে॥
কৈটভারে হরিরাম শিবরামে দুই জন। বলরাম আর লম্বোদর ধারা শুক্ল পণ॥
বলরামে কিশোর জাগে তাথে দুই ধারা। গোপীরমণ জয়নারায়ণ ডাকে তৌল খাড়া॥
রাজায় প্রয়াগ রঘু জনার্দ্দনে মণি। তাথে কৈটভারি পঞ্জরা গেলা শিবরাম দেশে গনি।
আট পুরুষে কিশোর ঘোষে সরসে সরস। অতএব ভেব্যা লেখি কন্যার পরশ॥
শিবে বলাই লম্বোদর কুলে ধনে ধনী। রাজায় তাজা নিরাবিল মণি মন্ত্র ফণী॥
কৈটভারি কুলের মণি রূপৌ নিলে কহনে। শিবরাম মকুসুদাবাদ দেশে মণি সনে॥
উভয় রাজে কুল সমাজে কান্দী পঞ্চথুপী। এখন মল্লিক রঘুর কুলে টাকা খায়েন গোপী॥
বিভা হয়্যা সিংহ পাইয়া লুকিয়া লুকিয়া ধরে।
গাল্যা কুলের ছাল্যা ঘরে শোভা নাই করে। ভোজন রসে বীর বলাই কেবা বিচার করে।
নিকষ সন্তোষ জামাতা নাইক কর। তুমি গোবিন্দে কৃষ্ণরামসুত কুলিয়া কুলিয়া ধর॥
শ্রীধরে মথুরানাথ তা কর না কেনে। বুঝি পাইতে থুইতে কিছু নাই জোট নারায়ণে॥
হেন না কর মথুরানাথ বাল্যা তাজা ঘরে। তোমার তারাপতি রতি অতি ঘোষে না আদরে॥
পাটুলিতে আছে শ্যাম শিবের কুলে জানো। শোনা বানা গুকুর কন্যা কুল ছুইয়া আনো॥
কমল কোমলকে পাইয়া রূপকে আইলা ধাইয়া। শেষে লম্বোদর কোপাইলা কুলকন্যা পাইয়া॥
নিরাবিল সিংহ দেখিয়া না যাও তার কাছে। তুমি না জানো জামুয়ার বনে বাঘা বাঘা আছে॥
হরিদাস বলেন বাপা তুমি কি আর বল। তোমায় আমায় করণ কারণ সমান যুথে চল॥"

সদানন্দ ঘটক রঘুপতি মল্লিকের বংশপরিচয় নিজ কুলকারিকায় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"প্রয়াগ পক্ষ বেদ সুত বাণে রঘুপতি। মানে তুঙ্গ দানে পাইলা মল্লিক পদ্ধতি॥
সন্তান বিদেশ দেশে হরিহর তাপর। গ্রহণ দোষে বিদেশে বৈসে ভাতিয়া ভিতর॥

হরিহর অনুজ লিখি পুরন্দর ঘোষ। মুঙ্গের লক্ষ্মণপুরে পরম সন্তোষ ॥
গোপী হরি রঘু তিন তিন পক্ষে পাই। নৈহাটী মিত্র পক্ষে পরে বেণীনাথ ভাই ॥
রঘুপতি মল্লিকে সুত জ্যেষ্ঠ জনার্দ্দন। জনার্দ্দনে ধারা পঞ্চ খ্যাত পঞ্চ জন ॥
অগ্রগণ্য অভিমন্যু ধন্য কুল-কৃতী। বংশীবদন অঘোষ যাদব অনুজ তেমতি ॥
কৃষ্ণরাম অনুপাম গুণধাম ভাই। অঘোষ যাদব বংশীবদন ক্ষণে মিশাই ॥
করে কর ধরিয়া অঘোষ মনোহরে। যাদব করিয়া যাত্রা করে তার পরে ॥
অগ্রগণ্য মুনি-সুত হৃষী রমানাথ। সতুঙ্গ করণে ডাক ভুবনে বিখ্যাত ॥
বংশীবদন সুতত্রয় গোপী চতুর্ভুজ। গোপী কশে ভোজন বশে হল্যা কুল কুজ ॥
চতুর্ভুজে যদুনাথ পরে চণ্ডিদাস। জনার্দ্দনে পুত্র পঞ্চ কুলে সুপ্রকাশ ॥
জ্যেষ্ঠ তায় অভিমন্যু স্নেহে ডাকে মুনি। তায় হৃষীকেশসুত কৈটভারি গণি ॥
আদান পঞ্জরা দাবু মাধবে সুকড়া। সুত হরিরামে রাণা মদন হিলোড়া ॥
পক্ষ শেষে রূপাই দাসে নিবসে পঞ্জরা। রাম গোপী কৃষ্ণরাম বিশে ঘোষে সারা ॥
শ্রীবল্লভতে সাম্ব দিনাজপুরবাসী। শিবকৃষ্ণ নরোত্তম বিধারা প্রকাশি ॥
শিবে মাধে রামেক্র বাস বাগজান। দ্বিপক্ষে ঠাকুর সুত্রে নাজা বহড়ান ॥
জ্যেষ্ঠ পক্ষে দীপ্ত কক্ষে গোপালকে পাই। পক্ষ শেষে রাজার দৌহিত্র দুই ভাই ॥
রাধা রঘুনন্দন নিবাস ··· ··· ···। জীবে জয়রাম-সুতা দীপ্তিমন্ত তাহে ॥
গোপাল ঘোষে রাঘব দাসে বসে ঘোড়াঘাটে। গোপালে কিঙ্কর জীবে ··· ··· ঠাটে ॥
রামভদ্রসিংহ সুতা প্রদান কিঙ্করে। হরিহরে অনুজা পরে মাধে দীপ্ত করে ॥
কিঙ্করে অনুপ জড়া জীবে জয়রাম। সুত রমানাথসুতা বিরাজিত ধাম ॥
সুতা মাধে জগন্নাথ সুত চান্দরায়। নিবসতি অশ্বঘাটে দীপ্তিমন্ত তায় ॥
শিবে রাধাচরণ বহড়ান গঙ্গাধরে। দাসে অনায়াসে সেবি দেশে দীপ্ত করে ॥
সুত কৃষ্ণমঙ্গল-তনয়া মাধে জড়া। শ্রীমন্ত নন্দন মদনে ভাল খড়া ॥
রামকৃষ্ণ নরোত্তম তায় রঘুনাথ। রামনাথ অনুজ তায় কন্যায় বিখ্যাত ॥
সুতা প্রভাকরে কৃষ্ণচরণ নন্দনে। সন্তোষে সন্তোষ দেখি শুন সর্ব্বজনে ॥
রামনাথ জীবধরে ৮ড়া কাশীনাথসুতা। মালদহ ছাড়ি অশ্বঘাটে সুপূজিতা ॥
সুত মধি অভিমন্যু সুত রামনাথ। তৎসুত শিবরাম দাসে সুকড়া বিখ্যাত ॥
শিবে বলাই লম্বোদর সুতা দস্তিদারে। গৌরীদাসসিংহ গৌরীপাড়া দীপ্ত করে ॥
পরে দেবরাজবংশে পরম আনন্দ। গোবিন্দ সন্তানে চনাখালি সুখবন্ধ ॥
সর্ব্বানুজা দত্তে পূজা ··· মুরলীধরে। কি দায়ে দিলেন সুতা দণ্ডে বিরামপুরে ॥
বলরাম বহড়ান ধর্ম্ম-খাঁয় দেখি। তাহে কিশোর বাসুঘোষ ভগবান্ সে সুখী ॥
সুতা জীবে বিষ্ণুদাস সুত মধু শিবে তাজা। গৌরীসুত রামদত্তে শেষে ভাঙ্গে মাজা ॥
দত্ত দাসে অনায়াসে ··· ··· বহড়ান। ভাব রাখিতে পরে বাল্যা রাজীব সন্তান ॥

রামেশ্বর সিংহ পরে দত্তেতে মুরলী। কিশোর সোমর শ্যামদাসে সে পাটুলি॥
কিশোরে যুগল ধারা গোপীকৃষ্ণ জয়। সুতা মাধে রামকৃষ্ণ পরা দাসাশ্রয়॥
নারাণী বামুনি জ্ঞান দেখি সম্প্রদান। গোপী জমরা জনার্দ্দন পুরে বহড়ান॥
গোপীসুত বেদে কৃষ্ণপ্রসাদ বিখ্যাত। ভিখারী পরাণ তার পরে বিশ্বনাথ॥
সুতা লক্ষ্মী নারায়ণী জমুয়া দত্তিদারে। পড়া উঠা খড়া কুল প্রদীপ্ত সংসারে॥
কৃষ্ণপ্রসাদে মহেন্দ্র সুত একব্বরপুরে। পরে কালিদাস শেষে সুতা দত্তিদারে॥
সিংহ পক্ষে নন্দ জগন্নাথ বিরাজিত। জয়হরি জয়যুক্ত জমুয়া মাধবে পূজিত॥
নন্দতে আনন্দী সুতা মাধে মূর্ত্তিমন্ত। জগন্নাথে দীনুদাস নন্দ হল শান্ত॥
গোপীসুত ভিখারী যদুনন্দন জড়িত। তারাপতি শুদ্ধগতি গোবিন্দে পূজিত॥
ভাটরায় সদানন্দসিংহ-সুতা শেষে। সুত অকিঞ্চন রামরাম দ্বিপুত্র প্রকাশে॥
প্রহান লেবে হরিদাসে ধনি সুত কৃষ্ণ। পরে লেবে শিবে নিমুসুত রামকৃষ্ণ॥
অকিঞ্চনে শঙ্করনন্দিনী জীবে জড়া। উভয় কুল শুদ্ধভাব সুবিদিত বাড়া॥
গোপীসুত পরাণে জমরা ভিখারী নন্দিনী। জয়হরি জয়যুক্ত জমুয়া আত্মপত ধনি॥
প্রাণে বৈদ্যনাথ কাশী অনুজ ভোলানাথ। বৈদ্যনাথে তারাপতি অনন্তে বিখ্যাত॥
কাশী কালিদাস বংশে রামকৃষ্ণসুতা। সে পাটুলীতে দত্ত জড়া বিদেশে মার্জ্জিতা॥
ভোলানাথে দুর্গারাম সুতা ভাল সাজে। সে মিরাটী ... গদাধরে আদান অনুজে॥
রঘুপতি বংশগতি লিখি ভবেশ্বর। মল্লিক রাঘবানন্দ তাঁহার কোঙর॥
রাঘবসুত সিদ্ধানন্দ মল্লিক খেয়াতি। উভয় পক্ষে যুগল পুত্র বিখ্যাত সন্ততি॥
রাজারাম রামরাম নন্দিনী যশোরে। রাজারামে মথুরা বিষ্ণু দত্তবাটী পরে॥
রাজারাম গুণধাম জড়া গোপিজন। তিন পুত্র সুতা চারি শেষে বিলক্ষণ॥
জীবে ছাড়ি সিংহে সুতা পরে রামেশ্বরে। মাধে দত্তিদারে হরি কক্ষে দীপ্ত করে॥
তাপর মাণিক সিংহ জয়হরির কুলে। রামচন্দ্রে উভয় মাঝে রাজারাম গোপালে॥
রামচন্দ্র মল্লিকে ধারা দীপ্তিমন্ত। বৈষ্ণব অনুজ গোপী মল্লিক নিতান্ত॥
সুতা প্রভাকরে সীতারামসিংহ বলি। পরে দত্তিদারে রামকৃষ্ণ পাটুলী॥
বৈষ্ণব গোবিন্দে জড়া কিঙ্করনন্দিনী। সে পরম আনন্দে চুণাখালি অগ্রগণি॥
সুতা মাধে তিতুসিংহে তাপর নিহাল। জয়চন্দ্র নন্দন রঘু প্রভাকরে ভাল॥
রামচন্দ্র নন্দন গোপী মল্লিক ভিখারী। উভয় কুল শুদ্ধ ভাবে যেন গঙ্গাবারি॥
গোপীসুত ইন্দ্রমণি গোবিন্দে জড়িত। দীননাথসিংহ সুতা কক্ষায় মার্জ্জিত॥
রামকৃষ্ণে রঘুনাথ সুতা সম্প্রদান। তাপর সিনড়ি দত্তে করিলা প্রস্থান॥
রসিক রসিক বড় স্থিতি বৈদ্যপুরে। উভয় পক্ষে পঞ্চ পুত্র সুতা প্রভাকরে॥
মোহন নন্দন কানু সিংহে সমর্পণ। প্রভাকরে সতুষি করণে বিলক্ষণ॥
রতনে ঈশ্বরসিংহ কল্যাণ নন্দন। বেণীনাথে তনয়া করিলা সমর্পণ॥

মহাদেব মল্লিকে প্রভাকরে হরিদাস। তস্ত সুতা রাঘব সুতে কুশলে প্রকাশ॥
কৃপারাম রায় সুতা শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকে। সুত বলরাম বৈষ্ণব সুতা তাকে॥
অভয় শ্রীমুখ বংশে বিকল নন্দিনী। বিপক্ষে গৌরাঙ্গ জাগাইলে অবনী॥
সে দায় তরিলা ব্রজনাথ সুতা দানে। জীবে পড়া উঠা খড়া অভয় তাথে কেনে॥
নীলু সে জয়পরা রামসিংহেতে ভাটরা। উভয় পক্ষে পঞ্চ পুত্র চন্দ্র বেড়ি তারা॥
সিদ্ধানন্দ সুত রামরামের আদান। বামুনি গাঁয় গোপীনাথ দাসে অধিষ্ঠান॥
সুত গোপাল মল্লিক শ্যামসুন্দর তা পর। সর্ব্বানুজ রাধাকৃষ্ণ কুল-শশধর॥
প্রদান নন্দরামসিংহে শ্রীধরে সে গাড়া। অপরা উদয়সিংহে খ্যাত হরিশাড়া॥
গোপালে আদান সিংহ দীপ্ত ভগীরথ। পরে মাধে গ্রহণ রামচরণে সম্মত॥
গোপালে দুর্ল্লভ গৌরী রাধা সুপ্রকাশ। সুতা প্রভাকরে ধনি কুলাই নিবাস॥
জীবে নন্দলালে পরে দেখি খেলারাম। পরমানন্দ সুতে সুতা দাসেতে বিশ্রাম॥
দুর্লভে আদান কৃষ্ণ জয়হরি সন্তানে।. গৌরী বারাণসী বাল্যা সিংহ শুভক্ষণে॥
সুত সদাশিব শঙ্কর শম্ভু তিন। প্রদান জীবে কালীচরণ কক্ষায় প্রবীণ॥
গোকুলে আনন্দী সিংহ সুন্দর বালিয়া। প্রভাকরে প্রাণনাথ শোন মন দিয়া॥
শিবে মাধে রাঘবে গোকুলসিংহসুতা। তস্ত সুত বিশ্বনাথ নন্দনে পূজিতা॥
শঙ্কর বনহাট মাধে সিংহ ইন্দ্রমণি। শম্ভু সত্যজীব জড়া বিখ্যাত অবনী॥
শ্যামসুন্দর মাধবে জম্বুয়াতে রঘুনাথে। সুত বাণেশ্বরসুতা চিন্তামণি যুথে॥
রামরাম তনয় রাধাকৃষ্ণ দত্তিদারে। রামচরণসিংহ সুতা বনহাট তৎপরে॥
সুত ইন্দু মল্লিক অনুজ পদ্মনাভে। সর্ব্বানুজ হটু গঙ্গাধর ডাকে এবে॥
প্রদান মথুরানাথে দীপ্ত কলিরাম। তাপর গোবিন্দে কৃপানাথে অনুপাম॥
পরে বাল্যা গোকুল নন্দন দীপচন্দ্রে। খুড়্ হল্যা পদ্মনাভ গৌরাঙ্গ আনন্দে॥
বৈষ্ণবনন্দিনী পদ্মনাভে বিরাজিত। সুত শিবু অন্যা গৌরাঙ্গ পূজিত॥
তাপর বাল্যা কন্যা দিলা গোকুলে প্রসাদ। দয়ানাথ নন্দনে পরা গোবিন্দে বিখ্যাত॥
তাপর জীবে আদান এবে দীনদয়ালসুতা। জীবে পালটী কর‍্যা উলটি নন্দনে পূজিতা॥
বেহারী গৌরাঙ্গ সঙ্গ রাধাকান্ত মাইঞা। নন্দন চন্দন ফোঁটা ভাল মধ্যে লঞা॥
সুতা বেল্যা লোহারাম জীবে পীতাম্বর। সসুত বিজয়রাম শুন কুলবর॥
গঙ্গাধরে মাধে জাম্বা রসিকে রসিক। সুত বল্লভীতে ভোলানাথ সস্ত্রীক॥
মধুসিংহে প্রদান করে আদান নন্দনে। তেজেত নন্দন সমি সদানন্দ ভণে॥"

(১৭ হইতে ২০ পৃষ্ঠায় উক্ত কারিকা অনুসারে বংশলতা দেওয়া হইল।)

রাজা নরপতির বংশ—পাঁচথুপী।

রাজা ত্রিবিক্রম ঘোষের চতুর্থ পুত্র রাজা নরপতি পাঁচথুপী গ্রামে বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াগ ঘোষ নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন ও মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মল্লিক প্রয়াগের পাঁচ পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ রঘুপতি মল্লিক উপাধি, দ্বিতীয় হরিহর ও পঞ্চম লোকনাথ কারফরমা উপাধি, তৃতীয় পুরুষোত্তম বিনাম পুরন্দর চোঙ্গদার উপাধি এবং চতুর্থ বেণীনাথ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া হাজরা উপাধি পাইয়াছিলেন। সরকারী কার্য্যের পদানুসারে এই সকল উপাধি লাভ হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঘনশ্যাম মিত্রের পঞ্চচামরী কারিকা মতে—

রাজা নরপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্চথুপীনাথ প্রয়াগ মল্লিক তিন বিবাহ করেন, এই তিন বিবাহে পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষে রাজা রঘুপতি মল্লিক, পুরন্দর চোঙ্গদার ২য় পক্ষে হরিহর কারফরমা, তৃতীয় পক্ষে মিত্র কন্যার গর্ভে বেণীনাথ ও লোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। কুলপঞ্জিকায় মিত্রপক্ষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"যখন প্রয়াগ নৈহাটী গেলা মর্য্যাদাদিরসে। বাপের বিবাহ দোষে বেটাগণ বসে॥
ভিন্ন বাড়ী করেন রঘু কন্যার সরসে। প্রয়াগে কোমল কাজ মিত্রের পরসে॥"

অর্থাৎ প্রয়াগ মল্লিক মর্য্যাদা পাইবার আশায় নৈহাটীর মিত্রবংশে আদিরস করেন। বাপের বিবাহদোষে পুত্রগণ চটিয়া যায়। প্রয়াগের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতি মল্লিক নিজ কন্যার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য পৃথক্ বাড়ী করিয়া বাস করিতে থাকেন। মিত্রস্পর্শে প্রয়াগ কোমলভাব বলিয়া গণ্য হন। কুলপঞ্জিকায় এরূপ উক্তি থাকিলেও মিত্রপক্ষে জাত বেণীনাথ হাজরা ও লোকনাথ কারফরমাকে আমরা নিরাবিল শ্রেষ্ঠ ঘটকুল মধ্যে পরিচিত দেখিতেছি।* অভিমন্যু হইতে মণিবংশের ধারা বংশীবদন হইতে বংশীবদনের ধারা এবং রঘুপতির কনিষ্ঠ পুত্র ভবানন্দ হইতে মল্লিক বংশের ধারা চলিয়া আসিতেছে, ভবানন্দ ও নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া পিতৃ উপাধি পাইয়াছিলেন। অভিমন্যু ঘোষ নবাব সরকারে রাজসভার 'মণি' অর্থাৎ উজ্জ্বলরত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কায়স্থ-সমাজও তাঁহাকে সমাজের শিরোমণিরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা প্রদান করেন। অভিমন্যুর দুই পুত্র হৃষীকেশ ও রমাপতি বা রমানাথ। রমাপতির প্রপৌত্র কিশোরের দুই পুত্র গোপীনাথ ও জয়নারায়ণ। গোপীনাথের বংশধরগণই সম্প্রতি পাঁচথুপীর মণিবাড়ীতে বাস করিতেছেন। গোপীনাথের প্রপৌত্র নৃসিংহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অধীনে কার্য্য করিতেন এবং তৎকালে তিনি কিছু ভূমি সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নৃসিংহের প্রপৌত্র কালিদাস প্রথম পক্ষে কান্দীর রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ করিয়া কালিদাস বহু ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের সন্তান পঞ্চানন ও হরিশ। উভয়েই সুশিক্ষিত ছিলেন। পঞ্চানন অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। দরিদ্রগণের উপকারই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কালিদাস তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও মোকদ্দমাপ্রিয় ছিলেন। পঞ্চাননের অকাল-

* উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড ১ম খণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মৃত্যুর পরে হরিশের সহিত কালিদাসের যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতেই উভয়কে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। পিতা পুত্রের এই বিবাদের বিষয় এক্ষণে প্রবাদরূপে ঘরে ঘরে কথিত হইয়া আসিতেছে। পঞ্চানন ও হরিশ নিঃসন্তান। কালিদাসের চতুর্থ পক্ষের তিনটী পুত্র বর্ত্তমান।

জয়নারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র বিমল। বিমলের পৌত্র ব্রজনাথের চারিটী পুত্র, গদাধর, রাজকিশোর, জগৎ ও কৃষ্ণসুন্দর। গদাধরের পৌত্র বিশ্বেশ্বর বিবাহ করিয়া বালীতে বাস করেন। বিশ্বেশ্বরের কন্যার সহিত কান্দী-রাজবংশীয় রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ হয়। পাঁচথুপী-নিবাসী জমিদার লেফ্‌টেনাণ্ট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মল্লিক এম্,এ, এম্, এল্, সি, মহাশয় এই কন্যার দৌহিত্র।

ব্রজনাথের তৃতীয় পুত্র জগচ্চন্দ্র ঘোষ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সন ১১৮২ সালে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি বহু দিন সংসারাশ্রমে বাস করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। সন ১২৬০ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে ৺বৃন্দাবন ধামে গিয়া পরম সিদ্ধপুরুষ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট বৈষ্ণব সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার ভেকাশ্রিত নাম হয় শ্রীমৎ জয়কৃষ্ণ দাস বাবাজী। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি ১৮ বৎসর কাল বাস করেন। যতদিন তাঁহার ভ্রমণশক্তি ছিল, ততদিন মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে উদরান্নের সংস্থান করিয়াছিলেন, কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। মালাজপ ও নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন। রাত্রিকালে অল্পক্ষণ বৃক্ষতলে নিদ্রায় যাপন করিতেন। দেহত্যাগের ৪ বৎসর পূর্ব্বে আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন হওয়ায় দিনাজপুরের রায় সাহেব বাহাদুরের শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থিত শ্রীশ্রী৺রাধাকান্তজীউ দেব বিগ্রহের ঠাকুরবাটীতে একটী কুঠুরী লইয়া বাস করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিগ্রহের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। ঐ ঠাকুরবাটীর নাম 'মধুমঙ্গলকুঞ্জ'। জগচ্চন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুলিনবিহারীকে দিনাজপুরের রায় সাহেব কমললোচন ঘোষ রায় মহাশয় দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দত্তকপুত্রই প্রাতঃস্মরণীয় রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ ঘোষ রায় বাহাদুর। ১২৭৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ৯৬ বৎসর বয়সে জগচ্চন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে একদা তাঁহার পুরাতন কৌপীন সেলাই করা কন্থাখানি রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তদভ্যন্তরস্থ ছারপোকাগুলির কষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাহা রৌদ্র হইতে সরাইয়া রাখিলেন এবং বলিলেন "উহারাও ব্রজবাসী। উঁহারা তাঁহার কোনও হিংসা করেন না। সুতরাং উহাদিগকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে।" "নামে রুচি জীবে দয়া" বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম জগৎ ঘোষই যথার্থ পালন করিয়াছিলেন। জগৎচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র রাজকুমার সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া জয়পুরে বাস করেন। তিনি তিনটী পুত্র গৌরলাল ঘোষ, কানাইলাল ঘোষ ও কুঞ্জলাল ঘোষকে রাখিয়া জগচ্চন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। কালিদাস ঘোষ রাজজামাতা হইবার পর জগৎচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীকে বলপূর্ব্বক পাঁচথুপীর বাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার ভদ্রাসন নিজ ব্যবহারে আনয়ন করিলে তাঁহার পৌত্রদ্বয় গৌরলাল ও কানাইলাল মোকদ্দমা

করিবার জন্য জগৎচন্দ্রের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে বৃন্দাবন গমন করেন। তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'কালিদাস বড়লোক হইয়াছেন, তাঁহার তদুপযোগী বাসভূমি প্রয়োজন। তিনি বলপূর্ব্বক লইয়াছেন এজন্য তাহার পরিণাম ভাল হইবে না, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি কালিদাস তোমাদের যাহা লইয়াছেন তোমাদের তাহার বহুগুণ সম্পত্তি হইবে। আমি ক্ষেত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি। আমাকে আর মোকদ্দমায় জড়িত করিও না।' জগৎঘোষের এরূপ ক্ষমা অবলম্বন জগতে বিরল। পৌত্রগণ এইরূপ উপদেশ পাইয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

জগৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর ও কনিষ্ঠ রামলাল। শ্যামসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্র সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম প্রেমানন্দ স্বামী। অধিক সময় তিনি নাসিকতীর্থেই অতিবাহিত করেন। রামলাল দীর্ঘকাল সরকারী কার্য্য করিয়া সম্প্রতি প্রায় ২৫ বৎসর কাল পেনশন ভোগ করিতেছেন। ইনি একজন শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব, এবং ভক্ত জগৎচন্দ্রের একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

মল্লিক ভবানন্দ ঘোষের পৌত্র সিদ্ধানন্দের দুই পুত্র রাজারাম ও রামরাম। তন্মধ্যে রামরামের বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রামরামের তিন পুত্র গোপাল, শ্যামসুন্দর ও রাধাকৃষ্ণ। গোপালের প্রপৌত্র বিশ্বনাথ দশরথসিংহ বিশ্বাস-বংশে বিবাহ করিয়া সম্পত্তি পাইয়া ছাতিনা-কান্দীতে বাস করেন। বিশ্বনাথের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলায় বহু সম্পত্তি পাইয়া কৃষ্ণগঞ্জের এলাকায় রাণীগঞ্জ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র হরিমোহন জামুয়ায় বাস করিতেন। তাঁহার মাতা রাণী মনোমোহিনী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হরিমোহন হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্রাদি ঐশ্বর্য্যের সহিত ফতেসিংহ সমাজে বাস করিয়াছিলেন। মনোমোহিনীর পরলোকগমনের সহিত হরিমোহন মাদকসেবনে প্রবৃত্ত হইলে অল্পকাল পরেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত করিতেন। হরিমোহন অপুত্রক ছিলেন। লাডলীমোহনের দত্তক পুত্র বসন্তকুমার মাদক সেবনে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইলে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে লইয়া স্বীয় শ্বশুরালয় বাঘডাঙ্গায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পত্নী একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার নাম শিশিরকুমার। বিশ্বনাথের প্রপৌত্র রাধিকাপ্রসাদ এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় নবতি বর্ষ অতিক্রম করিতে চলিল। রাধিকাপ্রসাদের একটী পৌত্র বটকৃষ্ণ কান্দীতে ও অপর পৌত্র তপঃকৃষ্ণ ভাগলপুরে ওকালতী করিতেছেন।

রামরামের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর হটু নামে পরিচিত ছিলেন। এই গঙ্গাধরের বংশধরগণই সম্প্রতি পাঁচথুপীর মল্লিকবাড়ীতে বাস করিতেছেন। গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বল্লভীকান্ত হইতে বড় তরফ, রামকানাই হইতে মধ্যম তরফ, নৃসিংহদেব হইতে ন তরফ এবং গোবিন্দদেব হইতে ছোট তরফ হইয়াছে। এই চারি তরফেই পৃথক্ পৃথক্ দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। বল্লভীকান্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণগোপাল কান্দীর রাজা

শ্রীনারায়ণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ করিয়া জমিদারী সম্পত্তি পাইয়া-ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র শিবকৃষ্ণ। এই শিবকৃষ্ণের সহিতও লালাবাবুর পবিত্র রক্তের সম্পর্ক দেখা যায়। শিবকৃষ্ণের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সরোজকৃষ্ণ (বি,এ) ও কনিষ্ঠ সুশীল-কৃষ্ণ। সরোজকৃষ্ণ প্রাতঃস্মরণীয় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র অনিরুদ্ধ ও রাধাকৃষ্ণ। সুশীলকৃষ্ণ সুবোধ, প্রণব ও নির্ম্মল এই তিন পুত্র রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের কুলদেবতা গোপীনাথজীউ, কান্দীর রাধাবল্লভজীর অনুকরণে তাঁহার ভোগরাগ ও অতিথিসংকার হইয়া থাকে। তারাদাসের কনিষ্ঠ পুত্র অশীতিপর বৃদ্ধ মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমানে বড় তরফের প্রধান ও সর্ব্বদা দেবার্চ্চনায় রত, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রকৃষ্ণ অকালে পরলোকগমন করেন। কনিষ্ঠ রায়সাহেব অমরেন্দ্রকৃষ্ণ গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার। এই বংশের বিশেষত্ব এই—কৃষ্ণগোপালের ধারা পরমবৈষ্ণব এবং মহেন্দ্রনারায়ণের ধারা মহাশাক্ত। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্রের পুত্র শরচ্চন্দ্র কান্দীর রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের কন্তাকে বিবাহ করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও চতুষ্পাঠী পাচথুপীবাসীর মহত্ত উপকার সাধন করিতেছে। ইনি যেমন বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন, তেমনই চরিত্রগুণেও অনেকের আদর্শ ছিলেন। ইঁহার এক পুত্র ও দুই কন্তা। পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক। ইনি এম, এস্-সি ও বি,এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রহিয়াছেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্র ও দিনাজ-পুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় মিলিটারী বিভাগে অনারারি কার্য্য করিতেছেন। এজন্ত তাঁহারা 'লেপ্টনাণ্ট সুবাদার' উপাধি ও পদ পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর ভাগ্যে সামরিক পদ ও সম্মান লাভ এই প্রথম দেখা যাইতেছে। সত্যেন্দ্রচন্দ্র পিতার স্থায় বিনয় এবং সকল প্রকার সদ্গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্ত তিনি যথেষ্ট ত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। নিজ গ্রামে বালক ও বালিকাদিগের জন্ত ২টি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের উইল অনুসারে সত্যেন্দ্র তাঁহার সম্পত্তির চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ন তরফের নৃসিংহদেব কান্দীর রাজকন্তা লক্ষেশ্বরীকে বিবাহ করিয়া প্রভূত সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নৃসিংহদেবের পৌত্র কৃষ্ণকিঙ্কর অপুত্রক থাকা হেতু রাধামোহনকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধামোহন সেওড়াফুলীর রাজা পূর্ণচন্দ্রের কন্তাকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত সন্তান না হওয়ায় রাধামোহনের পত্নী স্বীয় ভ্রাতা কুমার নরেন্দ্রচন্দ্রের একটী পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়া শৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ মল্লিক নাম রাখেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাধামোহনের পত্নীর গর্ভসঞ্চার হয় ও তিনি একটী পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রের নাম শ্রীযুত অসিতমোহন ঘোষ মল্লিক। রাধামোহন দুইটী পুত্রেরই বিবাহ দিয়া স্বর্গা-রোহন করেন। উভয়েরই সন্তান হয়। কিছুকাল পরে শৈলেন্দ্রও দেহত্যাগ করেন। তৎপরে শৈলেন্দ্রমোহনের পত্নীর সহিত অসিতমোহনের সম্পত্তি বিভাগ লইয়া এক কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমা প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। অযথা ব্যয়ে উভয় পক্ষই ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এক্ষণে সম্পত্তির ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে।

ছোট তরফ গোবিন্দদেবের বংশে বিভূতিভূষণ পাটনা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। তিনি চাঁচড়ার রাজা সতীশকণ্ঠ রায়ের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন।

মল্লিক রঘুপতি ঘোষের ধারা

(১) কারিকা ও বংশলতা ২১, ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মল্লিক রঘুপতির ধারা
২২ কিশোর (১৭ পৃষ্ঠার পূর্ব্ব বংশ)
২৩ গোপীনাথ
২৩ জয়নারায়ণ
২৪ কৃষ্ণপ্রসাদ
রামচন্দ্র (ভিখারী)
২৪ প্রাণনাথ
বিশ্বনাথ
অশোক
গঙ্গাধর
২৪ বিকল
নন্দঘোষ*
জগন্নাথ*
২৭ কৃষ্ণসুন্দর
উদয়
হরেকৃষ্ণ
যুগল
পুত্র
২৫ রাধাগোবিন্দ
২৬ ব্রজনাথ
২৫ বৈদ্যনাথ
কাশীনাথ
ভোলানাথ
২৮শ্যামসুন্দর (বালি)
রামলাল
২৭ গদাধর
রাজীব বিনাম রাজকিশোর
২৭ জগৎ
কৃষ্ণসুন্দর
অনাথশরণ
২৬নৃসিংহ
রাধারমণ
২৮ কৃষ্ণদয়াল
জ্ঞানেন্দ্র
যতীন্দ্র
সতীন্দ্র
২৮ বৃন্দাবন
পুলিনবিহারী (দত্তকগত রায় সাহেব দিনাজপুর)
২৭ রামগোপাল
রামসুন্দর
২৯বিশ্বেশ্বর
মণিমোহন
২৮ রামজীবন
২৮রামেশ্বর
রামরতন
কৃষ্ণচন্দ্র
কৃষ্ণজীবন
নীলমাধব
কৃষ্ণমোহন
২৯ কালিদাস
যোগীন্দ্রচন্দ্র
রাখাল
দেবী
কৈলাস
শশী
২৯গৌরলাল বা হীরালাল
কানাইলাল
কুঞ্জলাল (বাল্যমৃত)
৩০পঞ্চানন
হরিশ
নরেন্দ্র
সত্যেন্দ্র
পুত্র
যতীন্দ্র
মণীন্দ্র
ভোলা
ললিত
রমণী
নীরদ
বিজয়
রাধাশ্যাম
পুত্র
পুত্র
মোহিনী
সৌরীন্দ্র
পূর্ণ
সতীশ
হরেকৃষ্ণ
৩০শিবগোপাল
বলগোপাল
লাবণ্য
ননী
যদু
রবীন্দ্র
৩১ অম্বুজাক্ষ
কমলাক্ষ
অরবিন্দাক্ষ

মল্লিক রঘুপতিরধারা
১৬ মল্লিক রঘুপতি তৎপুত্র ১৭৲বানন্দ (১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ববংশ)
১৮রাঘবানন্দ, ১৯সিদ্ধানন্দ
২০রাজারাম
২০রামরাম
২১রামচন্দ্র
রামকৃষ্ণ
রামভদ্র
২১গোপাল
শ্যামসুন্দর
রাধাকৃষ্ণ
বাণেশ্বর
২২বৈষ্ণব
২২গোপীনাথ
বেণীনাথ
মহাদেব
কৃষ্ণকিঙ্কর
অভয়াচরণ
নীলু
দুর্লভ
গৌরী
২৩কাশীনাথ
ভোলানাথ
নীলকান্ত
রামকান্ত
বলরাম
২৩রামানন্দ
আশানন্দ
২৩সদাশিব
শঙ্কর
শম্ভুনাথ
রামলোচন
ভৈরব
জয়গোবিন্দ
দোলগোবিন্দ
২৪ভজগোবিন্দ
গুরুচরণ
লালবিহারী
বিশ্বনাথ
২৪রামগোবিন্দ
কালীপ্রসাদ
বিপিন
ব্রজমোহন
ব্রজরাজ
ব্রজকিশোর
ব্রজসুন্দর
২৫রাজকিশোর
কাশীনাথ
২৫গুরুপ্রসাদ
চণ্ডীচরণ
২৬ গৌরকিশোর
নীলকণ্ঠ
বৈকুণ্ঠ
শিবপ্রসাদ
ঈশ্বরচন্দ্র
সুজন
প্যারীমোহন
নিশ্চিং
যতীন্দ্র
বিজয়কৃষ্ণ
কৃষ্ণচন্দ্র
২৭রাধিকাপ্রসাদ
ত্রৈলোক্যনাথ
গোপীমোহন
২৭ঈশ্বর
লাড়লীমোহনহরি
ললিত
যতীন্দ্র
নীলরতন
প্রসন্ন
গোপেন্দ্র
২৮বসন্ত (দত্তক)
বীরেন্দ্র
অনিল
২৯ শিশির(দত্তক)
বটকৃষ্ণ
কালী
সত্য
সুরথ
সরোজ
তপকৃষ্ণ
উমা
নব

রঘুপতির ধারা ভবানন্দের বংশ

- ২১ রাধাকৃষ্ণ (১৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
  - ইন্দু
  - ক্ষুদিরাম(পদ্মনাভ)
    - শিব
    - কৃষ্ণ
  - ২২গঙ্গাধর (হট্টু)
    - ২৩বল্লভীকান্ত
      - ধর্ম্মদাস
      - ২৪ভুবনেশ্বর
        - তারাদাস
          - দুর্গাদাস
          - সারদাপ্রসাদ
            - হরেন্দ্র
              - ফণীন্দ্র
            - উপেন্দ্র
              - কল্যাণ
            - নরেন্দ্র
            - সৌরেন্দ্র
              - প্রাণকৃষ্ণ
              - ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ
          - মহেন্দ্রনারায়ণ
            - মণীন্দ্র
              - চণ্ডী
            - অমরেন্দ্র
        - রাধাদাস
          - কৃষ্ণগোপাল
            - শিবকৃষ্ণ
              - সরোজকৃষ্ণ
                - অমিয়কৃষ্ণ
                - রাধাকৃষ্ণ
              - সুশীলকৃষ্ণ
                - সুবোধ
                - প্রণব
                - নির্ম্মল
    - রামকানাই
      - ২৪কালিদাস
        - ২৫হরিশ্চন্দ্র
          - ২৬শিবচন্দ্র
            - ২৭শরচ্চন্দ্র
              - ২৮সত্যেন্দ্রচন্দ্র
                - সুধীরেন্দ্রচন্দ্র
        - রামদয়াল
    - নৃসিংহদেব
      - বদন
        - কৃষ্ণকিঙ্কর
          - রাধামোহন
            - শৈলেন্দ্র (দত্তক)
              - নীরদ
              - ক্ষীরোদ
            - অসিত
              - অনিল
              - সুনাল
    - গোবিন্দদেব
      - গুরুদয়াল
        - গোপীমোহন
        - মদনমোহন
          - ইন্দ্রনারায়ণ
        - চন্দ্রমোহন
          - মধুসূদন
            - রমাভূষণ
            - বিভূতিভূষণ
      - কৃষ্ণদয়াল
        - বংশীবদন
      - হরিদয়াল
        - ললিতমোহন

রঘুপতি মল্লিকের পৌত্র বংশীবদন-বংশ।

ঘনশ্যাম বংশীবদনের বংশ ও অংশ সম্বন্ধে এইরূপ কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন—

"বংশীকুলে চতুর্ভুজ গোপীকান্ত দুই। চতুর্ভুজে চণ্ডীদাস দেশ বিদেশে থুই॥
গোপীকুলে গৌরীকান্ত পাটুলিতে বাস। হড়্‌ঘর যদু বড়ারেতে চণ্ডীদাস॥
অমোঘ যাদব তারা পরে দিগন্তরে। পরে সন্তোষ বাসে কেহ ভাত্যা ঘরে॥
অমোঘ যাদব ধারা দেশে বাস নাই। ভাতিয়া পঞ্জরা পরে সন্তোষ জানাই॥
প্রয়াগে রঘু দনাই ভবাই সিদ্ধানন্দ। সিদ্ধানন্দ উঠা পড়া দেখি ভার বন্দ॥
নামে নামে অগ্রগণ্য বুড়ার বেটা...। ....তন সরসি মূল॥
মণি মল্লিক কারফরমা হাজরা লিখি দেশে। হরিহর ভাতিয়া ঘর পুরাই লিখি শেষে॥
......................................চাই। সারা রাধা সাধা বোলে মাঝে ভাঙ্গা গাঞি॥

চতুর্ভুজ দৌ যদুনাথ চণ্ডী। যদু হড়ঘর কুলারি গণ্ডী॥
চণ্ডী পরে লস্কর দত্তমণ্ডি। সুতাদ্ গ্রামাদ্ ভূঙ্গ বরারি খণ্ডি॥"

শুকদেব বংশীবদন কুল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন—

"ভাজায় দগ্ধ যদু চণ্ডী ক্ষীণ হীন দেশে। বংশীকুলের অংশে গৌরী গ্রহণ উদয় কেশে॥
বংশীকুলে গৌরীকান্ত ভাবে লিখি পীন। তায় নারায়ণ কৃষ্ণ বিনোদ ঘোষ ধারা ডাকে তিন॥
নারায়ণ গ্রহণ রূপাই পঞ্জরে মসড়া। দানে শ্রীধর গোবিন্দ কুল চারিভিতে জড়া॥
মিত্রদাসে যুগল শেষে তার আসন দড়া। ভুবন কানু যুগল সুত ভুবন দিলা ছাড়া॥
ভুবন মাঝে যুগল গ্রহণ আপন শেষে গাজিপুর। দানে দত্তবাটী বংশীসুতে ভাইয়া জীবনপুর॥
গোপীসুতা সুত আগে পথেই ভাঙ্গা হাঁড়ি। দৈবপাকে রাখি তাকে তারাপতির বাড়ী॥
নারায়ণকুলে কানুঘোষ ভাব সরসে দেখি। গ্রহণ বিশ্বাসকুল যাতে ডাক লিখি॥
বিত্তরণ করণ কুল দেখি যে বিখ্যাত। বহু বালিয়া জড়া হরিশাড়া উজ্জ্বল সাক্ষাৎ॥
খর্জ্জুরকণ্টকী দানে দোষ নাই হয়। বংশকুলে খাজুরকাঁটী সভার হৃদয়॥
কানুকুলে ধারা তিন ক্রমে লিখি যে নাম। গোপাল সন্তোষ ঘোষ পরে রামরাম॥
গোপাল গ্রহণ ভঙ্গ দেখি ভাল পাক। আগে দত্তিদারে ভরত পরে চুণাখালি ডাক॥
উভয় পক্ষ ধারা বলি কুল করণে থুই। জীবধরে চাষু ঘরে রসিকসুতে থুই॥
শেষে লবে কল্যাণ গোকুল সুতে জয়চান্দ রাধা। রাজা অধিকারী তুঙ্গ গোপাল কুল সাধা॥
সন্তোষ কুলাইর কুলে গ্রহণ সৈদপুর। সুতে উদয় হরিশ আড়া খড়া তোলপুর॥
সুত কৃষ্ণ চন্দ্রোদয় বাস চন্দ্রপাড়া। এথা সভাইর ভিক্ষা কুলে রাঘব হরিশ-আড়া॥
রাম রামকৃষ্ণ নাম বনহাটে পাই। নারাণ কুলে কক্ষ ধরে তুল্য তিন ভাই॥
কৃষ্ণবল্লভ গ্রহণ বঙ্গ খরা মণিরামে। দানে দক্ষিণখণ্ড হেট মুণ্ড সাটতে বিশ্রামে॥

খণ্ডদানে তুণ্ডে লাজ সিংহ যুগল ধরে। গোবিন্দে রাজীব কুল দোয়ানি ঘরা পরে ॥
কৃষ্ণাত্মজ বাসুঘোষে গ্রহণ যুগল। কণ্টকেতে বিদ্ধতনু পশ্চাৎ মুকুল ॥
খর্জ্জুরী আকাশ পরে পাচড়ায় ধারা। দানে গোবিন্দকুলে বাসুসুত ক্ষেম্যকুল তারা ॥
বাসুধারা যুগল যাদু রামনাথ পরে। অশ্বঘাটে যাদুর বিভা লিখি জীবধরে ॥
দানে জড়া মথুর বাল্যা বাস চান্দপাড়া। জয়হরি জীবনে ভিন্ন সুত সত্ত খড়া ॥
শ্যামকিশোর শ্রীমুখেতে ক্ষেম্যকুলে জড়া। সাতি দুষ্ট পালটী রমণ জামুয়া কেবল সাড়া ॥
গাজিপুরে অতিদূরে পরাণ হারায়। স্বগণে শোকার্ত্ত কুল বলে হায় হায় ॥
খর্জ্জুরীতে রামনাথ লিখিবে স্বধর্ম্ম। পরে নষ্ট চাঁদে কলঙ্কিত কৃষ্ণকুলের মর্ম্ম ॥
বিনোদ ঘোষে নাই দোষ গ্রহণ ত্যাজ্য দাসে। চান্দর কুলে গঙ্গধারা সইদপুর বাসে ॥
দানে জড়া চাঁদপাড়া সবারি করণ কুল। সুতে গ্রহণ চণ্ডীদাসে ড'কে জোলকুল ॥
রঘু দস্তিদারে জেন্দরি পরে লেভে বিকল সুত। খর্জ্জুরীতে বিরূপদান সুতে ত্যাজ্য যুথ ॥
মদন মাণিক রামচন্দ্র ধারায় ধরা পুণ্য। মদনে গ্রহণ তিন আগের যুগল শূন্য ॥
দস্তিদারে ভরত ছুঁই ক্ষীণ দান পরশি। গদাধরে মহাতেজা মৌলিক সদৃশি ॥
বিতরণে ডাক সরসি যুগল প্রভাকর। সুধ্বনি ধনিরামে শুনি সীতারাম পর ॥
ভাগীরথী কুল দিয়া সিংহরাম নাম। ক্রমাগত দান চারি সুচারু সুঠাম ॥
রামগোবিন্দ রামানন্দ ধারা যুগল পরে। গোবিন্দ খাজুর বিশু গুণ অভাবে তরে ॥
সোনাইর বাসু হলধরে পঙ্কশেষে দাসে। এই গোবিন্দ গ্রহণ যুগ্ম লঘু গুরু আসে ॥
রামানন্দ রূপে শোভা মদনের ঘর। মাণিক জড়া জয়হরিতে দীপ্ত শশধর ॥
দানে গুণে বদ্ধ ঘরা মনি মাণিকে আভা। সুত কোমল কুলপদ্ম জীবের মুকুট শোভা ॥
দাসে কারফরমায় দুর্গারাম চন্দ্রের গ্রহণ। দানে বাল্যা ডাকে ছেল্যা গোকুল গমন ॥
সুত বৈদ্য ভোলা কাশী শম্ভু শিব পঙ্ক ঘোষে। পঙ্কঘোষের পঙ্কনামের অন্তে নাথ ভাষে ॥
বৈদ্যনাথ বলে দেবীসিংহ সুতা আনে। সবে কয় ভোলা জয় বৈষ্ণব নন্দনে ॥
বংশী গৌরী ধারা তিন প্রচার লিখিল। বিনোদ কাম্ব তেজে ভাসু করণ বিচারিল ॥
বাসু অম্ব শচী ভঙ্গ ধারা গাজীপুরে। কুল বংশী ধ্বংসী ভুবনদেবে গাজন ভাইয়া সুরে ॥"

বংশীবদন-কুলে গোপীকান্তসুত গৌরীকান্ত পাটুলীর দত্তবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তথাপি কুলাচার্য্যগণ তাঁহাকে "ভাবে লিখি পীন" বলিয়াছেন। তাঁহার বংশধরেরা মণি ও মল্লিকের সমান ভাবে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। এই বংশের প্রধান বাস গোপখাজি গ্রামে হইলেও কোন কোন বংশ পাঁচথুপীতে রহিয়া যান। বর্ত্তমানে এই বংশীয়গণ কেহ কেহ বিবাহ করিয়া এবং কেহ কেহ কর্ম্ম উপলক্ষে নানা স্থানে বাস করিতেছেন।

মল্লিক রঘুপতির ধারা বংশীবদনের বংশ

লোকনাথ কারফরমা-বংশ।

ঘনশ্যাম মিত্র প্রয়াগমল্লিক-সুত লোকনাথ কারফরমার এইরূপ বংশকারিকা লিখিয়াছেন—

‘কারফরমা বড় ঘর ভূপতিনন্দন। বেণীনাথ সুবিখ্যাত ডাক বিলক্ষণ ॥
লোকনাথে শ্রীপতিঘোষ সুত দিবাকর। দিবাকরে দ্বিপুত্র পরে কুল-শশধর ॥
জীবে মথুরা জ্যেষ্ঠ পরে আদানে মার্জ্জিত। গৌরীসুত রঘুনাথ সুতাতে পূজিত ॥
অনুজ রাধা আদান বান সিংহে পাই। পক্ষশেষে গোকর্ণ দাসেতে মিশাই ॥
মথুর সুত চণ্ডী যদি মহীপতিপুর গত। সে কলগা ত্যাজে মিত্রপুরে শেষেতে প্রস্তুত ॥
আদানে সুরুড়া দত্তে গাড়া বিশ দত্তবাটী। পক্ষে শ্রীরাম সে বিশে কুল থাটি ॥
আদান দত্তে প্রদান মিত্রে তেজেই যে দুই ধারা। একা রঘুনারাণে বাঁচেন মথুরা ॥
চণ্ডীপতি প্রচণ্ডাতি সুতে গোকুল জড়া। পক্ষশেষে রতন দাসে নিজে পাইকপাড়া ॥
দান বৈষ্ণব সিংহে দাস কলগ্রাম বিটি। চণ্ডীসুত রামচন্দ্রে আদান মিত্র দুটি ॥
আদান দ্বিধারা তুঙ্গ প্রদান গোসুতা। মহেন্দ্র মিত্রের সুতে সমর্পিলা সুতা ॥
রামচন্দ্রে দেবীচরণ তারে পূজে ভেয়া। আত্তি যোগে মোহন সিংহতে দান দেয়া ॥
প্রদান গোবিন্দে লালু বংশে অনুপাম। রামচন্দ্র সুতা তায় বাস কলগ্রাম ॥
তিন পুরুষে সমান ভেসে করণ পরিপাটী। কারফরমা বড় ঘর তুল্য নাই দুটি ॥
দিবাকরসুত রাধাবল্লভে বিরাজে। দুই পক্ষে দুই সুত কুলে ভাল সাজে ॥
সিংহ পক্ষে শ্রীরামজীবন গোবিন্দাই। দশরথ বংশেতে বংশী আমুইপাড়া পাই ॥
মিত্রপক্ষে কৃষ্ণজীবন তাথে পক্ষ তিন। সুরুড়া থাজুড়ি পরে মিত্রতে প্রবীণ ॥
দাসে গোপীরমণ থাজুরি কানুরাম। শেষে পদ্মাপতি মিত্রে করিলা বিশ্রাম ॥
প্রদান বালিয়া কৃষ্ণ সুত সদানন্দ। না দেখি করণে তাজা লাগে বড় ধন্দ ॥
রামজীবনে উদিত তিন ধারা মূর্ত্তিমন্ত। বেদে বেদ বিধানে করণে দীপ্তিমন্ত ॥
জ্যেষ্ঠ লিখি গন্ধর্ব্ব অনুজ গিরিধর। হরেকৃষ্ণ অনুজ লিখি শ্রীচন্দ্রশেখর ॥
গন্ধর্ব্ব বিশ্বাস চণ্ডীচরণ-নন্দিনী। গিরিধরে কৃষ্ণসুতা গোবিন্দে সে গনি ॥
প্রদান জীবে বিষ্ণুদাস সুতে পরশুরাম। মধ্যমনে ছকড়ি সিং[illegible] মাথে গুণধাম ॥
জীবে মাধে গোবিন্দে জড়িত রামজী। আদান প্রদানে তুঙ্গ ভাবে কমি কি ॥
গিরিধরে যুগল ধারা শ্রীরামজীবন। অনুজ শুকদেব [illegible] শুন বিচক্ষণ ॥
সুতা জীবে গোবিন্দরামসিংহ দিনাজপুরে। রামশরণে নারাণি সুতা প্রদীপ্ত শ্রীধরে ॥
শেষ পক্ষে তারাপতি কুশলনন্দিনী। রামশরণে যুগলধারা বিখ্যাত অবনী ॥
সুত বিজয়রাম ঘোষে দীপ্ত তারাপতি। অনন্ত-নন্দন কানুসিংহ শুদ্ধগতি ॥
অনুজ জগমোহনে সতুঙ্গ জীবে জড়া। গৌরাঙ্গনন্দিনী তার জীবে ধরে চূড়া ॥

সুতা মাধে উদয় সুতে দীপচন্দ্রে দেখি। প্রভাকরে হরিসুত মোহনে মিত্র দেখি॥
আদান প্রদানে তুঙ্গ মানে তুঙ্গ ঘরে। ভণে কুল কুলানন্দ শুন কলবরে॥
গিরিসুত শুকদেব রামেশ্বর সুতা। উভয় কুল শুদ্ধভাব দেখি কক্ষ পূতা॥
হরেকৃষ্ণ হরিদাসে মুকুন্দনন্দিনী। চন্দ্রশেখরে নন্দন যদু তারাপতি তনি॥
প্রদান ভরত সুত পটি গোবিন্দ নন্দনে। রামজীবনে তুঙ্গ ধারা প্রদীপ্ত করণে॥"

উক্ত কারিকা অনুসারে নিম্নে বংশলতা দেওয়া হইল—

হরিহর কারফরমার ধারা রাধাকৃষ্ণ-বংশ।
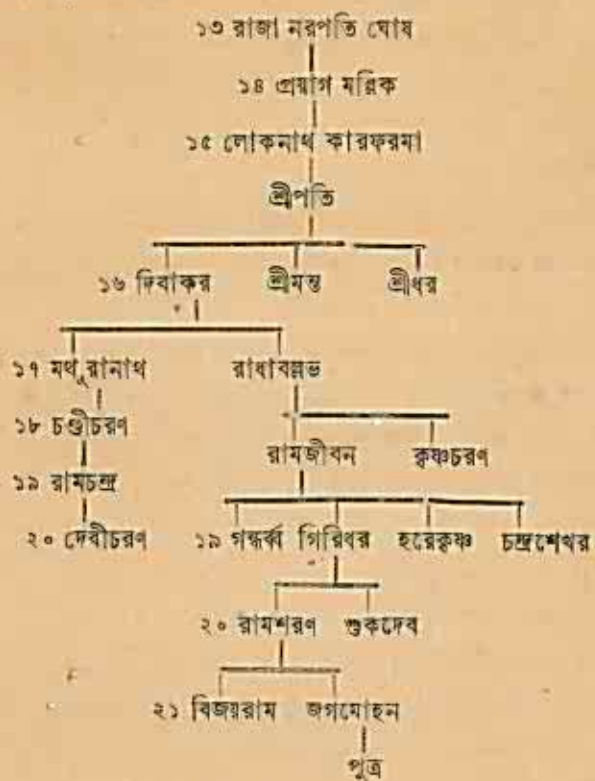
ঘনশ্যাম মিত্র রাধাকৃষ্ণের বংশ ও অংশ সম্বন্ধে এইরূপ কারিকা লিখিয়াছেন—
"কারফরমা কুলে রাধা, তাজা তাজা কুলে সাধা। রাধা সাধারণে নাই, জড়া তুঙ্গ খড়া গাঞি রসড়াতে শেখপাড়া আর পাচণ্ পীতে বাটী। জয়বানেতে নেউগী গোষ্ঠী দানে দিলেন মাটী মণি মল্লিক কারফরমা হাজরা লিখি দেশে। হরিহর ভাতিয়া যদুর পুরাই আক্নার শেষে পরগণে লক্ষ্মণপুর সরকার মুঙ্গের দেশে। মৌজে আক্নার শেষ যদু জয় ঘোষে।"

পর পৃষ্ঠায় রাধাকৃষ্ণের বংশলতা দেওয়া হইল—
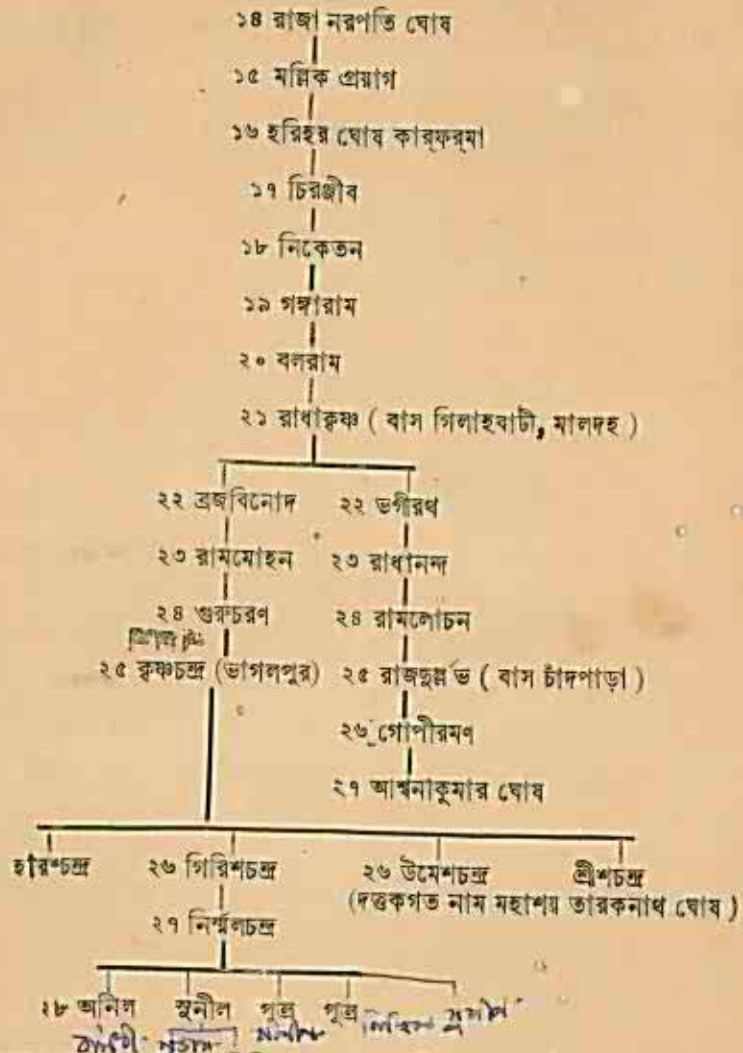
২৫ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের মধ্যম পুত্র গিরিশচন্দ্র সেওড়াফুলীর রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্রের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। নির্ম্মলচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পদে বহু দিন হইতে কার্য্য করিতেছেন এবং অনেক সাধারণ হিতকর কার্য্য করিয়া থাকেন। গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা পাইকপাড়ার স্বর্গীয় রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের মাতা। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের তৃতীয় পুত্র উমেশচন্দ্রকে ভাগলপুরের স্বর্গীয় মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষের পত্নী রাণী কৃষ্ণসুন্দরী দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই সুবিখ্যাত দানশীল জমিদার মহাশয় তারকনাথ ঘোষ। (পরে ভাগলপুরের মহাশয়জীর বংশ বিবরণ দ্রষ্টব্য)

পাঁচথুপীর বেণীনাথ হাজরা-বংশ।

সদানন্দ ঘটকের কুলকারিকায় বেণী হাজরার বংশ ও অংশ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"বেণীনাথ-তনয় সপ্ত ধারাবন্ত তিন। ভারতী বৈকুণ্ঠ পরে কমল প্রবীণ॥
কমলে উদিত তিন জ্যেষ্ঠ সে শ্রীচন্দ্র। শ্রীবেশ শ্রীমধু মিত্রপুরাতে আনন্দ॥
মধুতে উদয় বিধু বেদতুঙ্গ ঘোষ। লিখি ধনঞ্জয় রঘু ভূপতি সন্তোষ॥
জ্যেষ্ঠ ধনঞ্জয় জয়নারায়ণ তায়। সুত রামকান্ত লিখি রামরায়॥
নিজেত শ্রীধর বাল্যা সুন্দরে সুন্দর। সুতা ডাঙ্গাল মাধে সুতা লক্ষ্মণ তাপর॥
লক্ষ্মণে রামদাস চন্দ্রপাড়া। পরে মনসুকসুতা দাসে রসে জড়া॥
সুতা বেদ জীবে মাধে শ্রীধরনন্দনে। অপরা অপরাজিত মিত্রসুতে কেনে॥
দেখি জীবনন্দনে নন্দিনী সুবিখ্যাত। জীবে তুঙ্গ ধীরসিংহ পরে ভোলানাথ॥
সর্ব্বানুজা মাধ গোবিন্দে কৃপানাথ ভবানী। শেষে সুত সেবি চণ্ডী গোবিন্দে সে গুণী॥
কিন্তু এবে ডাকে পাকে পাই লক্ষ্মণ নন্দন। বিখ্যাত অপরাজিত শুন সর্ব্বজন॥
ধনঞ্জয়ানুজ রঘুরাম সুবিদিত।• গোদা হরিদাসসুতা নারদে সেবিত॥
……পুত্র জ্যেষ্ঠতে কন্দর্পে ধারা সান্ত। বিশ্বনাথ অনুজ মাণিক গৌরীকান্ত॥
বিশ্বনাথে জীবে মান মুকুটে সুন্দর। তার চান্দ ত্রিবিক্রম শুন কুলবর॥
চান্দে রামচন্দ্রসিংহসুতা তুঙ্গ মাধে। গয়তা গমন তার কক্ষ অবিরোধে॥
মিত্র পক্ষে দেখি যে দুর্ল্লভনারায়ণ। প্রভাকরে মোহন-নন্দিনী সমর্পণ॥
দুর্ল্লভনন্দন শচী মাধসিংহ জড়া। নিমুসিংহ-সুতা তুঙ্গ সমকক্ষ চূড়া॥
চণ্ডী রামদাসে সুতা মহাদেব। কুঞ্জমিত্র সুতা কারাকুলে তোলে জেব॥
মহাদেবে যুগল ধারা প্রভাকরে পাই। জ্যেষ্ঠ ক্ষীরধরসুতা পাটুলী মিশাই॥
সম্মুতে গোবিন্দে টীমুসিংহসুতা দেখি। শিবুতে রামনাথ-সুতা ভাত্যা গত লিখি॥
দ্বিপক্ষে চান্দপাড়া গিরিদাসের নন্দিনী। অনুজে মাড়কোলা রঘুনাথদাস গণি॥
বিক্রমে কল্যাণসুতা সুত লিখি এরে। জীবে জড়া কালীচরণ জয়গোবিন্দেরে॥
সন্তোষ শিবরামসুতা দেখি মিত্রপুরা। ………কল্যাণে……যদুনন্দন হাজরা॥
গোপাল গোবিন্দে দেখি কল্যাণে গয়তা। সুত মথুরেশ চতুর্ভুজ কক্ষযুতা॥
মম্থু সে ইদিলপুরে হরেকৃষ্ণসুতা। বিদেশ গমন কিন্তু জীবে কক্ষরতা॥
গোপালনন্দন লিখি বিখ্যাত গোকুল। গোপালনন্দিনী তায় গোবিন্দে সতুল॥
সুতা মাধে বৈষ্ণবে বালিয়া জিতুরাম। রামচন্দ্ররায়সুতা খাজুড়ি বিশ্রাম॥
গোকুলে উদিত দেখি পার্ব্বতীচরণ। সুতা দিলা বঙ্গপতি দর্পনারায়ণ॥
সুতা সে তুলসীরামে সতুঙ্গ শ্রীধরে। মাধে দীপচন্দ্রসুতা রামশঙ্করে॥
কল্যাণ নন্দন মথুরেশ অগ্রগণি। নিজে ত শ্রীধরে রাধা বিখ্যাতি অবনী॥

জ্যেষ্ঠ লিখি নরেন্দ্র অনুজ জনার্দ্দন। সর্ব্বানুজ সতু কৈলা যশোর গমন ॥
নরেন্দ্র দোহাল্যা বিশ্বনাথসুতা লিখি। গোবিন্দে রামনারায়ণে জনার্দ্দন দেখি ॥
মনোহর যশোরেতে জাগ্রত ভূপতি। মথুরেশ সুতে সুতা সতু উর্দ্ধগতি ॥
জয়নারায়ণ সুতে সুতা দিলা কেনে। বুঝি ধনবান্ হইলে নাহি আটে ধনে ॥
কল্যাণে তৃতীয় ধারা চতুর্ভুজ রায়। যশোরে কন্দর্পসুতা দীপ্তিমন্ত তায় ॥
সমুত মুরলীতে দীপচন্দ্রসুতা দিলা। গোবিন্দ নির্ম্মল কুল দ্বিপক্ষেতে বালা ॥
অনুজ রাধাকান্তে শ্যামসুন্দর মনসুক। পরে রামগোবিন্দ-তনয়া নাশে দুখ ॥
সর্ব্বানুজা শ্রীরামশরণে সমর্পন। মনোহরসিংহসুত মাধে মূর্ত্তিমান্ ॥
অনুজ আমইপাড়া সিংহ রামেশ্বরে। ত্রিধারা কল্যাণে দীপ্ত গুন কুলবরে ॥
সন্তোষ চতুর্থ ধারা শ্রীযদুনন্দন। শ্রীশ্যামসুন্দরসুতা গোবিন্দে মিলন ॥
তায় প্রকাশিত তিন পুত্র সুতা তিন। শ্রীধর গোবিন্দ জীবে কক্ষায় প্রবীণ ॥
শ্রীধরে মাধব জীবে পার্ব্বতীচরণ। দোহাল্যা গোবিন্দসিংহে দেখিয়া মদন ॥
যদুনন্দন নন্দন গোপীরমণ হাজরা। রঘুনন্দন-নন্দিনী তায় গোবিন্দেতে ধারা
অনুজ আনন্দী জীবে হরিবংশদুতা। বংশীতে ধবংসিদে লালু এ দারুণ কথা ॥
জ্যেষ্ঠ গোপীরমণে দেখি যে জগন্নাথ। সে জ্যেষ্ঠ ধরিলা গদা ধরণী বিখ্যাত ॥
জগমোহনে তনয়া জগন্নাথে সম্প্রদান। অনুজা শঙ্করে জীবে মাধে মূর্ত্তিমান্ ॥
প্রভাকরে গুলাপচন্দ্র মাধে সত্যজীব। আদান প্রদানে ডাকে ভণে সদাশিব ॥
জগন্নাথে সুতা জীবে দেখি সদানন্দ। মাধে তিতুসিংহ সুতে কক্ষ অনুবন্ধ ॥
আনন্দীনন্দন দীপ্তিমন্ত লিখি। জ্যেষ্ঠ জগমোহন দ্বিপক্ষ তায় দেখি ॥
প্রভাকরে প্রসাদ মাধে শ্রীকৃষ্ণচরণ। মাধে বড়ার পরীক্ষিতে শ্রীব্রজমোহন ॥
নারাণী সিংহসুতা পরে মাধে কক্ষ গাড়া। আর্ত্তিযোগে সম্প্রদান খ্যাত হরিশাড়া ॥
অনুজ হরগোবিন্দেতে রমণসিংহসুতা। প্রভাকরে রামকৃষ্ণসিংহেতে দুহিতা ॥
আদান প্রদান তুঙ্গ জীবে মাধে পাই। লালচন্দ্রে বৈদ্যনাথ গোবিন্দে মিশাই ॥
আগে তেজসিংহ পরে রমণনন্দিনী। বিশ্বনাথে মাধে সাধে উভয় পক্ষ গনি ॥
উদয় নন্দন ছকুসিংহের দুহিতা। দুই পক্ষে দুই কন্যা করণে বিখ্যাতা ॥
বেণীতে ভারতীবর বৈকুণ্ঠ কমল। ভণে দ্বিজ সদানন্দ ত্রিধারা নির্ম্মল ॥”

কুলানন্দ ঘটক বেণী হাজরার পুত্র বৈকুণ্ঠের বংশ ও অংশ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

“করণে মার্জ্জিত ডাক পাকে তুঙ্গ দেখি। বেণীনাথ-সুত তিন কক্ষে তুঙ্গ লেখি ॥
বেণীসুত হাজরা বৈকুণ্ঠ অভিমান। বামুনি সুকুড়া জড়া বিশেষ সম্মান ॥
সুত ধনেশ্বর ঘোষ অনুজ ভবানী। ধনেশ্বরে উভয় পক্ষে মুরলী শিবু তনি ॥
সুতা নতিডাঙ্গা জীবে পক্ষশেষে তিন। জয়হরি মথুরা নরু কক্ষায় প্রবীন ॥
জয়হরি হাজরা যাত্রা করিলা গোমুতা। মহেশ মিত্র সহায় করিল ক্ষণে পূজিতা ॥

প্রদান তারাপতিসিংহে শ্রীমধুসূদন। ভাবে কমল আদান দানে কক্ষায় লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণনন্দন যাদু অনুজ মুরারি। আদান পক্ষ প্রদান ক্ষীণ শেষে উঠে সারি ॥
ধনাঢ্যি মুরলী তায় তনয় মথুরা। গ্রহণ কুস্থুড়া দাসে অগ্রে দেখি ত্বরা ॥
পরে মাধে শ্রীমুখ সন্তানে দেবিদাস। সুত রাজারাম পরে নৃসিংহ প্রকাশ ॥
সিংহ পক্ষে বেদ পুত্র জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদেব। চণ্ডীচরণ পরশুরাম বলাই কুলে জেব ॥
মুরলীতে মথুরা সুত জ্যেষ্ঠ রাজারাম। বড়ারে কাশ্যপ চণ্ডীচরণে বিশ্রাম ॥
পক্ষশেষ আগুগ্রামে শাণ্ডিল্য তুলসী। আদান রামঘোষসুতা জপে মন্ত্র বসি ॥
উভয় পক্ষে পুত্র হয় সুতা পক্ষ লেখি। শ্রীমধুসূদন দাসে সুরুড়ায় দেখি ॥
অপরা মথুরানাথে দর্পনারায়ণ। পরে প্রভাকরে রূপ হরিদাস নন্দন ॥
জ্যেষ্ঠ গদাধরেতে দেখিয়া রক্ষাকর। কলগ্রামে কেশব সুত চণ্ডী তার পর ॥
রাজারাম সে নিজে খাটো আদান প্রদান তাজা। যাথে মথুরা প্রভাকরদাসে দেখি ধ্বজা ॥
মথুরানাথে নরসিংহ গ্রহণ মিত্রপুরা। সুত রামনাথ দর্পনারায়ণ হাজরা ॥
প্রদান পলসা দাসে দেখি পঞ্চানন। রামনাথে কিঙ্করসুতা গোবিন্দে গ্রহণ ॥
রামনাথে রসিকঘোষ অনুজ নিতাই। রসিক মজিলা সুরে কৃষ্ণচরণ ধ্যাই ॥
মথুরায় নরসিংহসুত দর্পনারায়ণ। সে ভৃগু ভরদ্বাজ ভয়ে রাধিকাশরণ ॥
রাধাবল্লভ সে শিলাকোটে করে টানাটানি। সুত কুঞ্জবিহারী যাজান বংশী আনি ॥
আদান বংশী কলগ্রাম প্রদান জীবধরে। যাদু সুত বীরু কানু বল্লাল তা পরে ॥
মথুরা নন্দন কৃষ্ণদেবে মিত্র খি। যে সুন্দররাম মিত্রসুতা খাজুড়ি ॥
সুত রামচরণ অনুজ বৃন্দাবন। অযোধ্যায় রাম রঘুনাথ বিচক্ষণ ॥
শ্রীযুক্ত বল্লভ পরে যুগল কিশোর। প্রদান বল্লালে দাসে শুন কুলবর ॥
বল্লালে সুন্দর কেশব দাসে বামুনি গ্রাম। রঘুনাথে সম্প্রদান দেখি অনুপাম ॥
রামচরণে ত্রৈলোক্যনাথ আদান বালিয়া। ভগবতী-তনয়া দীপ্ত শুন মন দিয়া ॥
দ্বিপক্ষে জোলকুল মাধে গণেশনন্দিনী। যদুনন্দন দাসে শেষে সুরুড়া সে তনি ॥
রামচরণে গোবিন্দ সুত তায় বামুনি গ্রাম। মাধবে হরিশাড়া পক্ষ শেষে ধনীরাম ॥
প্রদান জীবে বাণেশ্বরে হরিবংশ সুতে। আদান প্রদান তাজা কিন্তু ক্ষেমা যূথে ॥
কৃষ্ণদেবে অযোধ্যারাম আদান তারাপতি। শ্রীমধুসূদন সুতা দেখি যে সম্প্রতি ॥
পক্ষশেষে ধনীরাম জ্যেষ্ঠ গদাধরে। দুই পক্ষে বেদ পুত্র শুন কুলবরে ॥
পক্ষশেষে সাহেবরাম কৃষ্ণ দুই ভাই। পরম আনন্দে ভৃগু পক্ষশেষে পাই ॥
সুতা প্রভাকরে শ্যাম সন্তানে ভুবন। তস্য সুত কৃষ্ণদেবে সুতা সমর্পণ ॥
মাধবে কুশল সুত হরিশে নন্দিনী। সাহেব মাধে দস্তিদারে কৃষ্ণসিংহে গণি ॥
পক্ষ শেষে কৃষ্ণদেবসিংহের দুহিতা। উভয় মাধে সাধে করণে মার্জ্জিতা ॥
সুত রঘুদেব নন্দকুমার। অনুজ নিশম্ভু ঘোষ শুন কুলবর ॥

সুতা মাধে রাধাকৃষ্ণ উপাদান। মোহননন্দিনী তায় হীরারাম সন্তান ॥
রামকৃষ্ণ সুতত্রয় জ্যেষ্ঠ গোপীকান্ত। জানকী গোপাল তিন বুঝিবে সিদ্ধান্ত ॥
গোপীকান্তে গোপালনন্দিনী দেখি নিবে। জানকী মাধে জগন্নাথসিংহসুতা এবে ॥
মথুরা মুকুন্দ বংশে খণ্ড সিংহ সুতা। আদান প্রদানে তুঙ্গ করণে মার্জ্জিতা ॥
কৃষ্ণদেব সুত এক শ্রীবল্লভ পাই। দুর্গাচরণ সুতা বেলুন মিশাই ॥
তনয় বিজয়ঘোষ বিদিত করণে। আদান মুকুন্দরায়-সুতা শুভক্ষণে ॥
প্রদান প্রসাদ সিংহ সুত সুন্দররামে। সতুঙ্গ বল্লালে ধারা ডাকে কুলক্রমে ॥
কৃষ্ণদেব সুত যুগলকিশোর বালিয়া। দুর্গাদাস সিংহসুতা সতুরায় পায়্যা ॥
পক্ষ শেষে রাধাকৃষ্ণ দাসে খাজুড়ি। তনয় জয়রাম তায় ভাবে কমি কি ॥
আদান লেবে বিকলসিংহ সুতা দীপ্তিমন্ত। প্রদান কৃষ্ণদেবে মাধে সুতা জীবে শান্ত ॥
মথুরানন্দন চণ্ডী পড়্যারপুর জড়া। বিনোদকৃষ্ণ দাসে রসে গত পাইকপাড়া ॥
সুত হরিশঙ্কর অনুজ মুনিরাম। হরিশঙ্কর বহড়ান চিরঞ্জীবধাম ॥
হরিশঙ্কর জড়িত মাধে দর্পনারায়ণ। পরে তায় গোবিন্দেতে দেবকীনন্দন ॥
অনন্ততে জিগল সিংহে পুজিল লম্বোদর। নিশ্চিন্তে বসিলা হরি পাঞ্জা করিল পর ॥
তনয় প্রসাদে রামপ্রসাদনন্দিনী। নিবাস প্রসাদপুরে শ্বাস মাত্র গণি ॥
মোহন মুরলীসিংহ জ্যেষ্ঠ গদাধরে। কুড়ুম্বা ভবন মিত্রে দান দীপ্ত করে ॥
চণ্ডীচরণ সুত মুনি দ্বিপক্ষে ভাটরা। আনন্দী নন্দন তায় বাস জয়পুরা ॥
সুত নবু রাধাকান্ত শান্ত দুটী ভাই। নবুঘোষে রাধাকান্ত কলপুরে পাই ॥
রাধাকান্তে জ্যেষ্ঠ গদা গত গাজিপুরে। রামগোপালনন্দিনী তায় ভাবে কিছু দূরে ॥
প্রদান জ্যেষ্ঠ গদাধরে শঙ্কর নন্দনে। শোভাচন্দ্র সিংহে দান বিদিত করণে ॥
তিন পুরুষে গ্রহণ বশে···প্রসাদ পুত্র সুরুড়া নির্দ্দোষ ॥
পক্ষশেষে অনায়াসে মিত্রের নন্দিনী। প্রাণবল্লভ মিত্র সুতা গোকর্ণ সে তনি ॥
পরশুরাম সুত ব্রজকিশোর বালিয়া। চামুসিংহ সুতা মাধে গোবিন্দ পাইয়া ॥
সসুত গৌরাঙ্গসুতা মিত্রে কুড়ুম ধাম। বেণীনাথে পাইকপাড়া পড়্যারপুর ধাম ॥
পরে জ্যেষ্ঠ গদা শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন সুত। ভাইয়া মোহনে প্রদান করি বর্দ্ধিলেক যুথ ॥
মথুরানন্দন বলরাম দেখি দাসে। বহড়ানে গোবিন্দরাম সুত অনায়াসে ॥
বলরামে জগন্নাথ তাপর দয়াল। প্রদান বিকলসিংহে গোবিন্দেতে ভাল ॥
জগন্নাথে·········নন্দিনী শ্রীধরে। সুত মুলুকচন্দ্র ঘোষ আদান পীতাম্বরে ॥
প্রদান শ্রীধরে ধারা নন্দনে নন্দিনী। নিবাস সুরুড়া পরে গোবিন্দেতে গণি ॥
দুর্গাদাস সুত দেবিদাসে সম্প্রদান। সতুঙ্গী বাৎস্যসে প্রভাকরে মূর্ত্তিমান ॥
সর্ব্বানুজ কৃষ্ণচন্দ্রে চিন্তামনি সুতা। দেব সরসি প্রভাকর করণে মর্জ্জিতা ॥
বলরামে দয়াল গোবিন্দ পক্ষ দুই। অকিঞ্চন কৃষ্ণজীবনসিংহ-পুত্রী পাই ॥

সুত রামকৃষ্ণতে বল্লাল রূপপুরে। মুরলীনন্দিনী মাঠ শুন কুলবরে॥
মুরলীনন্দন নরোত্তম সুত বাণ। কৃষ্ণহরি রাম সভাচন্দ্র মুর্ত্তিমান॥
অনুজ রঘুনন্দন নিবেদি শুন ভাই। এ পাঁচ ভাতিয়া মধ্যে হেথা কোথা পাই॥
কমলসুত রমাপতি তাথে ধারা তিন। রায় হরানন্দ রামজীবন প্রবীণ॥
রায়ে রূপ রামজীবনসুতা জয়ানন্দ ঘরে। প্রদান দেখিয়া দত্তে রাজিব মজুমদারে॥
রামজীবনে রাজবর্য্য গ্রহণ সুরুড়া। জীবনকৃষ্ণ সুতা তায় আদান সাঙ্গাড়া॥
পক্ষ শেষে ভাত্যা মাথে কিশোরকুমারী। সুত নরু হাজরায় বঙ্গ-অধিকারী॥
দ্বিপক্ষে প্রতাপসুতা বালিয়া শ্রীধরে। প্রদান খাজুড্ডি কেন বা পরে প্রভাকরে॥
পড়া উঠা খড়া কিন্তু আনন্দীর বলে। নিকষ ভাব যত না পাই ধনে কিনা করে॥
নরুসুত সদানন্দ প্রাণনাথ কাশী। দুর্গাচরণ ভৈরব পঞ্চ ক্রমেণ প্রকাশি॥
প্রদান ভাটারা বীরুসিংহ সুতে অড়া। মধ্যে সাধ্য সুসিদ্ধ সে নিবাস রমড়া॥
রাধাচরণঘোষে জীবে রামকৃষ্ণসুতা। সুত জগন্নাথ নন্দ করণে পূজিতা॥
জীবে রাজারামসুতা বাস বীরস্থলী। মথুরা সন্তানে হরেকৃষ্ণ পক্ষ বলি॥
তাপর মুরলীসিংহে স্থিতি চন্দ্রপাড়া। জগন্নাথে হরিদাস প্রভাকরে চূড়া॥
সুত দীপচন্দ্র তায় প্রতাপনন্দিনী। বাল্যা তুঙ্গ পরে সঙ্গ হটুদাস গণি॥
শেষে বহড়ানসুত্র পক্ষ শেষে মেলা। বহড়ান ছাড়িয়া দাস গত মাড়কোলা॥
রমাপতিসুত কৃষ্ণে শ্রীহরিচরণ। আদান জীবে রঘুনাথ সিংহতে গ্রহণ॥
কমলসুত শ্রীবাস হাজরা সুত রাম। প্রদান পাটুলী রামনাথে সে বিশ্রাম॥
রাম জ্যেষ্ঠ গদাধরে অনন্তে গোবিন্দে। অনন্তেতে নন্দরাম ভণে কুলানন্দে॥
নন্দে গোপীরমননন্দিনী সম্প্রদান। দ্বিপক্ষে রসিক দত্তে শেষে অধিষ্ঠান॥
নন্দসুত সভাচন্দ্রে কামুসিংহসুতা। কৃষ্ণকিঙ্করনন্দিনী দান সমকক্ষ যুতা॥
রামসুত গোবিন্দঘোষে কাশ্যপ জড়িত। সুত শুকদেব শ্যাম শুকদেব দুঃস্থিত॥
শুকদেবে আদান জ্যেষ্ঠ গদাধর কানু। দ্বিপক্ষেতে পাইকপাড়া কুলে পুরে বেণু॥
সুতে সুতা তত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে করি জড়। নারদ বল্লাল মিত্র এ সব বলে ছড়॥
শ্যামে পাইকপাড়া জড়া ভুবননন্দিনী। পরে বিরামপুরে প্রেমনারায়ণে ধনী॥
দাস দত্তে আদান প্রদান খাজুড্ডি। সুতে বাল্যা জগন্নাথ ইথে দোষ কি॥
সুতা ইন্দ্রনারায়ণে পরে বহড়ান। কহে কুল কুলানন্দ কড়ি ভিন্ন মান॥"

ঘনশ্যাম মিত্র ভারতীবর ও বৈকুণ্ঠ হাজরার কুলপরিচয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হাজরায় ভারতীবর বৈকুণ্ঠ কমল। বিলোমে কন্যার পতি কুল বলাবল॥
ভারতী করিলা বেণী বিশ্বাস কাশ্যপে। বলে কুল আর না পাব দিনে রাতে জপে॥
কাশ্যপে বিশ্বাসথাস কাশ্যপের অরি। তবে আন গোটা চারি ছোট ছোট ধরি॥
করেতে করণ অরি কাঁধিয়ারি বিশেষ। সুষেণ স্থাপিত কীর্ত্তি না পাই উদ্দেশ॥

বৈকুণ্ঠ হাজরায় গেলা মাঝে ভাঙ্গিয়া দেশ। জয়হরি সন্তোষ পাইয়া বাছড়িলা শেষ॥
বৈকুণ্ঠ মধ্যম লিখি মধ্যমাংশ কুল.। কমলকুলে ডাক সরসি দেশে বাসে মূল॥
কমলকুল রমাপতি শ্রীবাস শ্রীচন্দ্র। মধু সুরেশ বীরভদ্র দেশ কক্ষ কন্ধ॥
রমাপতি রায় হরানন্দ কৃষ্ণদাস। দেশে যুগল শেষে কৃষ্ণ মালদহে বাস॥
রায় রূপ রামজীবন ধারা লিখি দুই। রূপে কেবল যুগল সুতা রামে ধারা থুই॥
হরানন্দ হিরণ্যাক্ষ থিল্লি গোসাই দাসে। পুত্র মালদহে থুইয়া বীরস্থলি বাসে॥
শ্রীবাস পাটুলী বাস রাম-হাজরা পুত্র। শ্রীচন্দ্র বিখ্যাত দেশে তাথে নাই সূত্র॥
শ্রীচন্দ্র দেশাধিকারী মধুমিত্র পরে। জাগলাই পৌরসাবনি (?) পদে কিছু দূরে॥
শ্রীচন্দ্রবিহীন বংশ ভ্রাতৃপুত্র জানে। মধুবংশ আরোপিয়া গঙ্গায় স্মরণে॥
হাজরায় কমলে মধু তাথে ধারা চারি। ধনঞ্জয় রঘু ভূপতি সন্তোষাখ্য সারি॥
ধনঞ্জয়ে জয়নারায়ণ পদে জাগলাই। রঘুতে পালটি কুল দেশে বাসে পাই॥
ভূপতিসুত শ্রী পাটুলী উদয় কেশী তনে। সন্তোষ বিখ্যাত দেশে অন্ন বিতরণে॥
হাজরায় সন্তোষে ডাক পশ্চাৎ করণ। সুত কল্যাণ কুশল গোপাল যাদব-নন্দন॥
কল্যাণ-তনয়া দান মথুরা নন্দনে। সবে ডাক সরসি গোবিন্দ কুলে মথুরাকে জানে॥
আদি পুত্র ভিক্ষাকর গ্রহণ গঙ্গাহরি। কাসুতে কন্দর্প সৈদপুরে চতুর্ধুরী॥
শেষ পুত্র গ্রহণ দেখি ধারা মণিরামে। কল্যাণ করণে কুল ত্রিপুরুষে গণে॥
কুশলে স্থগিত বংশ গোপাল নিকষ। দানে ডাক সরসি জামুয়া বালিয়া গ্রহণ সরস॥
যদুনন্দন পূর্ব্ব পক্ষ ধারা সরস দেখি। সুতের তনয়া প্রদান যার জামুয়ায় ডাক লিখি॥"

অন্য মতে—

"প্রথমেতে সুতের ভট্টবাটীতে গ্রহণ। দ্বিতীয়েত রঘুর ডাক বাংগুসে করণ॥
তৃতীয়ে ভূপতি গেলা উদয় কেশী গণে। সন্তোষ বিখ্যাত দেশে অন্ন বিতরণে॥
রামরাম পাটলী গেলা রামজীবন দেশে। ভাবে লিখি হিরণপাড়া পাইকপাড়া শেষে॥
ভারতী করিলা বেণী বিশ্বাস কাশ্যপে। গোবিন্দ জড়িত ভঙ্গ বাড়ে কণা তাপে॥"
"রঘুতে মাণিক লোপ হাজরায় উদয়। রাজায় অধিকারী কুলে উভয় চতুষ্টয়॥
এথা রঘু ওথা রঘুনন্দন পালটে নয়। কলাবাড়ী শশী চড়ে রবি শশোদয়॥"

শুকদেব সিংহ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"বেণীর থাটো বাটীর বাড়ি, লোকে থাটে পুঞ্জা গাড়ি।
হাজরায় বৈকুণ্ঠ ধারায় মথুরা লিখি দেশে।
বিভা দাস কুজুরায় ভাতিয়া জাঙ্গির মাঝে শ্রীমুখ শেষে॥
কুজুড়ে নৃসিংহ ধারা কুলে উদয়পুর। বনপাশে দর্পহ্রাস রসিকে সুরাসুর॥
পিতৃ অংশ কেবল নিতাই সিংহে সিংহ আঁটো। কক্ষ শেষে মথুর চতুর তাথে চণ্ডীমাটো॥
পুণ্যাংশে কৃষ্ণ বলাই বৈকুণ্ঠে সার। উদ্দেশে সিংহে করণ পালটি নটো আর॥

তুঙ্গ তুল্য মাটো নটো ক্রমে ভাব কুল।   ঘন্নুর নাতি চাকরি ভাবে বুঝ তুলাতুল ॥"

"বৈকুণ্ঠে মথ্‌রা বাসে, কৃষ্ণ বলাই সুন্দর রসে। দুর্গামিত্র প্রসাদপুরে, মুকুন্দসুতা কৃষ্ণ ঘরে।
রূপপুরে শ্যামে দান, হলে বনগাঁ কেশব মান।   শুন রামচরণ যোদ্ধারাম, শ্রীবল্লভ যুগল নাম।
চরণে রামা রমারাম, শ্রীভগবতী ত্রিলোকধাম। মাধ গণেশে কিন্তু সধর, যদুনন্দন সুরাজ সোদর।
আগে পাছে শূন্যাংশ, দানে মজিল হরিবংশ। চরণে গোবিন্দ জড়া, সবারি গোকুল চন্দ্রপাড়া।
হরিশাড়ায় রাঘবী নিধি, গোবিন্দ ছাড়ি যুগল বিধি।   গ্রহণ জোড়া যোদ্ধারামে, তারা মধুসূদন ধামে।
কান্দি নিধি গদাধরা, উভয় উভয় উভয় ধারা।   সাহেবরাম কৃষ্ণ মান, পরে পমাই ভগবান্।
প্রভে লেবে দান যুত, শ্যামে পাটুলি দানে সুত।   সাধরা অরি হরিশাড়া, কুশল কুশল কুশল জড়া।
তুঙ্গ মাধে সাহেব হাড়ি, দত্তিদারে ভরতবাড়ী। গণেশসিংহে সিংহ পরে, দানে রাধু মথ্‌রা ঘরে।
জয়গোপালে বলাই সুত, সাহেব কঙ্ক পালটি যুত। রামকৃষ্ণ গোবিন্দ কুলে, মোহন বলাইর বলে।
পুত্র গোবিন্দ গ্রহ গোটা, হরি হীরা শ্যামরূপের ছটা। বল্লভে লিখি যে গ্রহণ, বেণু বিসা কোটিগণ।
রূপপুরে জোড়া দান, প্রসাদী যুগ্ম ক্ষমামান। বল্লভে বিজয় জয়, লেবে একই হরি নয়।
যুগল গ্রহণে সাজা, দুর্গাদাসে কিন্তু তাজা। দানে কুশল হরিশাড়া, সুত লেবে শিব বিকল জড়া।
বলাই বলি মথ্‌রা পুত্র, গোবিন্দে হাঁড়ি ঠাকুর-সূত্র। দান গোবিন্দ বিকল দেশে, শুন জগাই দয়াল শেষে।
গ্রহন লিখি জগন্নাথে   *   *   *   *   বলাই দাসে বলাই হইলা, পীতাম্বর নন্দনে বালিয়া।
ভগীরথে দুর্গা মান, পুত্র মলুকে কৃষ্ণরাম।   মলুকে বিশ্বাস ঘরে, গোবিন্দ বংশে পীতাম্বরে।
দয়াল একই নয়, বলাই বিশ্বাসে চয়।
চরণে বেদ তুঙ্গীগ্রহ যোদ্ধারামে বটে।   যুগল তিন বল্লভে একা শুদ্ধ ভাব কটে ॥
কৃষ্ণে ইতি সপ্তদশ বলাই রস সাজে।   আগে পাছে কৃষ্ণ বংশ বলাই তার মাঝে ॥"

মল্লিক প্রয়াগঘোষের পঞ্চম পুত্র বেণীনাথ হাজরার বংশ।

বেণীনাথ হাজরার সাতটী পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্রের ধারা চলিয়া আসিতেছে। ঐ তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভারতীবর, মধ্যম বৈকুণ্ঠনাথ এবং কনিষ্ঠ কমলনয়ন। ভারতীবর কাশ্যপ বিশ্বাসে বিবাহ করিয়া সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। শেষে 'করে' করণ করিলে সম্মানের লাঘব হয়। বৈকুণ্ঠ হাজরা প্রথমে দেশ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, পরে জয়-হরির ঘরে করণ করিয়া দেশে ফিরিলে তাঁহার কুল 'মধ্যমাংশ' বলিয়া পরিগণিত হইল। কমলনয়ন কুলের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া করণ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ঘটক-কারিকায় লিখিত হইয়াছিল, "হাজরায় ভারতীবর বৈকুণ্ঠ কমল, বিলোমে কক্ষার পতি কুল বলাবল।" ভারতীবর করের সমাজ ভাতিয়া হইতে ফিরিয়া পাঁচথুপীতে বাস করিতে আসিলে কমলনয়ন তাঁহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করেন। কমলনয়ন বেণীনাথ হাজরার পুরাতন বাটীতে বাস করিতেন, এজন্য তাঁহার বংশধরগণ 'পুরান বাটীর হাজরা'

বলিয়া খ্যাত। বৈকুণ্ঠ হাজরা পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া বিদেশ গিয়াছিলেন। পুনরায় দেশে আসিয়া যে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহা "বৈকুণ্ঠবাটী" বলিয়া খ্যাত হয় ও তদ্বংশধরগণও "বৈকুণ্ঠবাটীর হাজরা" খ্যাতি পান। ভারতীবর হাজরা যে বাটীতে বাস করেন তাহা 'বাটীর বাটী" বলিয়া খ্যাত হয় এবং তাঁহার বংশধরগণ "বাটীর বাটীর হাজরা" বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ভারতীবর হাজরাকে পুনরায় পাঁচ-থুপীতে আশ্রয় দিলে রঘুপতির পুত্র ভবানন্দ তাহাতে বিশেষ আপত্তি করেন। এই সম্পর্কে কমলনয়নের সহিত ভবানন্দের বিরোধ হয়। উক্ত বিরোধ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। ভবানন্দ মল্লিকের বংশধরগণের সহিত পুরাণ-বাটীর হাজরাদিগের বর্ত্তমানকালে কোনও বিরোধ না থাকিলেও হাজরা-বাটীতে কোনও সামাজিক ভোজ উপস্থিত হইলে মল্লিকবংশীয়-গণ উক্ত ভোজে যোগদান করেন না এবং মল্লিকবাড়ীতে ঐরূপ ভোজে পুরাণ-বাটীর হাজরাগণ যোগদান করেন না। অনেকে হয়ত কাজ কর্ম্ম দেখিয়া যান, কিন্তু আহার করেন না। ইহা হইতে বুঝা যায় এককালে স্ব স্ব কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কুলীনগণ কিরূপ প্রয়াস পাইতেন। কমল হাজরার ছয় পুত্র মধ্যে শ্রীচন্দ্র রাজসরকারে উচ্চপদে, কার্য্য করিয়াছিলেন, এজন্য "দেশাধিকারী" বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই "দেশাধিকারী"র পদ পরবর্ত্তী কালের "বঙ্গাধিকারী" পদের তুল্য ছিল অর্থাৎ শ্রীচন্দ্র তৎকালে গৌড়পতির রাজস্ব-সচিব হইয়াছিলেন, শ্রীচন্দ্র অপুত্রক থাকায় অনুজ মধুসূদনের পুত্রগণকে স্বীয় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গঙ্গাতীরে দেহ-ত্যাগ করেন। মধুসূদনের পুত্রবংশ এক্ষণে পাঁচথুপীতে বাস করিতেছেন। মধুসূদনের চতুর্থ পুত্র সন্তোষ হাজরা সম্বন্ধে কারিকায় দেখা যায়, তিনি শ্রীচন্দ্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তিলাভ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। "সন্তোষ বিখ্যাত দেশে অন্ন বিতরণে।" এই সন্তোষ হাজরার চারি পুত্র কল্যাণ, কুশল, গোপাল ও যদুনন্দন। এই গোপাল হইতে পাঁচথুপীর বিখ্যাত রায়জী-বংশের ধারা চলিয়া আসিতেছে। গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুল। গোকুলের পুত্র পার্ব্বতীচরণ ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারী সুবিখ্যাত দর্পনারায়ণ রায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। "গোকুলে উদিত দেখি পার্ব্বতীচরণ। সুতা দিলা বঙ্গপতি দর্প-নারায়ণ॥" এই বিবাহের পর পার্ব্বতীচরণ নবাব সরকারে কর্ম্ম ও 'রায়' উপাধি পাইয়া-ছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ 'রায়' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। পার্ব্বতী-চরণের বিবাহের পর পাঁচথুপীর জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে নিন্দা করিতে থাকিলে দর্পনারায়ণ তাঁহার কন্যাকে নিজ পাঁচথুপী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম জমিদারী প্রদান করেন এবং নিজে পাঁচথুপীর বাটী আসিয়া পাঁচথুপীর সমস্ত কায়স্থকে পার্ব্বতীচরণের বাটীতে নিমন্ত্রণ করাইয়া সকলকেই বিশেষ সম্মান করিলে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া পার্ব্বতীচরণকে তাঁহাদের সমান মর্য্যাদা দিলেন। খাজুরডির মিত্রবংশের কন্যা গ্রহণ জন্য কোনও দোষ ধরা হইল না। উক্ত কন্যার গর্ভে পার্ব্বতীচরণের পুত্র সন্তান না হওয়ায় জ্ঞাতিপুত্র রামশঙ্করকে

দত্তক গ্রহণ করেন। রামশঙ্করের পুত্র গৌরীচরণ। গৌরীচরণের ৪ পুত্র নীলকণ্ঠ, গঙ্গানারায়ণ, রামনারায়ণ ও রত্নেশ্বর। নীলকণ্ঠ ও রত্নেশ্বর অপুত্রক ছিলেন। গঙ্গানারায়ণের ৪ পুত্র চন্দ্রশেখর, ঈশান, মহেশ ও ঈশ্বর এবং রামনারায়ণের দুই পুত্র কৈলাসচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র। নীলকণ্ঠ মহেশকে এবং রত্নেশ্বর ঈশ্বরকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহেশের পুত্র সন্তান ছিল না, কয়েকটি কন্যা হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র পূর্ণানন্দ পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়া কিছু সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা হইয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্রের কন্যার মৃত্যু হইলে পূর্ণানন্দ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার কোনও সন্তান না হওয়ায় জীবদ্দশায় শ্রীকৃষ্ণবংশীয় রসড়া-নিবাসী রামলাল সিংহের একটী পৌত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণানন্দ শিক্ষিত, বহু গ্রন্থ রচয়িতা এবং অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য এখনও বিশেষ উৎসাহশীল রহিয়াছেন। রায়জী বাটীর কীর্ত্তির মধ্যে পার্ব্বতীচরণ রায় শ্রীশ্রী৵শ্যামসুন্দর যুগল বিগ্রহ ও শ্রীশ্রী৵লক্ষ্মীনারায়ণ দেব ঠাকুরের সেবা স্থাপন এবং দোল, দুর্গোৎসব, শ্যামা, রটন্তী, বাসন্তী প্রভৃতি বহুবিধ নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেবত্তর সম্পত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত জয়বাদে শ্রীশ্রী৵সর্ব্বমঙ্গলার পূজার জন্য দেবত্তর সম্পত্তি দান এবং ডাহাপাড়ার নিকটে শ্রীশ্রী৵কিরীটেশ্বরীমন্দিরনির্ম্মাণ ও সেবা-পরিচালন জন্য সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু বর্দ্ধমান জেলায় মেড়তলার প্রসিদ্ধ সাধক কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে দৈনিক আহ্নিক কালে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ১৴ বিঘা হিসাবে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারী মনিয়াড়িহি মধ্যে উক্ত ৩৬৫৴ বিঘা জমি গুরুবংশীয়গণ এখনও উপভোগ করিতেছেন।

বৈকুণ্ঠনাথ হাজরার বংশে রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র চণ্ডীচরণের একটী ধারা বালিতে বাস করিতেছেন। মথুরানাথের কনিষ্ঠ পুত্র বলরামের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র হাজরার তিন পুত্র মধ্যে নসীরাম হাজরা পাইকপাড়ায়, গঙ্গাগোবিন্দ জগধরীতে ও রাধাগোবিন্দ কুরুমগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগন তত্তৎ স্থানে বাস করিতেছেন। গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র পতিতপাবন হাজরা একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি নসীপুর-রাজ-এষ্টেটের একটী সামান্য কর্ম্মচারীরূপে কার্য্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ নানাপ্রকার কার্য্যে স্বীয় প্রতিভা দেখাইয়া জমিদারী ও পত্তনী সম্পত্তিতে বার্ষিক প্রায় ৩০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং দেবসেবা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে ভেকাশ্রয় করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। বহু ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া শেষ বয়সে তাঁহাকে ভিক্ষার জন্য ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার পুত্রগণ সম্পত্তি ভোগ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি কিছুই গ্রহন করিতেন না। ভিক্ষার্জ্জিত অর্থে বৎসরে একবার মহোৎসব দিয়া বহু সহস্র বৈষ্ণব ও দরিদ্রকে তৃপ্তির সহিত আহার করাইতেন। এ যুগে এরূপ ক্ষুদ্র লালাবাবুর আবির্ভাব লোকসমাজে বিরল।

ভারতীবং হাজরার পৌত্র দেবিদাস ভাতিয়া সমাজান্তর্গত পাণ্ডুয়ায় থাকিতেন। কিন্তু প্রবাদ যে পাঁচথুপীর গৃহদেবতা শ্রীশ্রী৵সিংহবাহিনীর স্বপ্নাদেশ অনুসারে পুনরায় পাঁচথুপীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

বেণীনাথ হাজরা-বংশ

১৬ বেণীনাথ হাজরা (৬, ১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)

ভারতীবর (বাঁটীর বাটী) বৈকুণ্ঠনাথ (বৈকুণ্ঠের বাটী) ১৭ কমলনয়ন (পুরাণ বাটী)

১৮ রমাপতি শ্রীবাস (পাটুলি) শ্রীচন্দ্র* ১৮ মধুসূদন সুরেশ বীরভদ্র

১৯ রায় হরানন্দ কৃষ্ণদাস (১) রাম ১৯ ধনঞ্জয় ১৯ রঘুনাথ ১৯ ভূপতি সন্তোষ

হিরণ্যাক্ষ হরিচরণ* ২০ জয়নারায়ণ কন্দর্প ২০ বিশ্বনাথ মাণিক গৌরীকান্ত ২০ শ্রী হাজরা*

২০ রূপরাম রামজীবন (পর পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য) ২১ রামকান্ত ২২ রামরাম

বিক্রম রাজারাম চাঁদ রামানন্দ উদয় নয়ন ভবানী কৃষ্ণ ২৩ কালীশঙ্কর

২২ লক্ষ্মণ হরি পুত্র কালীচরণ রামচরণ অভয় কৃপারাম ভগীরথ পুত্র ২৪ পুত্র

২৩ অপরাজিত ক্ষুদু পুত্র

আনন্দচন্দ্র দীপচন্দ্র

২২ দুর্লভ ২২ মহাদেব* শিবরাম* পঞ্চানন ২৫ ব্রজনাথ

২৬ বনমালী ২৩ শচীদুলাল* ২৩ নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র ২৪ রামদুলাল ২৩ বল্লভীকান্ত

২৬ গোপেন্দ্র হরেন্দ্র শশী

যাদব গোবিন্দ আনন্দ ২৭ রমণী ২৫ বিশ্বম্ভর ২৫ গুরুদয়াল সাধুচরণ পদ্মলোচন ২৪ নবকিশোর

কালী ভোলা কেদার

অবিনাশ আশুতোষ ক্ষিতীশ ত্রিগুণেশ ২৬ অভয় ২৬ বনমালী রাধানাথ ২৫ ব্রজনাথ

২৮ ত্রিপুরেশ ও ভবেশ

জয়দেব ও বিদ্যাপতি

বেণীনাথ হাজরা-বংশ

(১) অপর কারিকা মতে রমাপতির তিন পুত্র রায় হরানন্দ ও রামজীবন। রামজীবনের পুত্র নরোত্তম বা নরহাতরার পাঁচ পুত্র সদানন্দ, প্রাণনাথ, কাশী, দুর্গাচরণ ও ভৈরব।

(২) কারিকা মতে মুরলীর অনুজ রাধাকান্ত। রাধাকান্তের দুই পুত্র শ্যামসুন্দর ও মনহক।

বেণীনাথ হাজরা বংশ

বেণীনাথ হাজরা বংশ

১৬ বেণীনাথ হাজরা, তৎপুত্র বৈকুণ্ঠ হাজরা (৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
বেণী হাজরা পুত্র বৈকুণ্ঠের বংশ
১৮ ধনেশ্বর (ধনেশ)
ভবানী
মুরলী
১৯শিবরাম
জয়হরি
২০ মথুরানাথ
নরোত্তম (ভাতিয়া গত)
লক্ষ্মণ
কৃষ্ণ*
হরি*
রাম*
সভাচন্দ্র*
রঘুনন্দন*
যাদু*
মুরারি*
রাজারাম*
২১ নৃসিংহ
২১ কৃষ্ণদেব
২১ চণ্ডীচরণ(১)
২১ বলরাম(১)
পরশুরাম
পুত্র
২২ রামনাথ
২২ দর্পনারায়ণ
রামচরণ
বৃন্দাবন
২২অযোধ্যারাম
রঘুরাম*
শ্রীবল্লভ
যুগল
ব্রজকিশোর
গোবিন্দচরণ
বিজয়রাম*
জয়রাম*
গৌরাঙ্গ*
২৩ রসিক
নিত্যানন্দ
কুঞ্জবিহারী*
গৌরচন্দ্র
২৪ গোলাম
২৩ সাহেবরাম
রামকৃষ্ণ
পরমানন্দ*
ভৃগুরাম*
২৬ কৃষ্ণমোহন
২৫ লালমোহন
রঘুদেব*
নন্দ*
শম্ভু*
তিনকড়ি
২৭ ব্রজবিহারী
২৬ নারায়ণ
গোপীকান্ত*
জানকী*
গোপাল*
২৫ রূপচন্দ্র
২৮ যতীন্দ্র
সরোজাক্ষ
২৭ রাধিকা
পূর্ণচন্দ্র
২৬ কৃষ্ণমোহন
নবকুমার
২৭ রাধিকাপ্রসাদ
দ্বিজেন্দ্র
রামেন্দ্র
২৮ ফণীন্দ্র
অমরেন্দ্র
জগদীশ
সরোজাক্ষ
২৯ সম্বল
২৯ গিরিজা
পঞ্চানন
২৯ শ্যামাপ্রসাদ
অজিতকুমার

বৈকুণ্ঠ হাজরা-বংশ
(১) ২১ বলরাম (৪১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
২২ জগন্নাথ
কৃষ্ণদয়াল
রামকৃষ্ণ*
মুলুকচন্দ্র*
২৩ কৃষ্ণচন্দ্র*
২৪ নসীরাম
গঙ্গাগোবিন্দ
রাধাগোবিন্দ
গোকুল
২৫বদন
গোরা
২৫ কেদারনাথ
২৬ পতিতপাবন
নফরচন্দ্র
চন্দ্রমোহন
রজনীকান্ত
রসিক
নন্দলাল
বনওয়ারী
ভোলা
শিবচন্দ্র
ভোলানাথ
ত্রিপুরানাথ
সতীনাথ
শৈলেশ
ব্রজসুন্দর
২৭কৃষ্ণসুন্দর
শ্যামসুন্দর
২৮ সুরেন্দ্র
২৮ নরেন্দ্র
পুত্র
২৯অমরেন্দ্র
ভবেন্দ্র
২৭নীলাচল
প্রতাপ
হরি
পূর্ণ
২৮ সীতানাথ
সুরেন্দ্র
বসন্ত
কান্তি
কানু
২১ চণ্ডীচরণ (৪১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
২২ হরিশঙ্কর
মুনিরাম (পরমানন্দ)
প্রসাদ*
রাধামোহন*
২৩রাধাকান্ত* (নব)
রামসুন্দর
শ্যামসুন্দর
মধুসূদন
রামতনু
গদাধর
২৫ রামরতন
রামধন
২৫ রামজীবন
প্রাণকৃষ্ণ
মৃত্যুঞ্জয়
২৬ কৃষ্ণনাথ
দ্বারিকানাথ
মহেন্দ্র
হরিনাথ
কালীকান্ত
২৮ অবনীধর
দেবেন্দ্রনাথ
বীরেন্দ্রনাথ
২৬অক্ষয়
২৭ ব্রজেন্দ্র
২৮জিতেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
শৈলেন্দ্র
সন্তোষ
২৫ বদনচন্দ্র
২৫গোরা
গোপীমোহন
২৭ পরিতোষ
২৬ রাসবিহারী
বঙ্কুবিহারী
মুক্তেশ্বর
বীরেশ্বর
শিবশঙ্কর
তীর্থনারায়ণ
তারেশচন্দ্র
অরিন্দম
সৌরেন্দ্র
নগেন্দ্র
সুধীন্দ্র
নৃপেন্দ্র

২৫ রামেশ্বর
শ্যামাশঙ্কর
২৬তারিণীশঙ্কর
দেবেন্দ্রনারায়ণ
২৭ কালী
যোগীন্দ্র
বসন্ত
গোপাল
গৌর
ভুজঙ্গ
ত্রিভঙ্গ
২৮বগলা
চণ্ডী
রুদ্রপদ
তারাপদ
শক্তিপদ
হরিপদ
বিমলাপদ

ভারতীবর হাজরার-বংশ

কাশীশ্বর ঘোষের বংশ

১৪ রাজা নরপতি ঘোষ
প্রয়াগ ১৫কাশীশ্বর (টগরা) বনমালী সিদ্ধেশ্বর গরুড় রুদ্রনাথ উমাপতি জলন্ধর
১৬শ্রীনিবাস, তৎপুত্র ১৭ কুতূহল, তৎপুত্র ১৮ দুর্লভ,
১৯ হরিচরণ
১৯ রাজারাম
২০ বাবুরাম, তৎপুত্র ২১ প্রীতিবল্লভ,
২০ দয়ারাম ২০ দেবীচরণ (বীরসিংহগত)
২২ ধর্ম্মনারায়ণ
২১ সূর্য্যমণি চন্দ্রমণি ২১দিনমণি
২৩ পরমানন্দ জগমোহন কালীপ্রসাদ রাধাবল্লভ রাজবল্লভ
লালমোহন ২২সদাশিব
দুর্গাচরণ রুদ্রনারায়ণ ধর্ম্ম
২৪ গোপীনাথ রঘুনাথ শম্ভুনাথ (কুড়ুমগ্রাম)
স্বরূপচন্দ্র রামগোপাল ২৩ হরচন্দ্র তারাচন্দ্র (চন্দ্রহাটগত)
২৫ রামকানাই রামপ্রসাদ বৈদ্যনাথ
রাজীবলোচন ২৪ বেণীমাধব ২৪কৈলাসচন্দ্র ত্রিলোচন গুরুদাস(সুজাপুরগত)
২৬রামচন্দ্র হারাধন
বক্রেশ্বর গৌরী অনাথ শিবরাম পাঁচকড়ি ২৫ নরেন্দ্র
২৫ ভুবন বিপিন
২৭ রামদুর্লভ বীরেশ্বর
শৈলজা ২৬ পূর্ণচন্দ্র
২৬ উমেশ ২৮ সতীশচন্দ্র বঙ্কবিহারী
২৬উপেন্দ্র সতীশ ২৬অশ্বিনী নির্ম্মল
২৭প্রমথ ভবতারণ মধুসূদন ২৯ হরিপদ বিষ্ণুপদ শ্যামচাঁদ গোবিন্দ (মৃত) উপেন্দ্র (মৃত)
২৭ সমরেশ বগলা

গরুড় ঘোষের বংশ

১৪রাজা নরপতি ঘোষ (৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
১৫ গরুড়
১৬ কুমুদানন্দ
১৭ প্রদ্যুম্ন
১৮ আত্মারাম
১৯ সহস্রাক্ষ
২০ শ্রীগর্ভ
২১ গোপীরমণ
২২ নয়নসুখ
২৩ হরপ্রসাদ
২৩ রামপ্রসাদ
২৪ নন্দকানাই
২৪ নন্দদুলাল
২৪ গৌরমোহন
২৫ রাধাসুন্দর (নিঃসন্তান)
রাধামাধব
রাজবল্লভ
রাধাবল্লভ
২৫ বিশ্বম্ভর
গদাধর
জগবন্ধু (নিঃসন্তান)
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র
২৬ উপেন্দ্র
গোপেন্দ্র
২৬ রমারঞ্জন
রাধারমণ
২৭ বিনয়
অতুল
২৭ কুমুদরঞ্জন
সুধীরঞ্জন
নয়নরঞ্জন
২৭ অনিলকৃষ্ণ
Leena Ghosh.
Saikat

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাতা দিগম্বর খাঁর বংশ

চক্রপাণির ধারা

ঘনশ্যাম মিত্র দিগম্বর খাঁর বংশপরিচয় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"দিগম্বরে উভয় পক্ষ পঞ্চ পুত্র দেখি। আদি পক্ষে পুত্র তিন পরে যুগল লিখি ॥
চক্রপাণি রুক্মাঙ্গদ চূড়ামণি আগে। যুব মহারাজ শেষে তাত অনুরাগে ॥
চক্রপাণি রুক্মাঙ্গদ বিখ্যাত রসড়া। দহের উত্তর দক্ষিণ চূড়া ঘাটিতড়া ॥
পক্ষশেষে যুবরাজ আর মহারাজ। পক্ষশেষে লঞা খান্ যজান সমাজ ॥
অনুক্রমে পুত্রগত কইয়া দিল গাঞি। রসড়া-যজান বড় চূড়া মধ্য ঠাঞি ॥
চক্রপাণি পুত্র ছয় অনুক্রমে কই। গোপাল সুফল শম্ভু ডাক সরসে লই ॥
ত্রিলোচন কুলপতি পক্ষশেষে দুই। হাড়ো ঘোষ আছেন এক ভাবে শেষে থুই ॥
উভয় পক্ষ চক্রপাণি, ধারা ষষ্ঠ তাতে হানি। হাড়ে রাঢ়ে ধারা নাই, পঞ্চ ধারা গনি গাঞি ॥
গোপাল তনয় এক ডাক সরসে পাই। বল্লভে বাইশা খ্যাতি কক্ষায় কুলাই ॥
দিগম্বরে গাঞি চতুরি ডাকে তিন রসড়া। মধ্যমাংশ চূড়ামণি মহী ঘাটিতড়া ॥
বল্লভে বাইশা খ্যাতি দক্ষিণে কুলাই। ত্রিভুঙ্গ এক মধ্যমাংশ দিগম্বরে পাই ॥
শম্ভুকুলে তিন ধারা ডাকে যুগল দেখি। জয়দেব রতন হৃষীকেশ পরে লেখ ॥
সুফল বিফল যদি ধারা লঘুগণ। শম্ভুকুলে দম্ভ করে জয়দেব রতন ॥
উভয় বিতরণে ভঙ্গ পড়া উঠা ঘরে। এথা বাড়া ওথা পড়া ও স্থল ভাজা পরে ॥
জয়দেবের সুতে দান রতন ঘোষপাড়া। পরে যদু বিতরণে ডাক চান্দের গ্রহণ পাড়া ॥
যদু জীবে মাধে করি দান শেষে হইল খরা। গ্রহণ চান্দের ভাব কিছু লিখি বাড়া ॥
রতনে উদয়চাঁদ উজ্জ্বল রসড়া। ঘরে গ্রহণ গরিষ্ঠকুল আসল বেলেড়া ॥
নিজে ভরত সুতে হরি জয়হরিতে জড়া। শেষে নিকষ রাঘবকুল পৌত্রে হরিশআড়া ॥
জয়দেবে জর্জ্জর দেখি বিবে রক্ত শোষে। রতন মলিন কিছু ঘোষপাড়া-দোষে ॥
রতন বিতরণ সুতা বাড়া মিত্র কয়। হরিরাম হিলোড়া পরে পাটুলী উদয় ॥
জয়দেব জর্জ্জর বিবে গড়েরহাটে গড়ে। যদুতে মদন দেখি বালা আছে কড়ে ॥
বেলুন বাল্যা ভৃগুরাজা গ্রহণ বালাসনে। আশী পণে যদু খুসী বড় মনে ॥
যদু জাম্বুয়ায় জয়হরি কর সমাহৃত পাঞা। রাজায় বল্লাল কর কিছু পণ লঞা ॥
গোবিন্দেতে মথুরা কর সে হয় খাতক। তুমি বিষ্ণু বল্যা কুড়াইলে পাড়ার পাতক ॥
আর্ত্তি কুল ভাব দেখি কেবল রাঘব। পরে শ্রীরাম অনুজ কৈল্যা বিশুর লাঘব ॥"

১৪ দাতা দিগম্বর খাঁ (৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
১৫ চক্রপাণি
রুক্মাঙ্গদ
চূড়ামনি
যুবরাজ
মহারাজ
১৬ গোপাল
সুফল
শম্ভু
ত্রিলোচন
কুলপতি
১৬ হলধর (হাড়ো)
২৬ নবুদাস কারফরমা
১৭ অর্জ্জুন
ঈশ্বর
১৭ বল্লভ
১৮ হরিহর
১৯ রামকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ
২০ রামনারায়ণ
২১ নরেন্দ্র ঘোষ বিশ্বাস
ভূপতি
২১বাসুদেব
২২ হরেকৃষ্ণ
(বিনাম ভুতুঘোষ বিশ্বাস)
শুকদেব
শ্যাম
রামচন্দ্র
রঘুনাথ কাশীনাথ
২৩ হরি
কালীশঙ্কর
২৩কৃষ্ণপ্রসাদ রামকিশোর সদাশিব রামভদ্র জগন্নাথ ব্রজ কৃষ্ণ দুলাল
রামজীবন ২৭ রামকৃষ্ণ পুত্র ২৮দুর্গারাম রামশরণ
পুত্র
২৯ মৃত্যুঞ্জয়
তিন সুত
৩০পরমানন্দ, নিমাই ও রামানন্দ
২৮ রামনারায়ণ রামগোপাল রামরাম রামগোবিন্দ রামহরি রামজয় রামশঙ্কর
২৯জয়ন্তী জগন্নাথ
নীলকণ্ঠ
পুত্র
দোকড়ি
নন্দলাল ও নন্দকিশোর হরগৌরী
মহাদেব
সদাশিব
বিদ্যাধর
মধু
২২ লালুঘোষ বিশ্বাস
২৩ রত্নগর্ভ
ভূগর্ভ
পদ্মগর্ভ
শ্রীগর্ভ
২৪ জয়রাম
জানকীদাস কারফরমা
২৫ চণ্ডীদাস পুত্র ২৬ নবুদাস

চক্রপাণির ধারা কংসারিপুত্র পুরুষোত্তম বংশ

দিনাজপুর-রাজবংশ-কারিকা

ঘনশ্যাম মিত্র 'রাজার কারিকা' উল্লেখে দিনাজপুর রাজবংশ সম্বন্ধে কুলকারিকায় লিখিয়া গিয়াছেন :—

"ত্রিবিক্রম-সুতবর, বসু মধ্যে দিগম্বর। তস্য পুত্র চক্রপাণি, সুত শ্রীগোপালে গণি।
বল্লভ তনয় তার, কংসারি সংসারে সার। কক্ষা মধ্যে কুলাই গণি, বল্লভ হইতে তনি।
কমল কংসারি-সুত, আগমনে অগ্রদূত। তাহার যুগল পুত্র, বাড়িতে লাগিল সূত্র।
জগদানন্দ সুতবর, ভবানন্দ তার পর। ক্রমান্বয়ে কহি এবে, অবধানে শুন সবে।
জগদানন্দ সুত চারি, দৈবকী দুর্লভে সারি। শিবরাম তাহার পর, চান্দে চারি সহোদর।
দৈবকীনন্দন কই, দুই পক্ষে ছয় ভাই। আদ্যে হরিরাম ধরি, শেষ নারায়ণ হরি।
দত্তিদারে যুগল তুঙ্গ, শ্রীধরে কৃষ্ণরাম সঙ্গ। রাজা শ্রীশুকদেব নাম, গ্রহণ মিত্র অনুপাম।
পরে রাজসূত্রে করণ, রাজকন্যা রাম গ্রহণ। দুই পক্ষে তিন সুত, কক্ষ মুখ্য করণ যুত।
প্রথম পক্ষেতে তার, রাজা শুকদেব রায়। তাত সুতা জীবে তুঙ্গ, মাধে কালীরাম সঙ্গ।
জয়দেব পালটী পরে, বিরাজে গণেশ ঘরে। রামকৃষ্ণ তার পর, যেন রবি শশধর।
স্থগিত জয়দেব পরে, রাজা প্রাণনাথ করে। সভা শোভা অশ্বঘাটে, সিদ্ধি বেদ বামে খাটে।
তুঙ্গ সিংহ বাঞ্ছা করে, যাইব রাজার ঘরে। হেন কোথাও না দেখি মোরা, পরস্পর কুটুম্বরা।
কুলশ্রী হইল বৃদ্ধ, পুরহরে সুদারিদ্র্য। রাজার গ্রহণ কক্ষবস্তু, প্রথম লিখে যশোবন্ত।
দ্বিতীয়ে বাণিয়া তুঙ্গ, সিংহ বারাণসী সঙ্গ। পরে লিখি নাথ কাশী, কুলভ্রম বারাণসী।
প্রাণনাথ কুলে রাজা, কক্ষ তুঙ্গ সুতে তেজা। রাজা রামনাথ লিখি, দেদে গ্রহণ তুঙ্গ দেখি।"

সদানন্দ ঘটক দিনাজপুর-রাজবংশের এইরূপ ঢাকরী লিখিয়াছেন—

"প্রথমে ভৈরবে ধারা লক্ষীকান্ত মাধে। তৃতীয়ে শ্রীকালীচরণ জগন্নাথ বেদে॥
তনয়া প্রদান দীপু জীবে কৃষ্ণসুতে। দ্বিতীয়ে শ্রীধর সুতে সুবিদিত যূথে॥
তৃতীয়ে বিরাজ ভাল স·········বাইশে। ত্রৈপুরুষে নিবারিল দীপ্তিমন্ত ঘোষে॥
চতুর্থী গোবিন্দবংশে রঘণসিংহ সুতে। সভা শোভা কু···········শনি তুঙ্গ যুথে॥
প্রভাকরে বৈসে সুষ্ঠ গোপাল তনয়। সভাপতি রামনাথ রাজা মহাশয়॥
রাজা শুকদেবাঙ্গজ পরে বিশ্বনাথ লিখি। পাল্‌টি শ্রীপ্রভাকরে কুশল দেখি॥
পরে তাজা মাজা দাসে রাধাকৃষ্ণ-সুতা। কৃষ্ণদেব ফকিরচন্দ্র প্রাণকৃষ্ণ তথা॥
সহোদরা সমযূথে জীবে রাম তুঙ্গ। পরে প্রভাকরে ভাল দেখি রামসিংহ॥
দস্তিদারে শ্রীমন্তনন্দনে গৌরীপাড়া। গ্রহণ ভাল তেজবন্ত কুলীনের চূড়া॥
দ্বিপক্ষে প্রদান মাধে জয়ে যুগল কই। পরাঙ্গজা জীবে তাজা গোপীনাথে থুই॥
বিদ্দে কৃষ্ণজীবে ধারা মসড়া রামসুতা। দ্বিতীয়ে সন্তোষে সুতা আন্তম্ভ অন্যথা॥
সুতা রামকৃষ্ণহীন তুঙ্গ যুগল ধারা। ফকিরচন্দ্র সিংহে দাস গোবিন্দেতে পরা॥
শুকদেবে শ্রীরামেশ্বর প্রাণকৃষ্ণ পরা। উদয় নারাণী বীরু শিবে তিন ধারা॥
আন্ত ধারা জীবে পারা প্রাণকৃষ্ণ বাসে। হরি গ্রহণ জ্যেষ্ঠ গদাধরে পরে ভাবে॥
জীব প্রভাকর সিংহ গোবিন্দতে ধ্বজা। সুত অনুপ দস্তিদারে রামচন্দ্রাত্মজা॥
সুতে ভালো সানন্দেতে·········যে খেনাম। দুহিতা প্রদান তস্য সুবিদিত নাম॥
শিবরাম সম্ভবা শোভে পদ্মনাভে। প্রভাকরে······র নন্দিনী দীপ্তভাবে॥
জীবে যুগল নরসিংহ চতুর্থে অনন্ত। উভয় শেষে ডাকে দাসে সুতা যুথবস্ত॥
প্রভাকরে অভয়রাম ডাকে পাকে ভালো। বিদেশে নিবাস কিন্তু করণবলে আলো॥
শুন শুন কুলবর ডাকে পাকে কুল। বিদেশে মলিন ভাব বর্জ্জিত সে কুল॥"

শুকদেবসিংহ দিনাজপুর-রাজবংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"বল্লভ কংসারিকুলে কমলে ধারা দুই। জগৎ ভবানন্দ কুল অশ্বঘাটে থুই॥
জগৎকুলে ধারা চারি ডাকে ভাল ঘরে। দৈবকী বল্লভ শিবরাম বসুধরে॥
সিংহে তুঙ্গ কাতাড়ি বিনোদ পূর্ণাতে অপার। কেনে পক্ষশেষে অঙ্গবাটী করিলা স্বীকার॥

* * *

দৈবে দুই পক্ষ দুই হরি আস্তে ভাবে। একের অন্তে রামরাম আরে নারায়ণ ঘোষে॥
শ্রীবিষ্ণুতে হরিরাম হাঁড়ি নারায়ণবাড়িয়া জন্ম। হরিযুগলে হাঁড়ি নাড়ি ঠেকাঠেকি মর্ম্ম॥
তুঙ্গসিংহে করি দান হরিরামবংশ তাজা। ধন্য ধন্য কুল শুকদেব যাহাতে রাজা॥
বিশ্বনাথ অনুজ এক পাকে ভাল পাই। দান শুভ হেতু তার ডাকে বাগ নাই॥
অত সুতা বিতরণ তিন বাৎস্যসের ঘরে। পালটি যোগ্য যুগ্ম গৌরী বালিয়া ঘরে পরে॥
শুকদেব গ্রহণ যুগল মিত্র জীবধরে। শুভরাম বেলুনে তুঙ্গ বীরস্থলী পরে॥

উভয় পক্ষ ধারা বাণ সুতা এক আগে। দানে জীবধরে বসন্তকুল মালদহে জাগে ॥
পক্ষাদি জয়দেব রায় গ্রহণ গণেশে। পরে বালিয়া গাঞি রামকৃষ্ণ নিবাস বিদেশে ॥
স্থগিত জয়দেব পরে রাজা প্রাণনাথ। যার করণ দান দাপ ভুবন বিখ্যাত ॥
প্রাণনাথ তুল্য রাজা করণে আর কোথা। উপন্যাস প্রায় যার যশঃকীর্ত্তি কথা ॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব পোষক রাজা সভা অশ্বঘাটে। বীররূপ যুগল সবাকার সভায় খাটে ॥
হেন পরম্পরা কুটুম্বরা কোথাও না দেখি। শ্রীকরণে শ্রেষ্ঠ সভা অশ্বঘাটে লিখি ॥
তুঙ্গ গৃহস্থ বাংস্ত সব দেশে বাঞ্ছা করে। করণ একটী হউক যেন প্রাণনাথের ঘরে ॥
ঘোষ পালটি করণ করি রুচি শ্রীকে পাব। ফলশ্রুতি বৃদ্ধি কেবল বিদেশেতে যাব ॥
কহে নরে দিগম্বরে প্রাণনাথেই রাজা। ডাক সরসি পালটী করি স্তুতি তাজা ॥
প্রাণনাথে গ্রহণ তিন পালটি তাজা দুই। গৌরী বারাণসী পরে মিত্ররাজ ভোগে থুই ॥
প্রাণনাথের কুলে রাজা লিখি রামনাথ। পিতা পুত্র বিনা আর তুল্য নাই খ্যাত ॥
কিন্তু পাক সরসি রামনাথ গ্রহণ তুঙ্গ চারি। ভৈরব লক্ষ্মী কালীচরণ জগন্নাথ সারি ॥
আগে দাস শেষে জীবে শ্রীকৃষ্ণ বংশ। মটুকে শুকদেব ধারা কক্ষ যুক্তাংশ ॥
ঢাকুরি শুকদেব সিংহ ঘনশ্যামের নাতি। রাজা গ্রহণ তুঙ্গী রামনাথ অশ্বঘাটে পতি ॥"

বর্ত্তমান দিনাজপুর-রাজবংশ কুলাইর ঘোষ বলিয়া পরিচিত। এই কুলাই সম্বন্ধে ঘটক-কেশরীর প্রাচীন কারিকায় লিখিত আছে—

"কুলাই ঘটকজাশ্রয়ং সুরেন্দ্রনগরোপমং। অজয়তীরশোভনং স্থলেষু বিপ্রমণ্ডলং ॥
তত্রৈব ঘোষগোপালঃ বিরাজতে চ কর্ণবৎ। কুলেষু ঘোষবংশকরণকিরীটিতস্থ এব সঃ ॥
গ্রামাধিকারিকেশ্বরী কুলাইনামচণ্ডিকা। সাহি পাতি সকল কুল্যমশেষকুলমাতৃকা ॥
উত্তজেম এব চণ্ডিদাসকন্যকা শোভনাং। গোবিন্দ যত্র চণ্ডিদাস সুকামকস্ত (?) চ ॥
সদীশ্বরোহি বল্লভঃ পদ্মশ্রীগর্ভনামা চ। তথৈব জিষ্ণু জ্যেষ্ঠ কুমারকোহসৌ ॥

শ্রুত্বা পৈত্রিকসাম্বয়েন সমর্থো বর্জ্জ্য কুটুম্বকুলং
জিত্বা ধর্ম্ম মহাবনীধররণাৎ পৃথ্ব্যাং প্রতিষ্ঠাং যযৌ।
আকল্লং কুলশৌর্য্যমস্ত বিদিতং পুত্রৈঃপ্র পুত্রৈরথ
ষড্বাবিংশতি কুলভিঃ পঞ্চবধূনা কৌল্যং পরিণয়ং বিদুঃ ॥
তস্মাৎ বল্লভেন সুধিয়াং যত্নেন বিবাহকৃতঃ।
কন্যাং প্রাপ্য সুসিংহস্ত জিতাইকঃ বশীকৃত্বা চ শুক্লাম্বরাৎ ॥
কংসারিদনুজারীন্দ্রমীনকেতু-জগাই-দামোদরকা মুকুন্দঃ।
কন্যাস্ততস্তা নবসংখ্যকাখ্যা তাসাং বিবাহাক্রমঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ ॥
বিবাহিতা শ্রীযুতগর্ভকেণ সিংহেন দৈবাৎ খলু মিত্রসুত্রাঃ।
রাইনামা খলু যোগনাথঃ পুত্রাশ্চ আসীৎ বরকন্যকাখ্যা ॥

দৈত্যারিসিংহ পুনরস্য কর্ম্ম মহৎপদে তৎগণনীয়মস্তি

তথৈব বামাস্তঃ সুনন্দরামা সুকন্যকাভিঃ কিল গৌরীকান্তঃ ॥

জীবাৎ সুস্বত্রং পরিপ্রাপ্য ধীরং সন্দেহকল্মষ দূরকারী ॥

পৃথ্বীধরঃ ক্ষৌণীবরকন্যাকান্তাং গোবিন্দসিংহস্য সুপুত্রকে চ।

শ্রীপুষ্করাখ্যো শূরসিংহকেষু পুত্রাকুলং তৎকৃতবল্লভস্য।

কংসারিদনুজারিবরমীনকেতু-জগাই-দামোদরকা মুকুন্দঃ ॥

কংসারেঃ স্বকুলং খ্যাতি বল্লভে ধর্ম্মবিস্তরে। বিষ্ণুভক্তিঃ সদারস্য দানশীলপরস্য চ ॥

বল্লভাত্মজকংসারে কক্ষা সম্পত্তিরস্তি হি।

বিবাহশ্চ কৃতঃ পূর্ব্বং মহাকালসুসিদ্ধকাৎ।

অস্যাগর্ভপ্রসূতানাং নিশ্রবু (?) কথ্যতে ॥

*   *   *   *

অঙ্গপুরৌ চৈতন্যমধুরবুনিতাইগঙ্গা, ঘোষস্য কুলশীলপবিত্র-সুসঙ্গা।

কমলাকান্ত মহাশয়ঃ পরমকো শ্রীবিষ্ণুদত্তালয়ে।

কক্ষা খর্ব্ব সুগর্ব্বমিলিতে চাত্র নচাদাৎ কুলং ॥

আদৌ শ্রীজগদানন্দঃ কর্ম্মকুশলো ভ্রাজৎ সুঘোষ স্বয়ং।

পুত্রশ্চাশ্বসুঘাটদেশবিজয়ী যঃ কৌন্তেয়ঃ স্বয়ং।

সাক্ষাৎকার সত্যবিনয়ে জাতকুলে চাদৃতাঃ ॥

ভঙ্গ তরঙ্গিত ভঙ্গিতভাবং। কন্যাকর্ম্মণি কুরু গ্রামলাভং ॥

শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারঃ। যস্য চ শ্রেষ্ঠে বয়মপি সারঃ ॥

অন্যচ জগদানন্দকপুত্রা। শ্রীনৃসিংহপ্রমুখাঃ চ সুপবিত্রাঃ ॥

সভ্যা পুণ্যাঃ শিবসহচন্দ্রমহেন্দ্রাঃ। কুলজাতনিন্দিত সূর্য্যসুরেন্দ্রাঃ ॥

নৃসিংহঘোষজাতকস্য বিবাহযুগ্মমেব। বসন্তসিংহস্য দুহিতু গ্রহণং পাণিঃ ॥

বিবাহ তাহার শ্রীমন্তরায়দত্তদুহিতা কক্ষতে ॥

সুকৌল্য-করণ-বিমলধরণ-কন্যাদান হেতুতে।

আদি রামকৃষ্ণসিংহকায় তত্রৈকা বালিয়াতে ॥

তথা চ রামকৃষ্ণসিংহ কুলীন মাধবসম্ভবঃ।

মুকুন্দরামসিংহরায় কীর্ত্তিপ্রতাপ উদ্ভবঃ ॥

শুকদেব রায় বিশ্বনাথ রায় দুই পুত্রতে।

যোগ্যরায় বাসুরায় ইন্দ্র সমান দৃশ্যতে ॥

শুকদেবরায় পুণ্যবান্ শ্রীশুদ্ধ ভাবেতে।

শুকদেব তুল্য কুলমার্গগ জনানুরক্ত তাহাতে ॥

সরকার চারি মধ্যে ইন্দ্র সমান লোকপূজিত।

সুরেন্দ্র রাজ্য লভ্য তার হইল সকল বিখ্যাত ॥
অশ্বমেধ কলিতে করিলা কালিয়াচন্দ্র সেবিয়া।
তাহার কীর্ত্তিধ্বজ কলাপ সকল বর্ণিব ভাবিয়া॥
বলিরাজ-দানকর্ম্ম প্রহ্লাদ তুল্য বাহু লে।
কুলাইঘোষকমল ভাতি তুল্য-বিমল-সৎকুলে ॥
বল্লভাখ্যা দুহিতা কুলান্তদা চ ভাবিনী।
রাজাদিরামসিংহদুহিতাশেষকুশলকারিণী ॥
যার কন্যা রামরায়ে কুল কল্লে রাখিতে।
জয়দেব রায় প্রথম পক্ষ জাত তার পুত্রতে ॥
অপর পক্ষ প্রাণনাথ রামকান্ত বিখ্যতে।
জয়তি শ্রীজয়দেবরায় বিদিত ঘোষেশ-চূড়ামণিঃ।
সোঽসৌ বাপি যুধিষ্ঠিরঃ প্রিয়তমুং তস্মাৎ পঞ্জরাগত ॥
তেনাদৌ খলু রামকৃষ্ণতনয়া সোদ্বাহিতা সাদৃতা।
যেন শ্রীলগণেশঘোষঃ তনয়াম্বিতঃ সুক্রিয়াম্বিতঃ ॥
শ্রীলপ্রাণনাথরায় শৌর্য্যবান্ সাক্ষাতে।
প্রচণ্ডসূর্য্য ধৈর্য্য-আকর অখণ্ড দর্প অদ্ভুতে ॥
রাজলক্ষ্মী রক্ষা কৈল পাইলা সেই শোভিতে ॥
বাণীসদন···সুতা কৈল দান। শ্রীমুখে বিমুখ কুল মূল সমাধান ॥
সুত রাধাবল্লভ দেবী হরিবল্লভ শেষে। যত্র তত্র ছাড়া রক্ত কেহ নাহিক দেশে ॥
কেশরী কহেন বংশ ধ্বংস কুলে লিখি। তিন পুরুষে যুগল ছাড়া নীচগামী দেখি ॥"

দিনাজপুর-রাজবংশ-পরিচয়।

রাজা দিগম্বর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চক্রপাণির পৌত্র বল্লভের ধারায় দিনাজপুরের রাজবংশ এবং দিনাজপুরের রায়সাহেববংশ এই উভয় বংশের উৎপত্তি। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"চক্রপাণি কুলে দড়, বাইশ কুলে তেজা বড়।
বাইশা বল্লভ খ্যাতি, যাহার সূত্র কুলপতি ॥"

উক্ত কুলপঞ্জিকার অন্য স্থলে লিখিত আছে—

"গোপাল তনয় এক ডাক সরসে পাই।
বল্লভে বাইশা খ্যাতি দক্ষিণে কুলাই ॥"

প্রবাদ—দিনাজপুর জেলায় দত্তকুলভাস্কর রাজা গণেশের অভ্যুদয়কালে প্রথমে গোপাল পরে তৎপুত্র বল্লভ ঘোষ বাইশ ওমরার অধিনায়ক হইয়া সমরক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বংশ পুরুষানুক্রমে মুসলমান নৃপতিগণের অধীনে সেনানায়ক রূপে কর্ম্ম করিয়া আসিতে-

ছিলেন, হিন্দু অভ্যুদয়কালে যে তাঁহারা স্বসমাজভুক্ত রাজা গণেশের পক্ষাবলম্বন করিবেন, তাহা স্বাভাবিক।*

রাজা গণেশের সহিত উত্তররাঢ়ীয় ঘোষবংশীয় প্রধান কুলীন রাজা নরপতিবংশের কুটুম্বিতা ছিল উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে তাহার সন্ধান পাই।

সোমঘোষ হইতে ১৪শ পুরুষ অধস্তন পাঁচথুপীরাজ নরপতিঘোষের পুত্র হইতেছেন—কুলীনপ্রবর মল্লিক প্রয়াগঘোষ, তৎপুত্র মল্লিক রঘুপতিঘোষ। এই রঘুপতি সম্বন্ধে উত্তর-রাঢ়ীয় কুলদীপিকায় লিখিত আছে—

> "রঘুপতিমল্লিকঃ সর্ব্বগুণাঢ্যো দাতা ভোক্তা প্রযত কীর্ত্তিমান্ গরিষ্ঠঃ।
> যশসি বিশালঃ সদ্ভাবেন যোগান্বিতঃ সৎকুলপ্রদীপঃ।
> নানাকীর্ত্তিবিততপূর্ত্তিঃ ইষ্টজনাদ্যেষ ভক্তিঃ।
> ইষ্টপূজানিরতমূর্ত্তি রেজে সুগতি প্রতিভাবণয়া নিয়তং কুরুতে দানবিধানং।
> প্রতাপসিংহস্য সুতাং বিবাহং তদ্বৎ গণেশরাজ সুতাং প্রমোদাৎ।
> দত্ত সুতাং জীবধরে চ সিংহে প্রভাকরে সিংহকুলে বিশালে।"

উদ্ধৃত কুলগ্রন্থের বচন হইতে বুঝিতেছি—পাঁচথুপী-রাজবংশধর রঘুপতি মল্লিক প্রথমে প্রতাপসিংহের কন্যা, পরে রাজা গণেশের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সোমঘোষ হইতে রঘুপতি মল্লিক ১৬শ এবং দেবদত্ত হইতে রাজা গণেশদত্ত খান্‌ও ১৬শ পুরুষ অধস্তন (*)। সুতরাং উভয়ে সমসাময়িক হইতেছেন। দত্ত-কুলোদ্ভব রাজা গণেশ অখণ্ডপ্রতাপ গৌড়াধিপতি হইলেও উত্তররাঢ়ীয়সমাজে সামাজিক মর্য্যাদায় হীন ছিলেন। এ অবস্থায় নিরাবিল ভাবাপন্ন ষট্‌কুল মধ্যে গণ্য রাজা রঘুপতি মল্লিককে কন্যাদান করিয়া তিনি সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

রাজা গণেশের তিরোধানে এবং তৎপুত্রের মুসলমান-ধর্ম্মগ্রহণের পর যখন মুসলমান রাজপুরুষগণের হিন্দু কর্ম্মচারীগণের উপর বিদ্বেষদৃষ্টি পতিত হয়, তৎকালে বল্লভ দক্ষিণে পলাইয়া আসিয়া কুলাই নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন, তদবধি কুলাই ঘোষবংশের একটী প্রধান সমাজে বলিয়া গণ্য হইল।

বল্লভঘোষের ৯টী পুত্র—বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, জগন্নাথ, দামোদর, মুকুন্দ, দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন। প্রথম ছয় জন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ এই চারি জন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পার্ষদ ও পদকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। বিশেষতঃ বাসুঘোষের পদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অপূর্ব্ব ও অপার্থিব জিনিস।

---

* রাজা গণেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৫০ পৃষ্ঠায় এবং বিস্তৃত পরিচয় দত্তবংশ বিবরণ মধ্যে বিবৃত হইয়াছে।

বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর মহাপ্রভুর সঙ্গে নানাস্থানে অতিবাহিত করেন, একারণ তাঁহার রচিত গৌরাঙ্গ-পদাবলি কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বলিয়া নহে, ঐতিহাসিকগণের পক্ষে মহাপ্রভুর সমসাময়িক প্রাণস্পর্শী সুললিত চরিতকথা বলিয়া বিশেষ সমাদরের বস্তু।

বাসুদেবের ন্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরও একজন অদ্বিতীয় ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন মহাপ্রভু আহারাদির পর ভক্তগণের মুখ পানে চাহিয়া বলেন, "আজ আর বুঝি মুখশুদ্ধি হইল না?" সকলেই নীরব। গোবিন্দ করজোড় করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমার একটী হরিতকী আছে, যদি অনুমতি করেন, আপনার সেবার জন্য অর্পণ করি।" মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন, "তোমার ভক্তির সামগ্রী গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর।" এ নিদারুণ কথায় গোবিন্দের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে প্রভু আমায় ত্যাগ করিতেছেন" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কহিলেন, 'গোবিন্দ! তুমি প্রকৃত ভক্ত—হরিপূজার অধিকারী, কিন্তু নিষ্কাম ব্রতপালনে অধিকারী নও। এখনও তোমার সঞ্চয়স্পৃহা আছে। সর্ব্বপ্রকার স্পৃহা ত্যাগ করিতে না পারিলে মুক্তি নাই। তুমি কাঁদিও না। যে দিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেইদিন আমার দেখা পাইবে।' সেইদিনই মহাপ্রভু গোবিন্দকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অগ্রদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর আশায় ও অলৌকিক ঘটনার প্রতীক্ষায় অগ্রদ্বীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বহুদিন কাটিয়া গেল। একদিন মধুমাসে গোবিন্দ গঙ্গাগর্ভে আবক্ষমগ্ন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এ অবস্থায় তাহার পৃষ্ঠে একখণ্ড কাষ্ঠ ঠেকিল। তিনি সেই কাষ্ঠ তুলিয়া তীরে রাখিলেন, কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন অপর কাষ্ঠের স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা তাহা শতগুণে ভারী। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন যেন শঙ্খ-চক্র-গদাধর তাঁহাকে বলিতেছেন, 'গোবিন্দ কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া রাখ, মহাপ্রভু আসিতেছেন, আসিলে তাঁহাকে দিও।' গোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেই অন্ধকার গভীর নিশায় গঙ্গাতীরে গিয়া কাঠখানি আনিয়া রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া দেখিলেন, তাহা কাঠ নয় একখানি সমুজ্জ্বল কৃষ্ণশিলা! গোবিন্দ যথারীতি ভিক্ষায় বাহির হইলেন। দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কুটীরদ্বারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। মহাপ্রভু সস্নেহে গোবিন্দকে বলিলেন, "ভগবান্ তোমায় দয়া করিয়াছেন। এক ভাস্কর আসিয়া ঐ শিলায় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবে, সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব—তুমি তাঁহার সেবাইত হইবে।" পরদিন কোথা হইতে এক ভাস্কর আসিয়া নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। শ্রীচৈতন্যদেব সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ বিগ্রহের নাম রাখিলেন গোপীনাথ। (অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ) ঠাকুরসেবার পর গোবিন্দ 'ঘোষঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎপরে গোবিন্দ বহুদিন জীবিত ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য ও বহু দেবসম্পত্তি

হইয়াছিল। মৃত্যুর কএক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে বলিয়া যান, "আমি চলিলাম। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথ দেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না। দেবপ্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" প্রবাদ—সেদিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা গিয়াছিল। চৈত্র কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস ও কুশাঙ্গুরি পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখন প্রতিবর্ষে উক্ত তিথিতে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং হাজার হাজার যাত্রী তাহা দেখিতে গিয়া থাকে।

গোবিন্দের ভ্রাতা দনুজারি, কংসারি ও মীনকেতন এই তিন জন প্রধান কুলীন বলিয়া কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ঘনশ্যাম মিত্র তাঁহার কুলকারিকায় লিখিয়াছেন—

"দনুজারি কংসারি মীন, বল্লভেতে প্রধান তিন। যখন কক্ষা লিখি দড়, তখন কক্ষা করি বড় ॥
দনুজারি জ্যেষ্ঠ ভাব করণ দত্ত ঘর। কংসারি মধ্যম লিখি মীন সভার পর ॥"

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় 'রাজার কারিকা' মধ্যে লিখিত আছে—

"ত্রিবিক্রম সুতবর, বসু মধ্যে দিগম্বর। তস্য পুত্র চক্রপাণি, সুত শ্রীগোপালে গণি।
বল্লভ তনয় তার, কংসারি সংসারে সার। কক্ষা মধ্যে কুলাই গণি, বল্লভ হইতে তনি।
কমল কংসারি সুত, আগমনে অগ্রদূত।"

উদ্ধৃত বচনে কংসারির পুত্র কমলনয়ন 'আগমনে অগ্রদূত' অর্থাৎ তিনিই প্রথমে দিনাজপুর অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত দনুজারি ঘোষ দত্তবংশে করণ করিয়া দিনাজপুর অঞ্চলে প্রভূত সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, কমলনয়ন এখানে আসিয়া সেই সকল সম্পত্তি অধিকার করেন। বলাবাহুল্য সেই দত্তবংশ রাজা গণেশেরই জ্ঞাতিবংশ।

কংসারির পুত্র—অঙ্গদ, পুর, চৈতন্য, মধু, রঘু, নিতাই, গঙ্গা বা মাধব, কমলাকান্ত বা কমলনয়ন। কমলনয়ন রাজা বিষ্ণুদত্তের ঘরে সম্বন্ধ করায় কক্ষায় খর্ব্ব হইলেও কুলগৌরব নষ্ট করেন নাই। তাঁহার প্রথম পুত্র জগদানন্দ **অশ্বঘাটদেশবিজয়ী** বলিয়া সাক্ষাৎ কৌন্তেয় (অর্জ্জুনের) ন্যায় নিজ কুলে আদৃত হইয়াছিলেন।

জগদানন্দের সময়ে সরকার ঘোড়াঘাটে গোলযোগে উপস্থিত হয়, সংক্ষেপে তাহার ইতিহাস দিতেছি*—

---

* বর্দ্ধনকুটী-রাজবংশের বিস্তৃত পরিচয়—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়স্থকাণ্ড, ২য়াংশ দ্রষ্টব্য।

রঙ্গপুরের কালেকটার গুড্‌লাড্‌ সাহেবের রিপোর্ট ও যদুনন্দনের বারেন্দ্র ঢাকুর হইতে এই বর্দ্ধনকুটীর রাজবংশের ইতিহাস বারেন্দ্র কায়স্থ-কাণ্ডে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে দিনাজপুর রাজবংশের প্রাচীন কাগজপত্র ও উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ হইতে যে সকল নূতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাই পরে লিখিত হইল।

অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র মতে ১৩২৯ শকাব্দে (১৪০৭ খৃষ্টাব্দে) দিনাজপুরে রাজা গণেশ একছত্রা স্বাধীন নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বর্দ্ধনকুটীরাজ রাজা গণেশের আনুগত্য স্বীকার করায় তাঁহার রাজপাট অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার পূর্ব্বাংশ, এবং রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার অধিকাংশ লইয়া ঘোড়াঘাট সরকার গঠিত ছিল। এই ঘোড়াঘাট বর্দ্ধনকুটীরাজের শাসনাধীন ছিল। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের নানাস্থানে এই স্থান 'অশ্বঘাট' নামে প্রথিত আছে। কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, কেশবদত্তের ভ্রাতা বিষ্ণুদত্ত দিনাজপুর অঞ্চলে আগমন করেন। রাজা গণেশের তিরোধানের পরই দিনাজপুর অঞ্চলে বিষ্ণুদত্ত গৌড়ের পাঠান নৃপতিগণের অধীনে কানুনগো পদ ও রাজা উপাধি লাভ করেন। তৎকালে এই পদ Divisional Commissioner হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। রাজস্ববিভাগে সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহার উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় দিকেই অদ্বিতীয় প্রভাব ছিল। রাজস্বরক্ষার জন্য তাঁহাকে বহু সৈন্য রক্ষা করিতে হইত। বলিতে কি সে সময়কার কানুনগো জমিদারগণের এক প্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে দিনাজপুর অঞ্চলে রাজা বিষ্ণুদত্তের ক্ষমতা বড় কম ছিল না। বিষ্ণুদত্তের পুত্র রাজা জগদীশ, তৎপুত্র রামনাথ, তৎপুত্র ভগবান্ দত্ত। এই ভগবান্ দত্তের সহিত বর্দ্ধনকুটীরাজ ভগবান্ দেবের গাঢ় মিত্রতা ছিল। কেহ কেহ বলেন, ভগবান্ দত্ত রাজা ভগবান্ দেবের মন্ত্রণাদাতা বা মন্ত্রী ছিলেন। রাজা ভগবান্ দেব মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া মহাস্থানগড়ে আসিয়া করতোয়া তীর্থে প্রায়োপবেশন করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার বিপুল রাজ্য ভগবান্ দত্তকে দিবার সঙ্কল্প করেন।

প্রবাদ আছে—বর্দ্ধনকুটীরাজ মৃত্যুকালে ভগবান্ দত্তকে সমস্ত ভূসম্পত্তি লিখিয়া দিয়া যান। কিন্তু সেই দানপত্রের লেখক ছিলেন রাজার খাসনবিস ভগবান্ মণ্ডল। তিনি লিখিবার সময় দানপত্রে কৌশলে নিজনাম বসাইয়া রাখেন। রাজা ভগবান্ দেবের মৃত্যু হইলে সেই দান-পত্র-বলে ও মুসলমান রাজপুরুষগণকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া ভগবান্ মণ্ডল সমস্ত ঘোড়াঘাট সরকার বা বর্দ্ধনকুটী রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন। রাজা ভগবান্ দেবের মৃত্যুকালে তাঁহার এক রাণী গর্ভবতী ছিলেন। যথাকালে তিনি এক পুত্র প্রসব করেন। কিন্তু এই শিশু পুত্র রাজ্যাধিকার পাইলেন না। রাজ্যাপহারী ভগবান্ মণ্ডল পাছে তাঁহাকে বিনাশ করেন, এই ভয়ে তাঁহার মাতা শিশুপুত্রসহ দিনাজপুরে পলাইয়া আসেন। দিনাজপুররাজ ভগবান্ দত্তের সহিত কমলনয়ন ঘোষ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এদিকে ভগবান দত্ত যথাকালে কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময় মধ্যে ভগবান্ মণ্ডল উপযুক্ত বল সঞ্চয় করিয়া নিজ পদ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। রাজা ভগবান্ দত্তের পুত্র রূপরাম দত্ত ঘোড়াঘাট (কুলগ্রন্থ-বর্ণিত অশ্বঘাট) উদ্ধারে আয়োজন করেন। এই সময়ে কমলনয়নের পুত্র জগদানন্দ ঘোষ বহু সৈন্য সামন্তসহ বর্দ্ধনকুটী আক্রমণ করেন এবং ভগবান্ মণ্ডলকে পরাজয় করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করেন, এই সময় তিনি 'অশ্বঘাটদেশবিজয়ী' বলিয়া পরিচিত হন এবং

তৎপুত্র দৈবকীনন্দন ঘোষ বর্দ্ধনকুটীর শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় রাজা মানসিংহ উত্তরবঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। বর্দ্ধনকুটীরাজের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট বিচার-প্রার্থী হইলে রাজা মানসিংহ বর্দ্ধনকুটী রাজ্য বা সরকার ঘোড়াঘাট নয় আনা ও সাত আনা অংশে বণ্টন করিয়া দিলেন।*

রামপুরের ইষ্টকলিপি হইতে জানা যায় ১৫৩৩শকে বা ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ভগবান্ জীবিত ছিলেন। ইহাকে আমরা রাজস্বাপহারী ভগবান্ মণ্ডল বলিয়া মনে করি।† মুসলমান ইতিহাস হইতে জানা যায় যে ১০২৩ হিজিরায় বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশে প্রাণত্যাগ করেন।‡ সুতরাং ১৬১১ খৃষ্টাব্দের পর এবং ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইদ্রাকপুর বা ঘোড়াঘাট সরকারের বণ্টনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই বণ্টনকালে অশ্বঘাট-বিজয়ী জগদানন্দপুত্র দৈবকীনন্দন ।৶০ এবং বর্দ্ধনকুটী-রাজবংশধর কুমুদানন্দ ।।/০ আনা পাইয়াছিলেন।

রাজা জগরামের পুত্র রাজা শ্রীমন্তদত্ত। দৈবকীনন্দন ঘোষের অনেকগুলি পুত্রসন্তান জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিরাম ও কনিষ্ঠ হরিনারায়ণ। হরিরাম হইতে দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশ এবং হরিনারায়ণ হইতে দিনাজপুরের রায়সাহেববংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

হরিরামের সহিত দিনাজপুররাজ শ্রীমন্তদত্তের কন্যার বিবাহ হয়। শ্রীমন্তদত্তের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজ্যলাভ করেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার ভাগিনেয় (হরিরাম ঘোষের পুত্র) শুকদেব ঘোষ দিনাজপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন। এই শুকদেব ঘোষই দিনাজপুরের ইতিহাসে রাজা শুক-দেব রায় নামে সুপরিচিত।

হরিরামের দুই পুত্র শুকদেব রায় ও বিশ্বনাথ রায়। শুকদেব ১৫৬৬ শকাব্দে (১৬৪২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মাতুল হরিশ্চন্দ্রের সম্পত্তির অধিকারী হন।

শুকদেব রায় বাঙ্গালার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে গিয়া শাহসুজার নিকট ফরমান্ গ্রহণ করেন ও রাজা উপাধিতে বিভূষিত হন। তিনি কোচবিহাররাজ ও অহোমরাজের আক্রমণে বিশেষ বিব্রত হইয়াছিলেন। তিনি শুকসাগর নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন।

এই সময়ে বর্দ্ধনকুটীরাজ কুমুদানন্দের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র অতি শিশু থাকায় রাজ্য-শাসনে গোলযোগ উপস্থিত হয়। নানাস্থানে প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তৎকালে

---

* বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ডে যাহা লিখিত হইয়াছে, নূতন উপকরণ হইতে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইল। তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলগ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ সাহায্যে আলোচ্য বিবরণ সংশোধিত হইল।

† বারেন্দ্র কায়স্থ কাণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।　‡ বিশ্বকোষ, ১৬শ ভাগ, ৬০২ পৃষ্ঠা।

সরকার ঘোড়াঘাটের ।৶০ সাত আনা অংশ রাজা শুকদেব রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি প্রজাশাসন করিবার জন্য তাঁহার খুল্লপিতামহ বলরাম ঘোষের * জামাতা মধুসিংহকে বর্দ্ধনকুটীরাজ্য শাসন করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটককেশরীর কুলকারিকা হইতে জানা যায় যে রাজা শুকদেবের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি চারি সরকারের অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বলিতে কি সমস্ত উত্তরবঙ্গ তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। এমন কি তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, "অশ্বমেধ কলিতে করিলা কালিয়াচন্দ্র সেবিয়া।" (উত্তররাঢ়ীর কারিকা) যে সময়ে প্রাচ্য ভারতে রাজা শুকদেব অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাহার কিছুকাল পরে পশ্চিম ভারতে জয়পুরে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়সিংহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন সন্ধান পাই।† তিনি অশ্বঘাটের সভাপতি বলিয়া কুলগ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। "সভা শোভা অশ্বঘাটে, সিদ্ধি বেদ বাসে থাটে।" (কারিকা)

বৃদ্ধ বয়সে রাজা শুকদেব রায় নানা অন্তর্বিপ্লবে জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি, বর্দ্ধনকুটীর নাবালক অধিপতির অভিভাবকরূপে মধুসিংহকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মধুসিংহ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিলেন। বর্দ্ধনকুটীরাজ মনোহর সাবালক হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অগ্রসর হইলে মধুসিংহ তাঁহাকে আমল দিলেন না। বঙ্গের সুবেদার মধুসিংহের পক্ষে থাকায় রাজা মনোহর দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেবের নিকট আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজত্বের ১১শ বর্ষে মনোহরের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া মধুসিংহকে তাড়াইয়া রাজা মনোহরকে সরকার ঘোড়াঘাটের ॥৶০ অংশের অধিকার দেওয়াইবার আদেশ পাঠাইয়াছিলেন।

শুকদেব রায়ের প্রথমা পত্নীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে প্রাণনাথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কোচবিহার ও কামরূপ-রাজের অত্যাচার বাঙ্গালীর অসহ্য হইয়াছিল। ১৫৮২শকে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) কোচবিহার ও কামরূপপতিকে শাসন করিবার জন্য মীর জুমলা সসৈন্যে অগ্রসর হন। এই সময় রাজা শুকদেবপুত্র প্রাণনাথ দলবল সহ মীরজুমলাকে সাহায্য করেন। কোচবিহারপতি মীর-জুমলার হস্তে পরাজিত হন এবং বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময় কোচবিহার ও দিনাজপুররাজ মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। আজও সেই মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে।

১৬০৩ শকে (১৬৮১ খৃঃ অব্দে) শুকদেবের মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ রামদেব ৩ বর্ষ ও তৎপরে

---

* কমলনয়ন ঘোষের কনিষ্ঠ রঘুনাথ, তৎপুত্র শচী, তৎপুত্র বলরাম। ইহার জামাতা মধুসিংহ সম্বন্ধে কুলানন্দ ঘটকের কারিকায় লিখিত আছে—"গঙ্গারামসুত গোবিন্দ মথুর অভিমন্যু। বনমালী অনুজ মধুসিংহ অগণ্য।" বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড প্রথম খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

† *M. M.* Haraprasad Shastri's Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, (1928) Vol, V. p. VIII.
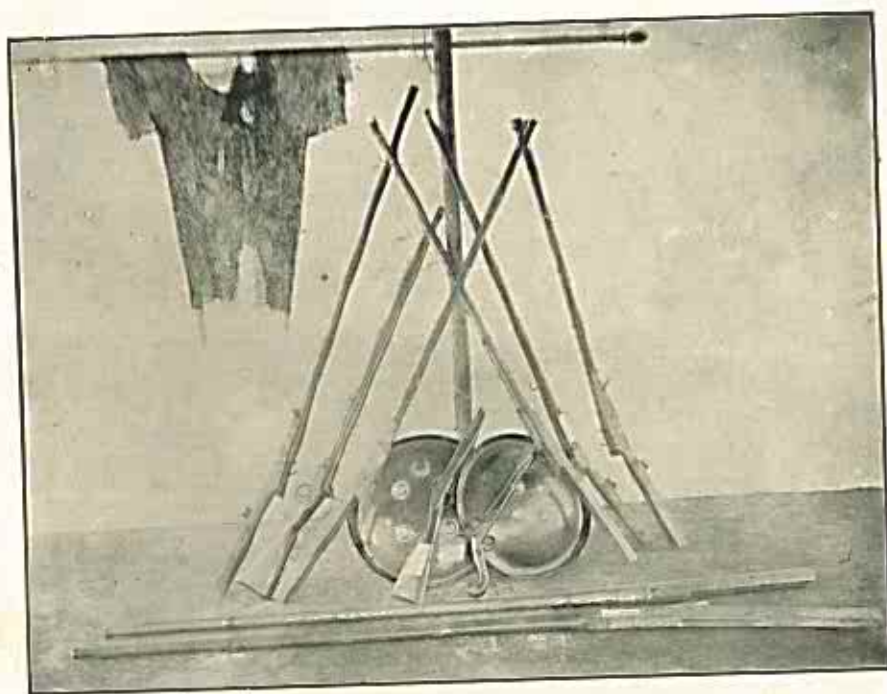
মহারাজ প্রাণ নাগের যুদ্ধাস্ত্র ও কবচাদি

তাঁহার অনুজ জয়দেব ৩ বর্ষ সম্পত্তি ভোগ করেন। ১৬০১ শকে (১৬৭৮ খৃঃ অব্দে) প্রাণনাথ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হওয়ায় তিনি ১৬১৩ শকে (১৬৯১ খৃঃঅব্দে) দিল্লীতে বাদসাহ অরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন নির্দোষিতা প্রমাণ করেন। তিনি যে মীরজুমলাকে সাহায্য করিয়া বাদসাহের উপকার করিয়াছেন, তাহা দিল্লীশ্বর ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক খেলাত সহ রাজা উপাধিতে সম্মানিত হন। পথিমধ্যে তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে যমুনাজলে রুক্মিণীকান্তবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। পরে দিনাজপুরে আনিয়া কান্তনগরে সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কান্তনগরের মন্দিরের শিলাপট্টে লিখিত আছে—

"শাকে বেদাব্ধি কালক্ষিতিপরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রাসাদকাতিরম্যং সুরচিতনবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ।
রুক্মিণ্যাঃ কান্ততুষ্টৈঃ সমুচিতমনসা রামনাথেন রাজ্ঞা।
দত্তঃ কান্তীয়কান্তস্ত তু নিজনগরে তাতসঙ্কল্পসিদ্ধৈ।"

রাজা প্রাণনাথ কান্তজির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেও উক্ত শিলালেখ অনুসারে তৎপুত্র রামনাথ ১৬৭৪ শকে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য কান্তজির সুপ্রসিদ্ধ মন্দির সম্পূর্ণ করিয়া ছিলেন।

প্রাণনাথ অপর কতিপয় দেবালয় ও প্রাণসাগর নামে এক বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ ও একজন মহাবীর ছিলেন। তিনি স্বীয় অধিকার বহু বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তিনি নবলক্ষ সুবর্ণের রাজা বলিয়া বিখ্যাত, বহুযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। তাঁহার যুদ্ধাস্ত্র কবচাদি আজও দিনাজপুর-রাজবাটীতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রাজা প্রাণনাথের প্রভাব ও সমৃদ্ধির পরিচয় পূর্ব্বোদ্ধৃত কুলকারিকায় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাণনাথের পুত্র রামনাথ। কেহ কেহ ইঁহাকে রমানাথ নামেও উল্লেখ করেন। ১৬৩১ শকে (১৭ ৯ খৃঃ অব্দে) রাজা প্রাণনাথের মৃত্যু হইলে তিনি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। শুনা যায়, তিনি বাণরাজের ভগ্নবাটী হইতে প্রভূত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় শালবাড়ী পরগণার জমিদার রাজস্ব না দেওয়ায় নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর আদেশে রামনাথ পর পর দুইবার শালবাড়ী আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। তিনি ১৬৬৭ শকে (১৭৪৫ খৃঃ অব্দে) কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনান্তর দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়া 'মহারাজ' উপাধি, রাজোচিত খেলাত এবং নিজ রাজধানীতে দুর্গ ও সৈন্যরক্ষার অধিকার লাভ করেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে এক গোপালমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। ১৬৭৫ শকে (১৭৫৩ খৃঃ অব্দে) গোপালগঞ্জে এক পঁচিশ রত্নমন্দির স্থাপন করিয়া উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুদৃশ্য মন্দিরের শিলাফলকে এই শ্লোক উৎকীর্ণ আছে—

"শাকেঽঙ্করুদ্রনিধরতর্কহবাণশুবধ্যো। শ্রীরত্নমন্দিরমসৌ নৃপরামনাথঃ॥
ভক্ত্যা দদৌ পরমগ সহ রাধিকায়ৈ। কৃষ্ণায় তচ্চরণপঙ্কজলব্ধিকামঃ॥"

তিনি শুকসাগরতীরে পিতার স্থাপিত শুকেশ লিঙ্গের এক সুন্দর শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আরও অনেক সৎকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সৈয়দ মহম্মদ নামক এক ফৌজদার ধনলোভে রামনাথের গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল, রামনাথ মুর্শিদাবাদে সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইয়া ফৌজদারের অত্যাচার বিবৃত করেন। পরে সুবাদারের সাহায্যে ফৌজদারকে বিনাশ করিয়া বাতাশনাদি পাঁচখানি পরগণা অধিকার করেন এবং সুবাদারকে বহু অর্থ ও মুক্তাজহরতাদি উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হন।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ রাজা রামনাথের মালগুজারী বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। মাল্‌গুজারী বাকীর জন্য তদীয় ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান-রাজবংশ এই রাধানাথ রায়ের বংশধর।

১৬৮২ শকে (১৭৬০খৃঃ) রামনাথের মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার প্রথম পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। ২য় পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতৃশ্রাদ্ধের পর দিল্লী গমন করিয়া সনদ আনয়ন করেন, কিন্তু অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহার ৩য় ভ্রাতা বৈদ্যনাথ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তিনি নবাব মীরকাসিমকে বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় মুঙ্গেরে আনীত ও বন্দী হন। এদিকে কান্তনাথ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট নিজ নামে সনদ প্রার্থনা করেন। রাজা বৈদ্যনাথ পরে কৌশলক্রমে দিনাজপুরে পলাইয়া আসেন এবং কান্তনাথকে পৃথক্ করিয়া দেন। তাঁহার যত্নে আনন্দসাগর সরোবর, রামদাঁড়ার খাল এবং ১৬৯৭ শকে (১৭৭৫ খৃঃঅব্দে) নিজ রাজধানীতে শ্রীশ্রীকালিয়াকান্তজীউ বিগ্রহের সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের শিলাপট্টে লিখিত আছে—

"যং কালিয়েতি সততং ব্রজরাজপত্নীঃ। প্রেয়া জগাব নিখিলশ্রুতিমৃগ্যমীশম্।
তস্মৈ হয়াঙ্কনৃপতৌ হরয়ে শকাব্দে। বিশ্রামমন্দিরমদাৎ স বৈদ্যনাথঃ।"

বৈদ্যনাথের দত্তকপুত্র রাধানাথ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট্ হইতে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে বিশাল দিনাজপুর রাজ্যের অধিকাংশই বিক্রীত হইয়া যায়।

রাধানাথের দত্তকপুত্র গোবিন্দনাথ উত্তরাধিকার পাইয়া বৃন্দাবনে কুঞ্জসংযুক্ত এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাশ্যাম রায়ের নামে উৎসর্গ করেন। ১৭৬৩ শকে (১৮৪১ খৃঃ অব্দে) গোবিন্দনাথের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তারকনাথ রাজা হইলেন। মহারাজ তারকনাথ দিনাজপুর জেলার নানাস্থানে পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া এবং দিনাজপুর সহরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হাঁসপাতাল স্থাপিত করিয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়া যান।

১৭৮৭ শকে (১৮৬৫খৃঃ) অপুত্রক অবস্থায় মহারাজ তারকনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার মহিষী শ্যামমোহিনী সম্পত্তির রক্ষণভার প্রাপ্ত হন। তিনি রাজজামাতা রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ-বাহাদুরের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরের সময় রাণী শ্যামমোহিনী প্রভূত অর্থ বিতরণ করিয়া দীন প্রজাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ সার গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর **K. C. I. E**

তাঁহার এই সৎকার্য্যের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার চেষ্টায় দিনাজপুরে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও ব্যায়াম শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাঁহারই দত্তকপুত্র মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর।

মহারাজ গিরিজানাথ ১৭৮৪ শকে (১৮৬২ খৃঃ অব্দে) ১২ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী শ্যামমোহিনী তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেনারস্ কুইন্স্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে রাজধানীতে ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাবু যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি-এল্ ও পণ্ডিত বৃন্দাবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করেন।

সন ১২৮৩ সালে কুলাই গ্রামনিবাসী মথুরানাথসিংহ-বংশীয় ৺মতিলাল সিংহ মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গিরিজা-নাথ মহারাণী শ্যামমোহিনীর নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজা', ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজ বাহাদুর' এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে K. C. I. E, উপাধিতে বিভূষিত হন।

তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। বহু সভা সমিতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তিনি বহুদিন দিনাজপুর ডিঃ বোর্ডের মেম্বর, দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও সদর বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন, সঙ্গীতসমাজ, সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং দিনাজপুর ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন।

মহারাজ গিরিজা নাথ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৩১০ ও ১৩১১ সালে এই সভার সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, স্বজাতিপ্রাণতা, অসাধারণ দয়াদাক্ষিণ্য ও বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কায়স্থ-সভা পুনরায় তাঁহাকে ১৩১৯সালে সভাপতিপদে বরণ করেন। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাসমিতির ধনরক্ষক ছিলেন। তাঁহারই একান্ত উদ্যোগে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-গণের সেন্সাস্ হইয়াছিল। তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান্ এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদ নগরীতে উক্ত মহাসম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৯০৩ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন ও তথায় সামন্তনৃপতিগণের ন্যায় সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুর সাধারণের হিতকর বহু কার্য্য করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি বহুব্যয়ে টম্সন্ কেনেল্ খনন ও ঘাগরা কেনেলের সংস্কার করান। রায়গঞ্জ ও রাজধানীর দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়া

গিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে তিনি দিনাজপুর-জুবিলী-স্কুল স্থাপন করেন। রাজধানীতে একটী বয়নবিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোলও তিনি স্থাপন করেন। দিনাজপুর সহরে মহারাজ গিরিজানাথ হাইস্কুল ও লায়ন্ হিন্দুহোষ্টেল্ নিজ নিজ অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। মহারাজ বাহাদুর সাধারণতঃ গোপনভাবে দান করিতেন। তাঁহার প্রকাশ্য দানও কম ছিল না। তন্মধ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ ফাণ্ডে ২৫০০০৲ এবং কিং এডওয়ার্ড ফণ্ডে ১০০০০৲ দান করিয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজে ইহার প্রবর্ত্তন ও প্রচলনের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। গত তিব্বত অভিযান এবং মহাসমরের সৈন্য-সংগ্রহের সময় তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে রসদ ও গোশকট দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় মহারাণী শ্যামমোহিনীর দানসাগর শ্রাদ্ধে কিঞ্চিদধিক আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

মহারাজ গিরিজানাথ একজন পরম ভাগবত ও প্রেমিক বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী, কুস্তিগীর ও শিকারী ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় সঙ্গীতবোদ্ধা অতি বিরল ছিল। হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতেই ইনি অভিজ্ঞ ও শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি প্রতিবৎসর শারদীয়া মহাপূজার সময় বহু অর্থব্যয়ে ভারতের করদ ও মিত্ররাজগণের দরবার হইতে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদিগকে রাজধানীতে আনাইয়া সম্মান করিতেন। বিশিষ্ট কলাবিদগণের এরূপ বড় সম্মিলন তৎকালে বঙ্গদেশে কোথাও ছিল না এবং এখনও নাই।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা নগরীতে তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার সহিত সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ-সমাজের মধ্যে একজন প্রধান মহাপুরুষের তিরোধান ঘটে। তাঁহার অভাব পূরণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি কায়স্থ-জগতে আর কোথায়?

মহারাজ গিরিজানাথের দত্তকপুত্র মহারাজ জগদীশনাথ। ইনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে দত্তক গৃহীত হন। ইনি কলিকাতা হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকীপুরনিবাসী রায় পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ বাহাদুর (কৈসর-ই-হিন্দ) মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সিংহ-মহাশয়ের ১মা কন্যার সহিত মহাসমারোহে ইহার বিবাহ হয়। মহারাজ গিরিজানাথের মৃত্যুর পরই ইনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউসে বঙ্গেশ্বর Lord Ronaldshay একটী দরবার করিয়া জগদীশনাথকে "মহারাজা" সনদ প্রদান করেন। তৎকালে মহারাজকে সম্বোধন করিয়া লাটসাহেব বলেন—

মহারাজ শ্রীজগদীশ নাথ রায় বাহাদুর

"Maharaja Jagadish Nath Ray of Dinajpur, the family of which you are now the honoured representative has been closely connected with the history of the people of Northern Bengal for many generations. I believe it was in the early years of the Seventeenth Century when Jahangir and Shahjahan ruled in Delhi, that the founder first made his mark in Bengal and titles of honour were conferred upon him and his successors by Imperial Firmans. In later days a great Indian Lady then the representative of the family, was the recipient of the title of Maharani. Prompted by solicitous care for her tenants during the famine which caused such sufferings in Bengal in 1874, she organised and carried out relief works for the starving people on a scale worthy of the Great Estate of Dinajpur. The Great Lady's son, the late Maharaja Girijanath Roy Bahadur, was my friend. He followed in the footsteps of his mother and was ever ready to help all who were in need. He was a wise and a good man. He was honoured with the title of Maharaja Bahadur and only a few years ago was created a Knight Commander of the Indian Empire. By his death last year the State lost a good councillor and his tenants a wise and kind-hearted land-lord. Upon you, as the head of the family, have now fallen responsibilities of the vast Dinajpur Estate. You have before you the great example of your father."

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে জগদীশনাথ His Majesty's Indian Land Forceএর Honorary King's Commissionএবং Indian Territorial Forceএর Second Lieutenant পদ প্রাপ্ত হন। প্রায় দুই বৎসর পরে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Lieutenant পদে উন্নীত হইয়াছেন। মহারাজ জগদীশনাথ সুখে লালিত পালিত হইলেও সৈনিক বিভাগের কুচকাওয়াজাদির কঠিন নিয়ম প্রতিপালনে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ দৃষ্ট হয়।

১৩২৭ সালের ২৪শে পৌষ ইনি মহাসমারোহে স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরের দানসাগর শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন। ইনি ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩ বৎসর দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ ছিলেন। পরে দিনাজপুর ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হইয়া ৫ বৎসর উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্, বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ এসোসিয়েসন্, ইষ্টবেঙ্গল্ ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ এসোসিয়েশন্, নর্থ বেঙ্গল্ ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ এসোসিয়েসন, ক্যালকাটা ক্লাব ও সাহিত্যপরিষদের সভ্য এবং দিনাজপুর ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ এসোসিয়েশনের যাবজ্জীবন সভাপতি।

ইনি ১৩৩১ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতি ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নিখিলভারত

কায়স্থ-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান্ ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সদস্য ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থহিতকরী সভার সভ্য আছেন। শেষোক্ত সভার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা-সমিতিতে ইনি বার্ষিক ছয় শত টাকা অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যে ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। ইঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ন্যায় ইনি দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। দিনাজপুর সদর হাঁসপাতাল, দিনাজপুর বালিকা-বিদ্যালয় এবং ইঁহার রাজ্যের অন্তর্গত বহু পাঠশালা ও ডিস্‌পেন্‌সারিতে মাসিক সাহায্য দান করিয়া থাকেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ৩০০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইনি ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। ঢাকা সহরে মাতা ঢাকেশ্বরীর প্রাঙ্গণে ইহাঁর উপনয়নসংস্কার সুসম্পন্ন হয়। ইনি স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্। ইহার চারি কন্যা ও এক পুত্র। পুত্র মহারাজকুমার জলধিনাথ গত ১৩৩৪ সালের ৪ঠা মাঘ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষবংশতিলক শুকদেব রায় চারি সরকারের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। চারি সরকার বলিতে সরকার ঘোড়াঘাট, সরকার জিন্নতাবাদ, সরকার ভাতুরিয়া ও সরকার তাজপুর এই চারিটী। এরূপ স্থলে মনে হয় সরকার ঘোড়াঘাটের পূর্ব্ব সীমা করতোয়া হইতে পশ্চিমে ভাগলপুর সীমা এবং উত্তরে নেপালের তরাই হইতে মালদহ ও বর্ত্তমান রাজসাহীর দক্ষিণ সীমা গঙ্গানদী পর্য্যন্ত একদিন শুকদেব রায়ের অধিকারে ছিল। দিনাজপুরের প্রাচীন কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে ১১২টী পরগণা রাজা প্রাণনাথের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু এই বিপুল সম্পত্তি ১৭৯৪ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে আমলাগণের ষড়যন্ত্রে রাজস্ব বাকী পড়ায় অধিকাংশ নিলাম হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ, আদালতের কর্ম্মচারিগণ ও ছোট ছোট জমিদারগণ নিলামে নাম মাত্র মূল্য দিয়া খরিদ করিলেন। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ও দিনাজপুরের রাজস্ব ১৪৮৪১০৭৲ টাকা ধার্য্য ছিল। তাহা অনেক কমিয়া যায়। মহারাজ রাধানাথ স্বয়ং, তাঁহার মাতা সরস্বতী ও মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী নিলামে কতক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে দিনাজপুর মহারাজের দিনাজপুর জেলার সম্পত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ, ফরিদপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সম্পত্তি আছে। মাল-মহলের আয় সর্ব্বপ্রকারে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা এবং দেবত্রের আয় প্রায় ৬০ হাজার। দিনাজ-পুর রাজধানীতে প্র.সদ্ধ ৬টী বিগ্রহের পৃথক্ পৃথক্ সেবাপূজার বন্দোবস্ত আছে। কালী-তলার চামুণ্ডা ও মশান কালীর নিত্যসেবাপূজা, এতদ্ব্যতীত কান্তনগরে কান্তজীউ, গোবিন্দ, নগরে গোবিন্দজীউ, ধনগাঁয়ে ধনেশ্বরী, ঘোড়াঘাটে রসিকরায়, আনন্দসাগরে রাধারমণ, ছোটবন্দরে শ্যামরায় ও মহামায়া, চেহেলগাজীতে মহিষমর্দ্দিনী ও বৃন্দাবনধামে রাধাশ্যাম জীউর নিত্যনৈমিত্তিক সেবাপূজা, দৈনিকভোগ ও অতিথিসেবার বন্দোবস্ত আছে। দিনাজ-পুর রাজধানীতে সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে প্রত্যহ ৫০/৬০ জন অতিথি তাহাদের ইচ্ছানুরূপ সিধা পাইয়া থাকে। দেবত্রের আয় হইতে সমস্ত দেবসেবার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, মাল মহল হইতেও ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান দিনাজপুর-রাজবংশ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব হইলেও পূর্ব্ব প্রথানুসারে অধিকার মধ্যে শতাধিক দুর্গোৎসব ও সহস্রাধিক কালীপূজা এবং রাজ এষ্টেট হইতেই তাহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

রাজা শুকদেব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর নিকটস্থ বিশাল শুকসাগর, রাজা প্রাণনাথ প্রতিষ্ঠিত প্রাণসাগর, রাজা রামনাথ প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ রামসাগর ও রাজা বৈদ্যনাথের মহিষী রাণী আনন্দ-ময়ী প্রতিষ্ঠিত আনন্দসাগর সর্ব্বজনহিতকর পুণ্য কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে রামসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার জলও বিশেষ পুষ্টিকর। এ ছাড়া প্রাণনগরের দাঁড়া এবং শুকসাগর হইতে আনন্দসাগরে যাইবার দুইটী খালও উল্লেখযোগ্য। মহারাজ রামনাথ রাজবাটী হইতে বরাবর নৌকাযোগে গোবিন্দজী দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে একটী খাল কাটাইয়াছিলেন, তাহাই প্রাণনগরের দাঁড়া নামে পরিচিত। অপর সমদূরবর্ত্তী খাল দুইটীর মধ্যে একটী দিয়া রাজগণ ও অপরটি দিয়া রাণীগণ গমনাগমন করিতেন। আনন্দসাগরের ঠাকুরবাড়ী হইতেই রাজবংশের বিবাহ হইয়া থাকে। কন্যাপক্ষ পূর্ব্ব হইতে এখানে উপস্থিত থাকেন।
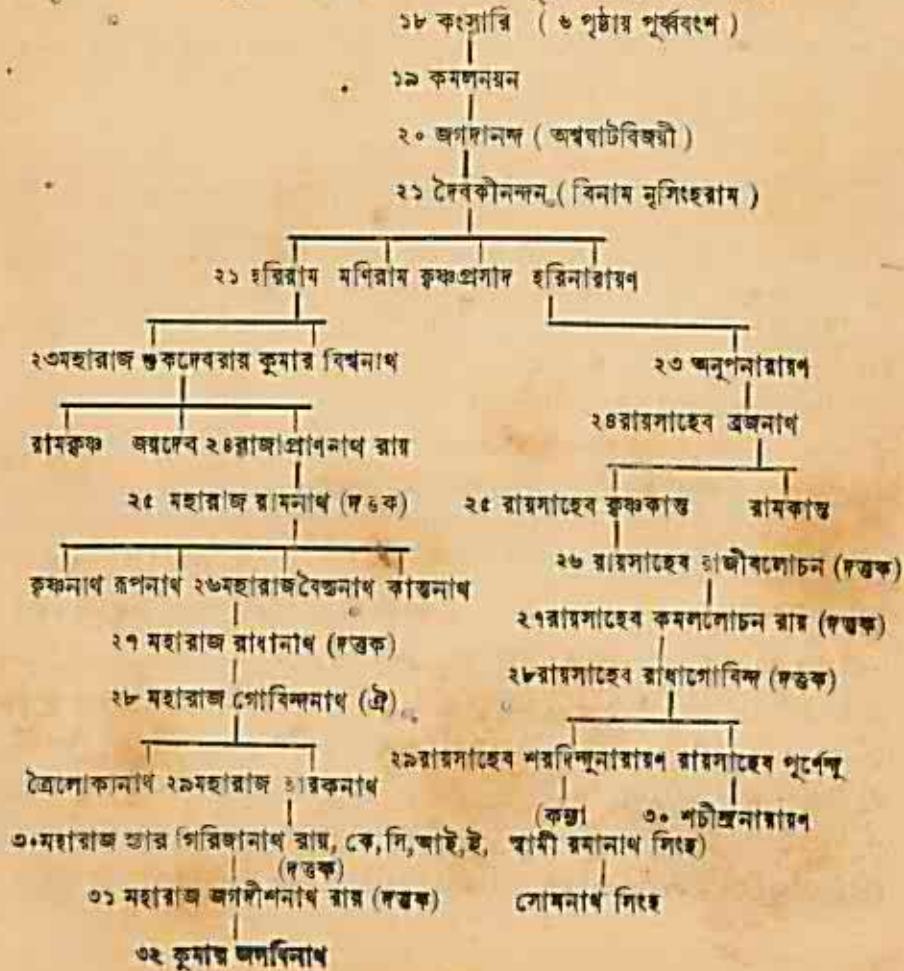
দিনাজপুরের রায়সাহেব বংশ

পূর্ব্বে অশ্বঘাটবিজয়ী জগদানন্দের পুত্র দৈবকীনন্দন ঘোষের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিরাম ও কনিষ্ঠ হরিনারায়ণ। হরিনারায়ণ হইতেই দিনাজপুরের রায়সাহেব-বংশ বাহির হইয়াছেন।

হরিনারায়ণের পুত্র অনূপনারায়ণ, তৎপুত্র ব্রজনাথ। ব্রজনাথ দিনাজপুরে ও রঙ্গপুরে বহু জমিদারী ক্রয় করেন। তিনিই রায়সাহেব-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বংশানুক্রমে মুসলমান দরবার হইতে 'রায়সাহেব' উপাধি পাইয়াছিলেন। তৎকালে মুসলমান দরবারে রায়সাহেবের সম্মান অধুনা বৃটীশ-রাজপ্রদত্ত 'রাজা বাহাদুর' উপাধি হইতে কোন অংশে কম ছিল না।

ব্রজনাথের দুই পুত্র রামকান্ত ও কৃষ্ণকান্ত। রামকান্ত অপুত্রক ছিলেন। রায়সাহেব কৃষ্ণকান্ত দিনাজপুর সহরে চারিটী পুল ও নানা পূর্ত্তকার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব হইলেও তিনি সকল দেবদেবীকে ভক্তি করিতেন। দিনাজপুরের কালীতলার প্রসিদ্ধ কালিকামন্দির ১৭৩৩ শকে (১৮১১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহারই যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিনাজপুরে কালীতলার মন্দিরে এইরূপ উৎকীর্ণ আছে—

"শ্রীশ্রীকালিকায়ৈ নমঃ শকাব্দা ১৭৩৩।

বহ্নমনগ গাজিহ্মাঙ্কিতে শাকবর্ষে ত্রিভুবনপতিকাল্যাস্তোরণাগারমুক্তোহমুং।
শুভ্রনচয়ভৃতঃ প্রাসাদমাস্থায় কাল্যৈ অবনিসুরবরান্ শ্রীকৃষ্ণকান্তোঽপি রায়ঃ।
সন ১২১৮ বার শত আঠার সাল।"

কৃষ্ণকান্তের অপর কীর্ত্তি গুড়িপাড়ার পুলের উপরও এইরূপ নির্ম্মাণকালিক লিপি উৎকীর্ণ আছে—

"শ্রীশ্রীরামঃ শকাব্দা ১৭৩৪

শকাব্দে শ্রুতিরামগোত্রভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকান্তো নৃপঃ
রায়াখ্যঃ কৃতবান্ হি সংক্রমমমুং জন্মাম্বুধেস্তারকঃ।
সর্ব্বপ্রাণিসুখাটনোদ্ভবসুখাৎ পারায় বা খেপরে
বর্ষাস্বং জনপানস্রুঃখনিকরং নয়েদনুকম্পান্বিতঃ॥ সন ১২২০ বার শত বিশ সাল॥"

"নৃপ শ্রীকৃষ্ণকান্ত রায় প্রাণীর সুখভ্রমণজনিত পুণ্য হেতু নিজ জন্মরূপ ভবসমুদ্র হইতে পারের জন্য ১৭৩৪ শকাব্দে এই সেতু নির্ম্মাণ করিলেন।"

কৃষ্ণকান্ত দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহার দত্তক পুত্র রায়সাহেব রাজীবলোচন রায় বহু সৎকার্য্য দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, এই পোষ্যপুত্রের নাম কমললোচন। রায়সাহেব কমললোচন একজন উদার চরিত্র ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ, বীরভূম প্রভৃতি জেলার অধিকারভুক্ত জমিদারীর নানাস্থানে তিনি বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানও

সম্পত্তি বাড়াইয়া গিয়াছেন। তৎকালে তিনি উত্তরবঙ্গে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি 'ব্রতদর্পণ' নামে হরিভক্তি-বিলাসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ ব্রতদর্পণের সমাপ্তিকালে তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"শুন শুন সাধুগণ করি নিবেদন। ব্রত-দরপণ এই কৈল সমাপন॥
অতি মূর্খ বিদ্যাসাদ্ধি নাহিক আমায়। তবে যে পড়িয়ে কিছু শুকপাঠ ন্যায়॥
মরম না জানি শুকে রাধাকৃষ্ণ বলে। কৃষ্ণনাম লাগি যৈছে শুনে যে সকলে॥
তেমতি জানিয়ে এই ব্রত-দরপণ। অবশ্য আদর যে করিবে গুণীজন॥
গুরুমুখে যে শুনিল তাহাই গাইল। মূর্খ দোষে যদি কোন বুঝিতে নারিল॥
যে সব স্থানের ব্যাখ্যা করিবে মার্জ্জনা। সাধুগণ শ্রীচরণে এই ত প্রার্থনা॥
শুনহে বৈষ্ণবগণ দীনে দয়াময়। তারপর কহি কিছু আত্মপরিচয়।
কায়স্থ উত্তররাঢ়ী কুলেতে উৎপত্তি। সহর দিনাজপুর মাঝারে বসতি॥
সবিনয়ে নিবেদিয়ে বৈষ্ণবের পায়। মোর নাম কমললোচন ঘোষ রায়॥
১৭৭০ সতের শত সহত্তরি শকে মাঘ মাসে। গ্রন্থের আরম্ভ কৈল পরম উল্লাসে॥
শুন শুন উক্ত যে শকের চৈত্র মাসে। গ্রন্থ সমাপন কৈল নিবেদিল শেষে॥
বৈষ্ণব তোষের লাগি করিলাম গান। চতুঃষষ্টি অঙ্কে হৈল গ্রন্থ সমাধান॥"

কমললোচনের দত্তকপুত্র হইতেছেন রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ ঘোষ রায়। গত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উত্তররাঢ়ীয় সুপ্রসিদ্ধ মণিবংশে জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঔরসে রাধাগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবকালেই দিনাজপুরের স্বর্গীয় কমললোচন রায় সাহেব মহাশয় রাধাগোবিন্দকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়সাহেব কমল-লোচনের আন্তরিক যত্নে রাধাগোবিন্দ উপযুক্ত শিক্ষকগণের নিকটে উপযুক্ত সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইংরাজী শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার জন্মদাতা জগচ্চন্দ্র ঘোষ পরম সাধুপুরুষ ছিলেন। ইনি শেষ বয়সে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া ভেক লইয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। বৈষ্ণব-নিষ্ঠার গুণে জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জয়কৃষ্ণ দাস বাবাজী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তথায় ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রায়সাহেব বা অপর কোন আত্মীয় স্বজনের নিকটে কোন প্রকারের সাহায্য লইতেন না। যথাস্থানে সেই সাধুপুরুষের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। সেই সাধুপুরুষের চরিত্রগত প্রভাব সাধু রাধাগোবিন্দের কর্ম্মজীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

কমললোচন রায়সাহেব মহাসমারোহে উপযুক্ত ঘরে রাধাগোবিন্দের ১৬ বর্ষ বয়সে বিবাহ দেন ও বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। অতুল ঐশ্বর্য্য ও পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর শত চেষ্টাতেও রাধাগোবিন্দকে সংসারাসক্ত করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের আদর্শ লক্ষ্য করিয়া রাধাগোবিন্দ সংসারযাত্রা নিয়মিত করিয়াছিলেন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্"

এই শাস্ত্রনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কিছুকাল তিনি সংসারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুইটী পুত্র সন্তান হইবার পর হইতেই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করেন। ২৭ বর্ষের পূর্ণযৌবন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। রাত্রিতে ঠাকুরবাড়ীর বাহিরে শয়ন করিতেন।

তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অবশিষ্ট কাল প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যেরূপ নিষ্ঠাসহকারে ও অনায়াসে তিনি এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। এই ভোগপ্রবল যুগে অতুল সম্পদ্ ও ভোগ্যবস্তুর মধ্যে এইরূপ অনাসক্তি আমাদের অসাধারণ বিস্ময় উৎপাদন করে। ইহাও বিস্ময়ের বিষয় যে তাঁহার নিজ মুখ হইতে তাঁহার অলৌকিক বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের সামান্ত আভাসও কেহ কখনো প্রাপ্ত হয় নাই। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে," এই ভগবদুক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

শাস্ত্রে রাজর্ষির উল্লেখ আছে। যদি বঙ্গদেশে প্রকৃত রাজর্ষি কেহ জন্মিয়া থাকেন, রাধা-গোবিন্দ তাহার অন্যতম। দিনান্তে এক সন্ধ্যা ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া তিনি পরার্থে জীবন যাপন করিতেন। দৈনন্দিন কত সাধু বৈষ্ণব অভ্যাগত ভিখারী তাঁহার নিকট অন্ন পাইত তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় তাহার বাড়ী ও অতিথিশালা দিনাজপুর সহরের অনাথভাণ্ডার ছিল। দুঃস্থ কাহাকেও তাঁহার নিকট হইতে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত না। তাঁহার স্বজাতি দরিদ্র উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের শিক্ষার জন্য তিনি বহুকাল হইতে সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি দিতেন এবং ঐ বৃত্তি বজায় রাখিবার জন্য পুত্রগণপ্রতি আদেশ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নির্দ্দিষ্ট বিদায় ছিল। বৈষ্ণবগণের সেবার সুচারু বন্দোবস্ত ছিল, এতদ্ভিন্ন তিনি বহু বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, তজ্জন্য তিনি বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তি দেবত্র করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আবাসবাটীতে ৺রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির আছে। তাঁহার জমিদারীর কয়েক স্থলে ৺সেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্ভিন্ন কাশীধামে শিবালয়, মালদহে ১টি ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাহার দুইটি মন্দির বা কুঞ্জ আছে। সকল সেবারই তিনি সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ফুলের সার্থকতা ফুটিয়া, আপনার রূপ ও গন্ধ পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া, মহাত্মা রাধাগোবিন্দও সেইরূপ নিজ সম্পদ্ পরার্থেই বিলাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের লক্ষণ—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্ত-নীয় সদা হরিঃ" ইহা সমস্তই স্বর্গীয় রায় সাহেব বাহাদুরের চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার দীন হীন বেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে না জানিলে রায় সাহেব বলিয়া বুঝিতে পারিত না। সকলের নিকটে, এমন কি বালকের নিকটেও তিনি দীনভাবাপন্ন ছিলেন, সাক্ষাৎ হইলে প্রথম সম্ভাষণ তিনিই করিতেন, অন্যকে ইহার অবসর দিতেন না। জীবনে তাঁহাকে কাহারও নিন্দা করিতে শুনা যায় নাই বা ক্রোধের বশীভূত

হইতে দেখা যায় নাই। শেষ জীবনে তাঁহার স্ত্রী ও পৌত্রের বিয়োগ হয়, তিনি অন্ধ হন ও বহু ক্লেশ পান, কিন্তু সবই ভগবানের নির্দ্দেশ জ্ঞান করিয়া তিনি ক্লিষ্ট বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। রোগ শোক কখনও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না, এ বিষয়ে তাঁহার 'তরোরপি সহিষ্ণুতা' ছিল।

বিদ্বান, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সদালাপী বলিয়া রায় সাহেব বাহাদুরের উত্তরবঙ্গে বিপুল খ্যাতি ছিল। তাঁহার সদালাপের সহিত তাঁহার সর্ব্বজনহিতাকাঙ্ক্ষা এবং যাহাকে 'বিশ্রম্ভালাপ' বলে তাহাতেও তিনি অসাধারণ পটু ছিলেন।

রায় সাহেব বৈষ্ণবসুলভ সকল প্রকার প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন। তিনি নিজ বংশের প্রাচীন 'রায় সাহেব' উপাধি লাভ করেন ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অসাধারণ বদান্যতা জন্য ২৫ বর্ষ বয়সেই তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট রাজা উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি পার্থিব খ্যাতির প্রত্যাশী ছিলেন না বলিয়া 'রাজা' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। রাধাকৃষ্ণের দাস যিনি, তিনি উপাধি লইয়া কি করিবেন?

রায় সাহেব বাহাদুর বর্ত্তমান কালের ন্যায় Absentee জমিদার ছিলেন না। তিনি চিরজীবন দিনাজপুরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন ও প্রত্যহ আহ্নিক-পূজার পর নিয়মিত ভাবে তাঁহার বিশাল জমিদারীর কার্য্য নিজে পরিচালনা করিতেন।

তাঁহার প্রজাপুঞ্জের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি সর্ব্বদাই মনোযোগী ছিলেন। প্রজাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহিতেন না। মুসলমান প্রজার জন্য মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য দুইটি এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত করিবার জন্য পুত্রদ্বয়কে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। পথ বিভিন্ন হইলেও সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য এক জানিয়া তিনি সর্ব্ব ধর্ম্মেই শ্রদ্ধা করিতেন। এক কথায় তিনি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব ও আদর্শ জমিদার ছিলেন। মানবজীবনের উচ্চ আদর্শ তিনি এরূপ শ্রেষ্ঠ বর্ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, যে অনাগত ভবিষ্যতে ভাবী বংশধরেরা বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে এই মানবতার চিত্রপটের প্রতি চাহিয়া থাকিবে ও ইহা হইতে অনুপ্রাণিত হইবে, সন্দেহ নাই।

হরিদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

"হৃদয়ে ধরিব তব কমলচরণ। নয়নে দেখিব তোমার চন্দ্রবদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম। এই মতে মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥"

স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ এই পদ সর্ব্বদাই উচ্চারণ করিতেন ও অন্তিম কালেও তাঁহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া যোগরত মহাপুরুষ পুত্রদ্বয়কে গীতাপাঠ করিতে বলিলেন, ৺কান্তজীউ এবং ৺রাধাগোবিন্দজীউ দর্শন করিতে চাহিলেন। বহিশ্চক্ষুতে দর্শন তখন তাঁহার সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে সেই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া সেইরূপ দেখিতে দেখিতে প্রসাদ ও গঙ্গাজল মুখে দিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নাম জপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণের সহিত তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ১৩৩৩ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ সেই মহাপুরুষের তিরোধান ঘটে।

প্রতিষ্ঠা তাঁহার নিকট শূকরী বিষ্ঠা ছিল, এমন কি প্রতিষ্ঠার আশায় পুত্রদিগকে কখনো তাঁহার ফটোগ্রাফ তুলিতে দেন নাই। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি দৈন্য সহ সেই সব উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। ডঙ্কা বাজাইয়া উপাধির লোভে বা নামের প্রত্যাশায় রাধাগোবিন্দের দান ছিল না। তাঁহার দান হৃদয়ের দান, সাত্ত্বিক দান।

তাঁহার নশ্বর দেহ অনন্তে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু উত্তর বঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তি দিগন্তবিশ্রুত। অর্দ্ধ শতাব্দীকাল লোকলোচনের অন্তরালে স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব রাজর্ষি জনকের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর যাঁহারা সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেশপ্রসিদ্ধ দুই জন সুধীর পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ নবদ্বীপধাম হইতে লিখিয়াছিলেন—

"আপনার ৺পিতৃদেব লোকান্তর গমন করায় বঙ্গদেশ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছে, যেহেতু তিনি অদ্বিতীয় বদান্য, বৈষ্ণব-চূড়ামণি, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, বিদ্বান্, বিদ্বজ্জনমর্য্যাদিক, দীনৈকবন্ধু, দরিদ্রপ্রতিপালক, বিলাসশূন্য নির্ব্বিকার, সদাশয় মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে যে কেবল আপনারাই পিতৃহীন হইয়াছেন তাহা নহে, অনেকে পিতৃহীন হইয়াছেন। "স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ" এই বাক্য ইদানীং তাঁহার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছিল।"

রসরাজ অমৃতলাল বসু কলিকাতা হইতে লিখিয়াছিলেন—

"সম্বাদপত্র পাঠের নিত্যাভ্যাস ইদানীং অনেকটা পরিত্যাগ করেছি। তাই বঙ্গদেশে যে একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেছে এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে শুনিনি। যাঁর জীবনের দুই চারিটা কাহিনী শুনে মনে হত যে এইরূপ আদর্শ পুরুষ ঋষিযুগেও সুলভ ছিল না। আপনার সেই সজ্জন-পূজ্য পিতৃদেব যে দেহরক্ষা করেছেন, একথা এইমাত্র শুনলেম। রাজনৈতিক বঙ্গ এখন বুঝবে না, যে দেশ থেকে একটি নরদেহধারী দেবতা অন্তর্হিত হলেন।"

রায়সাহেব রাধাগোবিন্দের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ শরদিন্দুনারায়ণ ও কনিষ্ঠ পূর্ণেন্দুনারায়ণ। শরদিন্দুনারায়ণের জন্ম হয় ১২৮৫ সালে ভাদ্রমাসে। তাঁহার জীবনও কৌতুকাবহ। কুড়ি-বর্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কেবলমাত্র দুগ্ধপান করিতেন, তৎপরে ক্রমে ক্রমে তিনি অন্নাহার করিতে শিক্ষা করেন। এ অবস্থাতেও তিনি উচ্চ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন নাই। তিনি M. A. পাশ দিয়া আলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ১ম হন এবং লাহোরে সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া 'প্রাজ্ঞ' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার দৈন্য, বিনয়, সেবাবৃত্তি, বিচক্ষণতা, প্রবীণতা, দেবদ্বিজে ভক্তি, হরিকথা শ্রবণে আদর ও সজ্জনপ্রিয়তা বাস্তবিক উল্লেখযোগ্য। ইনি বিবাহসূত্রে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ বিশাল সম্পত্তি হাবড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও যশোহর জেলায় বিস্তৃত। শিবপুরে ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে অধিকাংশ সময় তিনি বাস করিতেছেন। তথাকার সুরম্য অট্টালিকা ও ফুলের বাগান দর্শন করিয়া বিভাগীয় কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন। অল্প বয়স হইতেই

কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় (প্রথম যৌবন)

কুমার পূর্ণেন্দ্রনারায়ণ ও কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় (বর্ত্তমান)

তিনি নানা জনহিতকর সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভায় প্রথম হইতেই তিনি সভ্য হইয়াছিলেন। ১৩৩৪ সালে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের এবং বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইনি ১২বর্ষ দিনাজপুর মিউনিসিপালিটির কমিশনার ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার (Legislative council) সভ্য, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি বহু পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিবপুরে গোপীমোহন সিংহের একমাত্র কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার এই পত্নীই এক্ষণে পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। তাঁহার গর্ভে কুমার শরদিন্দু-নারায়ণের একটী মাত্র কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই কন্তার সহিত জীবধর বংশীয় কুলীন ডাক্তার কাপ্তেন রমানাথ সিংহের বিবাহ হইয়াছে।*

কনিষ্ঠ পূর্ণেন্দুনারায়ণের ১২৮৬ সালে ভাদ্র মাসে জন্ম, পূর্ণেন্দুনারায়ণ বহুদিন হইতে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার ও মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন। ইহার যত্নে রায়সাহেব বংশের বিপুল জমিদারীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতেছে। ইহার এক পুত্র ও এক কন্তা।† উভয় ভ্রাতা স্বর্গীয় পিতার কীর্ত্তিকলাপ রক্ষায় যত্নবান্।

এই বংশ চিরদিন বৈষ্ণব হইলেও পূর্ব্বতন কীর্ত্তি বজায় রাখিবার জন্ত নিজ অধিকার মধ্যে ১৬টী দুর্গোৎসব, ও ৫০টী ৺কালীপূজার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দেবসেবার জন্ত বার্ষিক প্রায় ৫০ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

(৬৭ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য)

কুমার বিশ্বনাথরায়ের বংশ।

হরিরাম ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র ও রাজা শুকদেবের অনুজ কুমার বিশ্বনাথরায় দিনাজপুর-রাজ্যের অংশ পান নাই। কারণ রাজধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠই একমাত্র উত্তরাধিকারী হইতেন এবং অপর ভ্রাতারা মাসহরা পাইতেন। শুকদেবই সমস্ত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন ও স্বীয় বিক্রমে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ভরণ পোষণ জন্ত ভ্রাতা বিশ্বনাথকে মহলবাড়ীগড় নামক সম্পত্তি দিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তি সম্প্রতি দিনাজপুর কালেকটরীর ১।১১০B সংখ্যক তৌজির অন্তর্গত হইয়াছে। বিশ্বনাথের দুই পুত্র, প্রাণকৃষ্ণ ও দোলগোবিন্দ ওরফে কৃষ্ণদেব। যদিও বিশ্বনাথ দিনাজপুর রাজ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, তথাপি উত্তর কালে তাঁহার বংশধরগণই দত্তকসূত্রে ক্রমান্বয়ে উক্ত রাজ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও ভোগ করিতেছেন। প্রাণকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র অখিলনারায়ণের পৌত্রকে রাজা বৈদ্যনাথ দত্তক

---

* কাপ্তেন রমানাথ সিংহ কলিকাতার এম্ বি, ও কিছুকাল আই-এম্-এস্ পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুদ্ধে যোগ দান জন্য ভারত-সম্রাটের দত্ত King's Commission কাপ্তেন উপাধি প্রাপ্ত হন।

† এই কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক ভূষণ সিংহের (এম্ এ বি এল) বিবাহ হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় ব্যারিষ্টারী করেন।

গ্রহণ করেন ও তাঁহার নাম হয় মহারাজ রাধানাথ রায়। প্রাণকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র জীবন-নারায়ণের পৌত্র মহারাজ রাধানাথের দত্তক পুত্র হইয়াছিলেন, ইনি মহারাজ গোবিন্দনাথ। শিবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়নারায়ণের পৌত্র গোপীরমণ রায়। এই গোপীরমণ রায়ের পঞ্চম পুত্র লালবিহারীকে মহারাজ তারকনাথ রায়ের পত্নী মহারাণী শ্যামমোহিনী দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই স্বনামধন্য পুরুষ মহারাজ সার্ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে, সি, আই, ই। মহারাজ গিরিজানাথ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া স্বীয় মধ্যম সহোদর বিপিন-বিহারী রায়ের পুত্র নিকুঞ্জবিহারীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্রই বর্ত্তমান মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুর। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বিশ্বনাথের বংশেই রাজ্যভার অর্পিত হইয়া আসিয়াছে। গোপীরমণ রায় দিনাজপুরের নিকটস্থ দামুর গ্রামে বাস করিতেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ রাজবাটীর গড়ের মধ্যে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে-ছেন। শিবনারায়ণের চতুর্থ পুত্র স্বরূপনারায়ণ রায়। স্বরূপনারায়ণের পুত্র শ্যামসুন্দর রায়। শ্যামসুন্দর রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে পেনশন লইয়া মহারাজ সার্ গিরিজানাথের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে কার্য্য করিতেন। তিনি একজন বিদ্বান্, নানা শাস্ত্রদর্শী ও ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ছিলেন। নবদ্বীপের গোস্বামীগণ ও বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে "ভক্তিভূষণ" উপাধি দিয়াছিলেন। কায়স্থ-জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারই উপদেশানুসারে মহারাজ গিরিজানাথ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদনের আন্দোলনে উৎসাহী হইয়া প্রথমে স্বীয় পুত্রকে উপনয়ন প্রদান করেন এবং শেষে স্বয়ং উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনারায়ণের অপর সহোদর হরেন্দ্রনারায়ণ রাজএষ্টেটের চেতাখানার মীরমুন্সী অর্থাৎ Secretary of the Council ছিলেন। ইনি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সুরেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান। হরেন্দ্রনারায়ণের অনেকগুলি পুত্র ও সর্ব্বানুজ সত্যেন্দ্রনারায়ণের একটী মাত্র পুত্র রহিয়াছে।

(পর পৃষ্ঠায় বংশলতা প্রকাশিত হইল।)

কংসারি ঘোষ-বংশ— কুমার বিশ্বনাথের ধারা
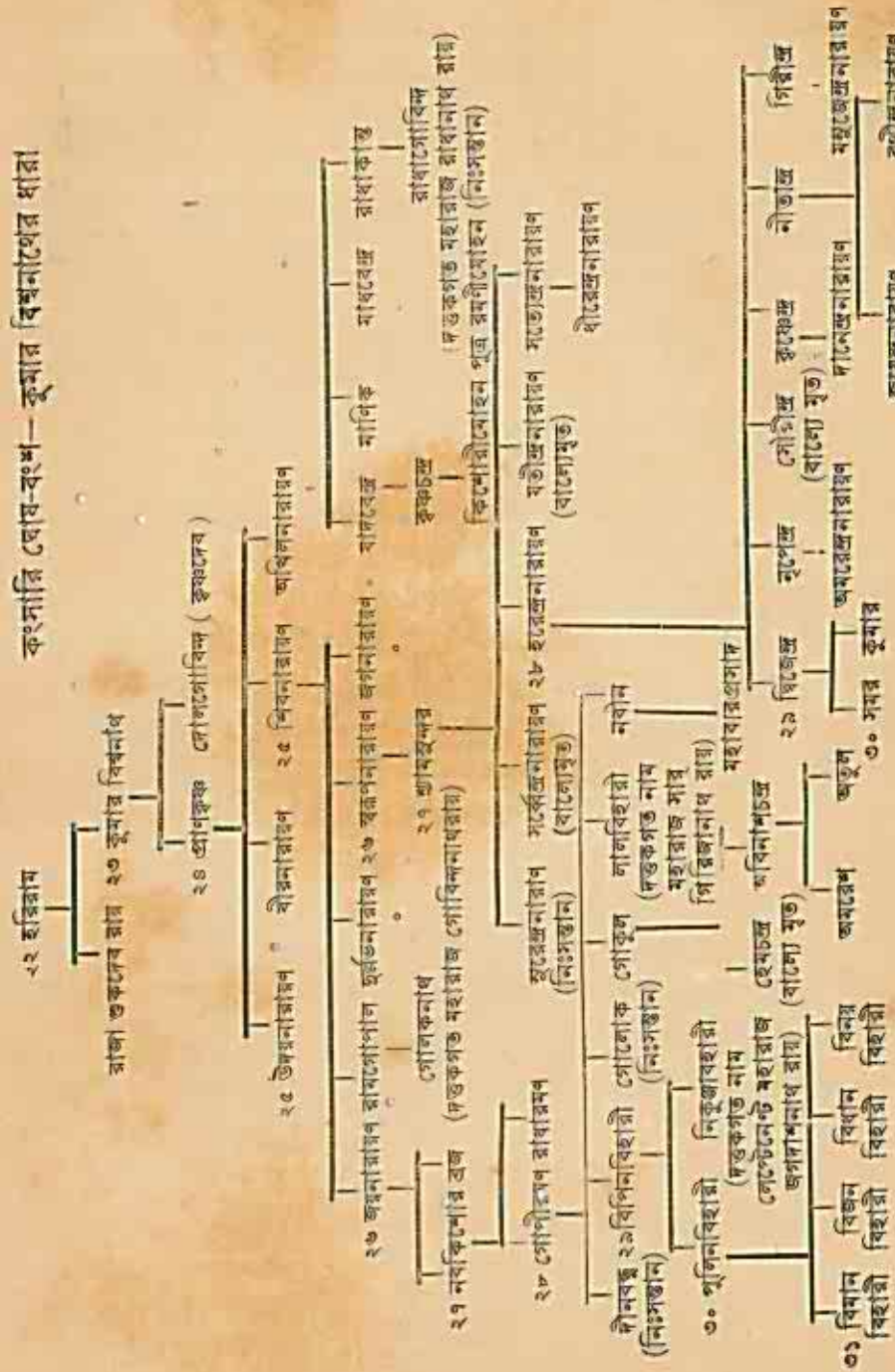
কুলাই রঘুনাথ ঘোষ-বংশ

শুকদেবসিংহ বল্লভবংশের কুলপরিচয় প্রকাশকল্পে কংসারিপুত্র রঘুনাথের এইরূপ কুলকথা লিখিয়াছেন—

"দম্ভজারি কংসারি মীন বল্লভেতে তিন। কুলক্রমে বিপর্য্যয় অংশগত পীন ॥
দম্ভজারি অহলি সারি শিবরাম ঘোষে। কংসে বস্তু সুফল বিশু লিখি দেশ বিদেশে ॥
অঙ্গদ পুরাই মধুসূদন নিতাই পরে লিখি। কমল চৈতন্য রঘু মাধব আদি দেখি ॥
শুনিয়া অঙ্গদ পুরাই দেশে জগদানন্দপুরে। দক্ষিণে বাস বংশ বিজয় পরে ॥
তাজপুর ভাগলে মধুসূদন বাস পাই। বিদেশ নিবাস তার দেশে কেহ নাই ॥
নিতাই বিতাই তিন ঘরা অশ্বনাটিবাসী। কমল কুলে বাগজানা একই দেশভাষী ॥
নসিরা চৈতন্য বাসে দামাইপাড়া গ্রাম। রঘুর কুলে শচীর জন্ম দেশে বাসে নাম ॥
রঘুর আর এক বেটা লাঙ্গলহাটা কিশোরাখ্য থুই। রঘুর কুলে শচী কিশোর দেশে বাস দুই ॥
শচীকুলে বংশী জয় ডাকে আগল নাম। হাল হাসিলে কুবের জাগে পরে দুর্গারাম ॥
মাধবেতে শূন্য অংশ কংসবংশে আট। মীনে জয়হরিতে কান্ত তিন করণকুলে চাট ॥
রতি রমা গৌরী ইতি কান্ত তিন বলি। রতির গন্ধে শ্যাম রাজা জড়িত পাটুলি ॥
রমা কুলে বিষ্ণু প্রয়াগ দত্ত আমইপাড়া ধাম। গৌরীকুলে পাটুলি নিবাস ঘোষ রাম ॥
দেশে বিদেশে বাইশা কুলে দেখি সবার কুল। যথা তথা কেবা বৈসে সবার করণ মূল ॥"

উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকায় শচীপুত্র বলরামের কুলপরিচয় এইরূপ লিখিত আছে—

"বলরাম ঘোষ শুদ্ধচট, লম্বোদর একজাত।
সংখ্যাতিবন্ত বলরামনামা, কন্যাং প্রদত্ত মধুসিংহকে চ ॥
তদ্বচ্চ অন্যাং সুকুলীনপুত্রে, পুত্রপ্রজাতঃ কিল বাসুদেবঃ।
কিশোর নামা নিকষ স্বভাবঃ, শ্রীশ্যামদাসসিংহস্য সুতাং বিবাহং ॥
কন্যাং প্রদত্তঃ খলু রামনাথে, সিংহে পুরে শ্রীজয়পুরসংজ্ঞে।
প্রপুত্রৌ-প্রজাতৌ স্বকুলপ্রদীপো, শ্রীগোপীঘোষ জয় এব তদ্বৎ ॥
শ্রীগোপীঘোষঃ কুলবান্ বিবাহং সিংহস্য সত্রাজকবল্লভস্য।
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণসিংহকে চ সুতা প্রদত্তস্তনয়া প্রজাতাঃ ॥
কৃষ্ণ-প্রসাদো ভিখারী নামা পরানক শ্রীযুত বিশ্বনাথঃ।
বিবাহিতাং জীবনদাসকন্যাং নারায়ণাস্ততঃ হরিনামা এব।
তত্রৈব পত্রীকৃতবান্ বিবাহঃ॥
পুত্রৌ প্রজাতৌ আনন্দীরাম খলু নন্দরাম।-
কুলেঽপি বরিষ্ঠৌ বিদিতৌ বদান্যৌ ॥"

[৭৭ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]

১৪ দিগম্বর খাঁ তৎপুত্র ১৫ চক্রপাণি তৎপুত্র ১৬ গোপাল তৎপুত্র ১৭ বল্লভ তৎপুত্র ১৮ কংসারি তৎপুত্র ১৯ রঘুনাথ

২০ শচী — কিশোর (বাস লাঙ্গলছাটা)

২১ বলরাম — জনার্দ্দন — ২১ মুকুট — বিনোদ — ২১ রাজারাম — মণিরাম — ২৯ অবিনাশ

২৯ যোগেশ — ৩০ ক্ষিতীশ

২২ জয়কৃষ্ণ — ২৩ গোপীকৃষ্ণ — ২৪ কৃষ্ণপ্রসাদ* — ২৫ রামগোবিন্দ

২৯ কালী — ৩০ উমাপতি, শক্তি

২২ কুবের — ২৩ শিবচরণ, রামকৃষ্ণ

২৪ যশোদাদুলাল — চাঁদ, ২৫ ত্রৈলোক্য

পঞ্চানন — ২৫ রাধামোহন

২২ গন্ধর্ব্ব — ২৩ ইন্দ্রনারায়ণ — ২৪ রামরাম — ২৫ কৃষ্ণপ্রাণ, ২৫ গুরুদাস

৩০ বৈদ্যনাথ, যদুনাথ, গোরা

২৬ গৌরমোহন, জগমোহন

কন্যা (লালাবাবুর পত্নী রাণী কাত্যায়নী), ২৭ কৃষ্ণসুন্দর (বাস রসড়া)

২৮ গোপীমোহন, রামমোহন (দত্তকগত নাম রাজা-প্রতাপচন্দ্রসিংহ), হরিমোহন (দত্তকগত নাম রাজা ঈশ্বরচন্দ্রসিংহ)

২৯ রাধাকিশোর (দত্তক)

৩০ গিরিজা (বিবাহ রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের কন্যা) — গোবিন্দ, জগৎ

৩০ গৌরী (বিবাহ রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহের কন্যা) — গোপাল, অজিত, দিলীপ

২৬ বসন্ত, ২৬ মনোমোহন, ভুবন, রাখাল

২৭ প্যারীমোহন — ২৮ রসরাজ, জ্ঞানেন্দ্রকুমার

২৯ বিনয়কৃষ্ণ

২৬ রাম, রূপ, রামানন্দ

২৭ বিশ্বম্ভর, পীতাম্বর (পোষ্য দিনাজপুর রায়সাহেব)

২৭ জগবন্ধু — সারদা, ২৮ রাধিকা, ২৮ অন্নদা

রাজেন্দ্র, ২৯ অবিনাশ — যোগেশ, কালী

বেণীমাধব — লাল, হরি — মুরারি

পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ২৬ সর্ব্বানন্দ

হারাধন, রাখালদাস

মদনগোপাল, জয় গোপাল, আনন্দ গোপাল

বিপিন বিহারী, বঙ্কু বিহারী, রাধারমণ

২৯ প্রমথ — ৩০ রঘুনাথ

কুলাইর মীনকেতন ঘোষ-বংশ

ঘনশ্যাম মীনকেতনের ধারা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দম্নুজারি কংসারি মীন, বল্লভেতে প্রধান তিন। যখন কক্ষা লিখি দড়, তখন কক্ষা করি বড়
দম্নুজারি জ্যেষ্ঠ ভাব করণ দত্ত ধর। কংসারি মধ্যম লিখি মীন সভার পর ॥
বল্লভে কৃষ্ণজীবন দেখি ভালো। যাহার সুতাদানে নারায়ণ দাসের ঘর কর্য়াছে আলো ॥
তাহার সুত রাজারামে পাইয়া সম্মান। যাহাকে নিকষ পাইয়া রামরায় কন্যা দিলা দান ॥
রাজারামের সুতাসুত অধিকারী ঘরে। জামুয়ায় জয়হরি জাগে বিশাই পঞ্জরে ॥
সবে বলেন রাজারাম কক্ষায় চিকন। এখন দেখা দেখি থাইতে চাহেন শতে শতে পণ ॥
তার সুত বলে পিতা না জানহ সময়। চল শতে শতে পাব পণ থর্জ্জুর আশ্রয় ॥
দেখ বংশকুলে রামঘোষ পাটুলীনিবাস। পরে গেলা গঙ্গারাম সুত শ্যামদাস ॥
শেষে শ্যামসুত হরিশ লইলা রঘুর আশ্রয়। ইহা সভার দোষ গুণ ভাই ভাইয়ে নয় ॥
ইতি উপদেশ যদি বলিলা পিতারে। তখন অর্থলোভে পড়িয়া গেলা কুল অংস্কারে ॥
রামদেবের কন্যা শুনি ছাড়িলা নিশ্বাস। কল্যাণে কল্যাণ ফরি বসুর ভাব হ্রাস ॥
দেশে বল্লভে শচীর কুলে বংশী ডাকে বড়। ওথা মধিপাড়া বিষ্ণুসুত নৃসিংহ আছে দড় ॥
শচী সলজ্জিত দেখি লোকানন্দ রসে। তাথে না দেখি সতেজ দাস না দেখি বাৎস্যসে ॥
বঙ্গবাড়িয়া চোটান গাঁ চাম আছেন দোষে। মোটা পণে চোটা চোটা লিখি বংশী ঘোষে ॥
কাশীরামে ভাসি যায় দেখি হিয়া ফাটে। জয়কৃষ্ণের নৌকা ডুবিল গাজীপুরের ঘাটে ॥"

(পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য)

কুলাই মীনকেতন বংশ
১৮ মীনকেতন
১৯ জয়হরি
২০ রতিকান্ত রমাকান্ত গৌরীকান্ত
২১ গঙ্গারাম শ্রীবাস
২২ শ্যামদাস (বাস পাটুলী কাশীপুর) ২২ কৃষ্ণজীবন
২৩ বদনকান্ত হরিশচন্দ্র*
২৪ জগদীশ ভুবনেশ্বর রামেশ্বর ২৪ খুদু বা দুঃখীরাম
২৫ হরিরাম
২৬ কৃষ্ণমোহন
২৭ শ্যামাচরণ
২৮ বিশ্বম্ভর মহিমচন্দ্র
২৯ গৌর বিজয় আনন্দ
৩০ সত্যেন্দ্র নির্ম্মলেন্দু ও সাতন
২৯কান্তি পূর্ণ শরৎ নরনারায়ণ
২৫ গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র ২৫ বৃন্দাবন
জগন্নাথ
কালীপ্রসাদ তারিণী
রাম শ্যাম মাধব হরিশচন্দ্র
ত্রৈলোক্য ইষ্টপ্রসাদ
২৬ কৃষ্ণনাথ
২৭ ব্রজনাথ
২৮ যদুনাথ কন্যা পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্রের মাতা
২৯ যতীন্দ্র
৩০ অমলেন্দ্র ও কমলেন্দ্র
২৯ ত্রৈলোক্য
৩০ সিদ্ধেশ্বর
৩১গোপেশ্বর ভুবনেশ্বর নাগেশ্বর
২৯কান্তিচন্দ্র
৩০দ্বিজেন্দ্র ভূপেন্দ্র খগেন্দ্র রবীন্দ্র শচীন্দ্র
২৯ শরচ্চন্দ্র
৩০ দেবেন্দ্র শিবেন্দ্র রাজেন্দ্র অমরেন্দ্র
২৯ নরনারায়ণ
৩০ লক্ষ্মীনারায়ণ

কুলাই মানকেতন বংশ

(৭৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ)
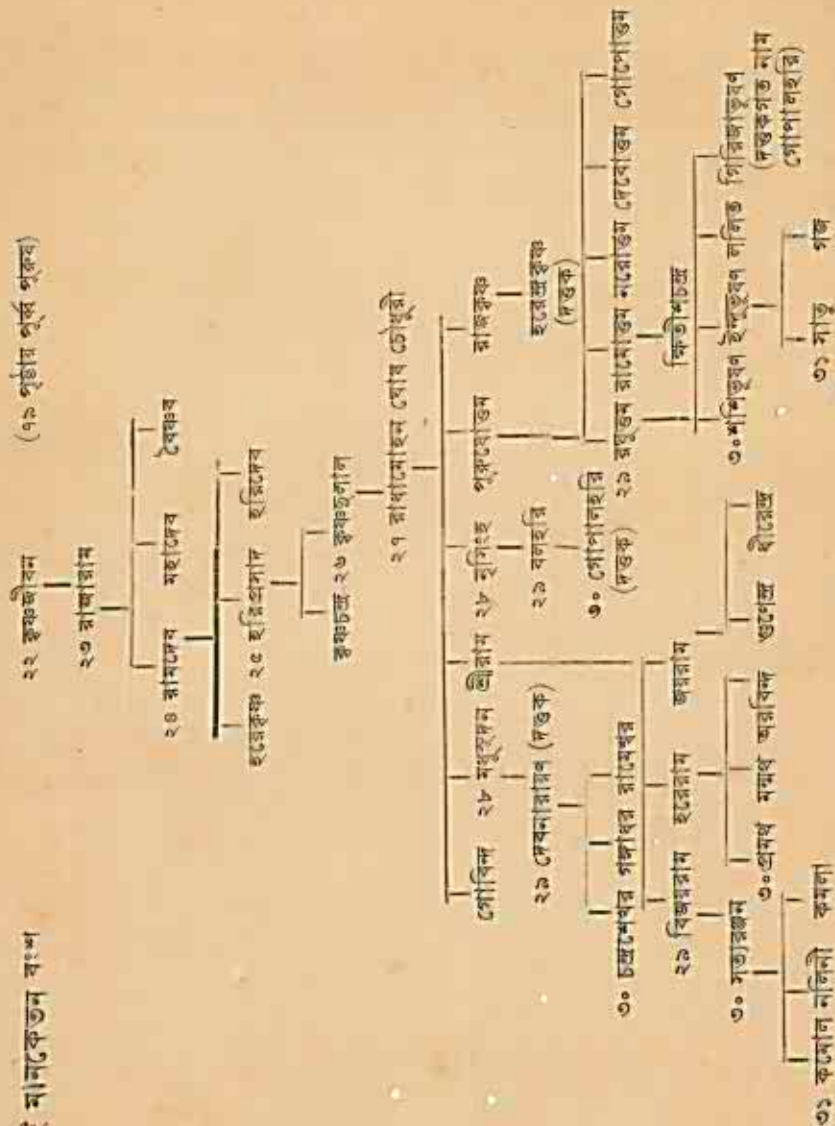
চক্রপাণি-পুত্র সুফলের বংশ।
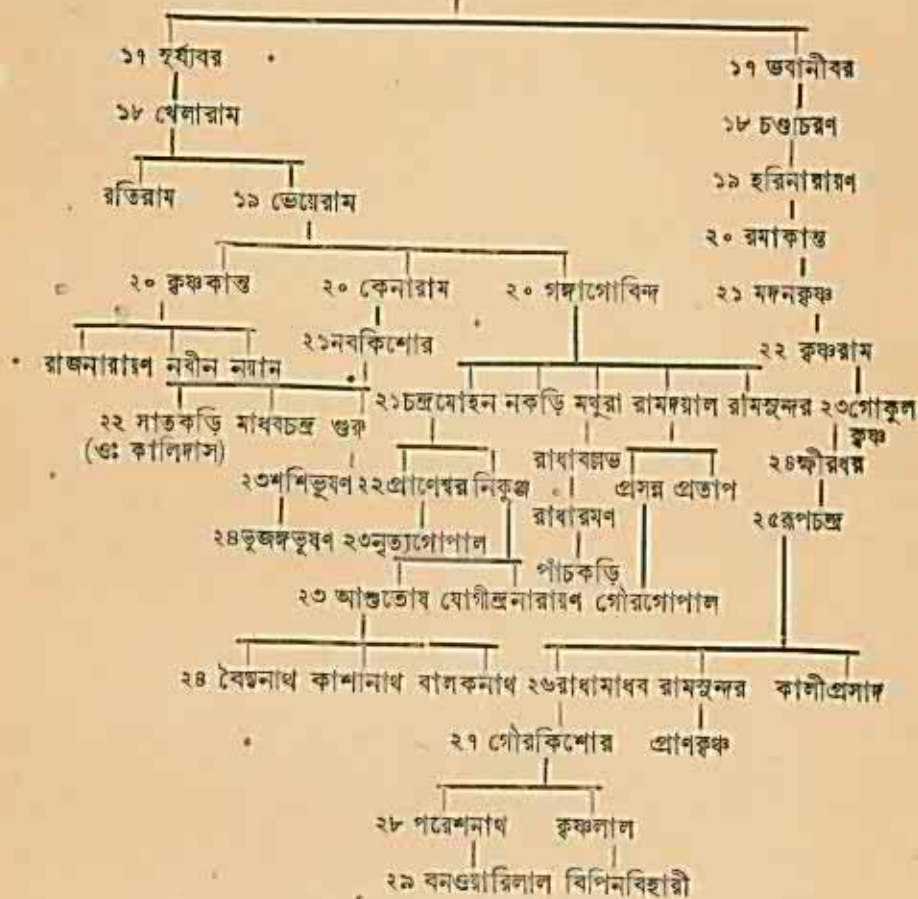
চক্রপাণিঘোষ-বংশ—শম্ভুঘোষের ধারা।

চক্রপাণি ঘোষের ছয় পুত্র মধ্যে গোপাল ও শম্ভুর বংশধরগণ অন্যান্য ধারা অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইয়াছিলেন। শম্ভু-বংশে জয়দেব, রতন ও হৃষীকেশই প্রসিদ্ধ। জয়দেব ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরাম বঙ্গাধিকারীর বাড়ীতে বিবাহ করিয়া রায় উপাধি ও নবাব সরকারে চাকরী পাইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ কৃষ্ণবল্লভও ঐ সম্পর্কে একটী চাকরী পাইয়া রায় উপাধি লাভ করেন। যদুরাম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এজন্য স্বগৃহে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণজীউ ও

শ্রীশ্রী৺রঘুনাথজীউর সেবা প্রকাশ করেন। এই সেবা পরিচালন জন্য দিনাজপুর, বৰ্দ্ধমান ও নাটোরাধিপতিগণ নিষ্কর দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। নানা জেলায় এখনও উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি রহিয়াছে। উক্ত বংশে দুর্গাচরণ রায় অপুত্রক ছিলেন। তিনি ৺রাধামোহন বিগ্রহের সেবা স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই পুত্র ভাবে সেবা করিতেন এবং স্বীয় যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার নামে অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার দেহান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ইন্দ্রজিৎ রায়ের বংশধরগণ এ পর্য্যন্ত উক্ত সেবা পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। রসোড়ার রায়জীদের বাড়ীর দেবসেবার একটী বিশেষত্ব এই যে নবান্ন উপলক্ষে যে যে দ্রব্য দেবসেবায় অর্পণ করা হইয়া থাকে, গৃহকর্ত্তা সেই সেই জাতীয় ফল বা শাকসব্জী বা মিষ্টান্ন পক্কান্নাদি ব্যতীত সম্বৎসর অন্য খাদ্য খাইতে পান না। একদা স্বপ্নাদেশ হওয়ায় নবান্ন উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণও অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই বংশের বৈদ্যনাথ রায় বালিয়ার রঘুনাথবংশ মাধবসিংহের কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক লইয়া শ্রীকান্ত রায় নাম রাখিয়াছিলেন। এই শ্রীকান্ত রায় পাটনার বিখ্যাত উকীল রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর কাইসার-ই-হিন্দ মহাশয়ের পিতামহের সহোদর ছিলেন। শ্রীকান্তরায় বহরমপুরে ওকালতি করিতেন, তাঁহার বিশেষ নাম ও প্রতিপত্তি ছিল। শ্রীকান্ত-রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলাকান্ত রায় দিনাজপুরের মহারাণী শ্যামমোহিনীর সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের দেহান্তে ইনি কিছুকাল দিনাজপুররাজ এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। শ্রীকান্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র গোপীকান্ত রায় সাওড়াফুলীর রাজা পূর্ণচন্দ্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রায় বংশের অপর ধারায় মাণিকচন্দ্র যশোর-রাজবাটীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্রের পৌত্র গোবিন্দপ্রসাদ কান্দীর রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন।

জয়দেবের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণবল্লভের ধারায় ব্রজসুন্দর ঘোষের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠার বিবাহ ভাগলপুরের উকীল রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহের সহিত ও কনিষ্ঠার বিবাহ কান্দীর রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহের সহিত হইয়াছিল। এই কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ। এই ধারায় যোগেন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র ডেপুটী কালেক্টারের পদে কলিকাতায় কার্য্য করিতেন।

(পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য)

চক্রপাণি-পুত্র শম্ভুর ধারা

(১) অপর একটী কারিকা মতে

চক্রপাণি-পুত্র শম্ভুর ধারা।

—

চক্রপাণি-পুত্র শম্ভুর ধারা জয়দেবের বংশ

চক্রপাণির পুত্র ত্রিলোচনের ধারা
১৬ ত্রিলোচন
১৭শচীপতি
১৮মকরধ্বজ বলভদ্র চন্দ্রচূড় চন্দ্রশেখর
১৮চন্দ্রজ্যোতি, তৎপুত্র ১৯ গঙ্গারাম
১৯শ্রীহরি
তৎপুত্র ২০ রাজারাম তৎপুত্র ২১ বলরাম
কৃষ্ণদাস চিরঞ্জীব ২০ বিষ্ণুদাস
২২ দুর্লভ মোহন
কমললোচন মধুসূদন ২১পরশুরাম পার্ব্বতী প্রতাপচন্দ্র
২৩ কৃষ্ণকান্ত নিমাই
২২শুকদেব
২৪ ডোমন তৎসুত ২৫গুরুপ্রসাদ
২৩ভবানী ২৩জগন্নাথ, তৎসুত ২৪দুর্গাচরণ
২৬ হরিপ্রসাদ অটলবিহারী কুঞ্জ বঙ্ক মতিলাল চিকনলাল
২৭মহেন্দ্রনারায়ণ গোপী ২৪শ্রীমন্তলাল
২৫প্রাণনাথ ব্রজনাথ
২৭বিহারী চন্দ্র নলিন অনন্তলাল কানাই পুলিনবিহারী রসিক
২৫কুঞ্জলাল
২৬ রাধাবল্লভ কৈলাস
২৮রাধারমণ গোপীরমণ
২৬শরচ্চন্দ্র
২৭আশুতোষ
২৮নিত্য নিত্যানন্দ শ্রীশরৎচন্দ্র শ্রীকান্তি পূর্ণচন্দ্র প্রফুল্ল প্রকাশ
কমলেশ
মন্মথ গজেন্দ্র
২৯শিশিকুমার
আদি ২৯বিমলেশ অমলেশ ত্রিদিবেশ শ্যামলেশ
২৭ বলরাম
২৮ফকির
নীরদবরণ অমরেন্দ্র
২৮ বিজলী সরসী

চক্রপাণির পুত্র কুলপতির ধারা

১৬ কুলপতি, তৎপুত্র ১৭ রতিকান্ত, তৎপুত্র ১৮ পুরুষোত্তম, তৎপুত্র ১৯ হরগোবিন্দ, তৎপুত্র ২০ তুলারাম, তৎপুত্র ২১ রাম

সানন্দ ঘোষ বংশ।

দাতা দিগম্বর ঘোষের পুত্র চক্রপাণি উত্তর রসোড়ায় এবং রুক্মাঙ্গদ দক্ষিণ রসোড়ায় বাস করিয়াছিলেন। রুক্মাঙ্গদ ঘোষের বংশমধ্যে সানন্দ ঘোষের ধারা রসোড়ায় বাস করিতেছেন। সানন্দঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামজীবন ঘোষের একটী কন্যার পুত্র গয়তার রাজা রামরায় চৌধুরী ও অপর কন্যার পুত্র ভূষণার রাজা সীতারাম রায়। সানন্দঘোষ বংশমধ্যে রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিলেন এবং ছাপরায় ব্যারিষ্টারী করিতেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ মধ্যে রাধিকাপ্রসাদই প্রথম বিলাত গিয়াছিলেন। ইঁহাকে সমাজে চালাইবার অভিপ্রায়ে কান্দীর রাজকুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ সন ১২৮৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার কলিকাতার বাসায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

এই সানন্দবংশে রামজীবনের ধারায় কৃষ্ণমোহন ঘোষ মুর্শিদাবাদে নবাব দরাপআলিখাঁর দরবারে কার্য্য করিতেন। তৎকালে তিনি ডাহাপাড়ার অদূরবর্ত্তী কিরীটেশ্বরী মহাল ক্রয় করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত গ্রামস্থ কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের পূজক পাণ্ডা ব্রাহ্মণগণ থাকিলেও কৃষ্ণমোহনের বংশধরগণই তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণমোহনের পৌত্র মোহিনীমোহন ভাগলপুরে ডাক্তারী করিতেন। তিনি প্রথমে রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুরের তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে রসোড়ার জমিদার গোবিন্দসুন্দর সিংহ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মোহিনীমোহন চিকিৎসা ব্যবসায় ভাগলপুরে অদ্বিতীয় ছিলেন। দরিদ্রের নিকট অর্থগ্রহণ করিতেন না। অন্নদান যথেষ্ট ছিল। সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যেই তিনি থাকিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমাজের ও দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

দাত দিগম্বরের ২য় পুত্র রুক্মাঙ্গদবংশ
১৫ রুক্মাঙ্গদ (৬ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ)
১৬ বক্রেশ্বর, তৎপুত্র ১৭ হিমাচল, তৎপুত্র
১৮ সানন্দ
১৯মুনিরাম
রাজারাম
২০ প্রাণবল্লভ
বিনোদ
২০ কল্যাণ
চৌধলা
নবু
হৃদয়
কৃষ্ণ
নরেন্দ্র
২১ কিঙ্কর
নারায়ণ (দুর্গাদাস)
২২গোপীকৃষ্ণ
কৃপারাম
রাধানাথ
লালবিহারী
কুঞ্জ
গোকুল (পোষ্য)
শচী
নয়ান
কালীকিঙ্কর
যুগল
রামকান্ত
সাহেব
অনুপ
২৩ কৃষ্ণ
রামকান্ত
আনন্দ
সদানন্দ
রায়দুর্লভ
ত্রৈলোক্যনাথ
নন্দলাল
নন্দকিশোর
চিরঞ্জীব
২৪ নিতাই
২৩ কৃষ্ণদুলাল
পরেশনাথ
শ্রীনাথ
তারিণী
বিশ্বরূপ
২৫ পরেশ
ক্ষেত্রনাথ
অম্বিকা
গোবিন্দ
২৪ গোরাচাঁদ
সীতানাথ
২৬ মনোমোহন
অঘোরনাথ
ব্রজগোপাল
২৫ ব্রজনাথ
২৭ গোপিকা
রামমোহন
শরচ্চন্দ্র
ভূপেন
নৃপেন
বিহারী
হীরালাল
প্রসন্ন
কুঞ্জলাল
২৮ শৈলজা
ক্ষীরোদ
জিতেন্দ্র
ধীরেন্দ্র
সচ্চিদানন্দ
রবীন্দ্র
রথীন্দ্র
পুত্র
পুত্র
২৭ শশিভূষণ
গিরীন্দ্র
উপেন্দ্র
২৮ নির্ম্মল
অনিল
সুশীল
২৮অজিতকুমার
২৮ গোপাল
পুত্র

১২

দাহ। দিগম্বরের ২য় পুত্র রুক্মাঙ্গদবংশ

দাতা দিগম্বরের ২য় পুত্র রুক্মাঙ্গদ বংশ

১৮ সানন্দ

মুনিরাম রামজীবন

রাজবল্লভ

জগন্নাথ ২১ পদ্মনাভ রামনারায়ণ

২২ নৃসিংহ ২২ উদ্ভব

২৩ শিবচন্দ্র রামনারায়ণ (রামরাম) সদাশিব হরেকৃষ্ণ ২৩ রাধাকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ

পদ্মলোচন

২৪ গোলকচন্দ্র রাজীবলোচন ২৪ কান্তরাম নীলকণ্ঠ রাজনাথ

উৎপলানন্দ

২৫ নীলমাধব বৈকুণ্ঠ বেণী চৈতন্য প্রাণকৃষ্ণ নবকৃষ্ণ জয়কৃষ্ণ ২৫ ব্রজলাল মোহনলাল

২৬ব্রজ প্যারিলাল কৃষ্ণমোহন

২৬গুরুদয়াল দীনদয়াল ২৬রাখালদাস যোগেন্দ্র

২৭লাড়লীমোহন

চন্দ্রমোহন শরচ্চন্দ্র ফকিরচন্দ্র

২৭রাধাসুন্দর রাধাকিশোর রাধাকান্ত ২৭জ্যোতিঃ সরসীগোপাল

২৮জ্ঞানেন্দ্র যতীন্দ্র সৌরেন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র পুত্রি

পুত্র নিতাই

২৮হরিদাস মনোজমোহন

২৯মন্মথ রমণ কুমুদ পঙ্কজ ২৯সুব্রতকুমার (দত্তকগত মোহিনী মনোজ মন্মথ সরোজ

যুবরাজ ও মহারাজবংশ

কুলানন্দের কারিকায় দাতা দিগম্বর ধাঁর শেষ দুই পুত্র যুবরাজ ও মহারাজের কুলপরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"ত্রিবিক্রমসুত জ্যেষ্ঠ রাজা নরপতি। দিগম্বর সহসর বিখ্যাতি সন্ততি॥
দিগম্বরে উভয় পক্ষে পঞ্চপুত্র লেখি। যুবরাজ জয়মান মাঝে মহারাজ দেখি॥
মহারাজে লোচন সাজে উগ্রকণ্ঠ তায়। অমর কুশল অনু দুই কুলে দীপ্তি পায়॥
কুশল বেড়ে কমল ভেদে ক্ষমা ধরণীধর। ক্ষমানন্দে চিরঞ্জীব কুল-শশধর॥
কৃষ্ণনাথ গঙ্গা সাথ চিরঞ্জীবে দুই। নরহরিতে যদুনন্দন মধুসূদন থুই॥
মধুসূদনে দেখ লোচনে কৃষ্ণ জয় শিব। মহারাজ ঘোষের সন্তান চিরঞ্জীব॥

যুবরাজেতে করণমূথে তিনে দীপ্ত করে। গজেন্দ্র অপরাজিত মুরারি তৎপরে॥
নিবাস দেবীপুরা মুরারি গজেন্দ্র জাগ্রত। অনু অপরাজিতের ধারা নেউগী সম্মত॥
তনয় ধাতু কমল হেতু ভার্গব উৎপত্তি। রতিপতি শুভরাজ কবীন্দ্র শ্রীপতি॥
পঙ্কশেষে দৈব দোষে দৈবকী নির্ব্বংশ। ভার্গব হাজরা খ্যাতি কহি তার বংশ॥
শ্রীধর পর ধরণীধর মহেশ দুর্গারাম। মহেশে ধরণী ধনিরাম রতিনাম॥
রতিরাম দ্বিধারা ক্রমে লিখি ভাব বন্ধ। জ্যেষ্ঠ কানু শুদ্ধ তনু অনুজ মুকুন্দ॥
রামচরণ গোবিন্দচরণ কৃষ্ণ দুর্গারামে। গজেন্দ্রনন্দন দুর্গারামে তিন ক্রমে॥
গোবিন্দে মোহন হরি পরে নারাণী ঘোষ। যুবরাজে শুভরাজ কবীন্দ্র সন্তোষ॥
জয়হরি দাসে যুগল ধারা আদি পঙ্কে পাই। ভবানী উচিত ডাকে রামগোবিন্দাই॥
উচিত ঘোষে ভাতিয়া দোষে কুলে ডাকে খাঁ। সুতগোবিন্দ বলাই রামগোপালে ডাকেগা॥
গোপালঘোষে আদান শেষে হরিদাসনন্দিনী। প্রভাকরে শ্যামবংশে বেদ পুত্র গণি॥
রামনারায়ণ লখিরাম রামরাম। সর্ব্বানুজে রাধাচরণ সুতা সিংহধাম॥
বলাই অনু গোপাল পুত্র আদান জীবধরে। সুত প্রাণকৃষ্ণ হরে ভূপতি তৎপরে॥
বিনোদকৃষ্ণ গোকুলকৃষ্ণ গোপী মদন অনু। উচিত কুলে রামগোপালে উদয় কল্যে ভানু॥
আদান দেখি বিনোদ সুখী প্রভাকরে শ্যাম। তাপর পলসা দাসে করিলা বিশ্রাম॥
বিনোদসুত শিবের সুখ জামুয়ায় জয়হরি। মামুদপুরা তারাপতি নারদ তাপরি॥
তাপর কালীচরণ ভরিল গোপীমিত্র টানে। খিল্লি জয়চন্দ্র রায় বাম পঙ্কে মানে॥
অনুজা দেখি নারাণী সুখী মাধে হরিশাড়া। কালী মাঠো গ্রহণে খাটো সুতে ভাব বাড়া॥
জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রে বসুদেব দত্ত কেশে। ভগবান্ আদান ধনি প্রভাকরে শেষে॥
জীবধরে প্রদান পরে অনুজ মিত্রতে। শিলাকোটে মিত্র ঠাটে প্রদান গোবিন্দতে॥
সর্ব্বশেষে ধর্ম্মদাসে মুরলী নন্দিনী। মণ্ডল বল্লালে তাজা দানে ভুঙ্গ গণি॥
উচিত শেষে গৌরীদাসে লিখি বলরাম। সুত লক্ষ্মীনারাণে দ্বিপক্ষ অনুপাম॥
জাউল্যা শোভে রাজবল্লভে শ্রীধরে চৌভায়। বর্জ্জিত করণে পরে বসন্তের মেয়া॥
উভয় কুলে সমান লক্ষ্মীনারায়ণ। সুতদ্বয় সুতা পরে শাণ্ডিল্যে মিলন॥
উদয় বড় দিলেন ছড় ভৃগু ভরদ্বাজে। পরে জ্যেষ্ঠ গদাধরে আদান অনুজে॥
প্রেমনারাণে রামজীবনে প্রায় যদি সমি। সুতাতে শাণ্ডিল্য তাজা ভাব কিসে কমি॥
বলাই ঘোষে রামরাম সে দত্ত মজুমদারে। পাটুলীতে সভাপতি রামে পালি সারে॥
দুর্গাচরণ চণ্ডীচরণ মাধবে শ্রীধরে। বালিয়া কন্দর্প দুর্গারাম দস্তিদারে॥
প্রদান মূলে গোকুল সুতে ভরতে পাটুলী। পরে রামনারাণে গোবিন্দ কুলে ডালি॥
দুর্গাচরণ সারিচরণ সুত বীরেশ্বর। তায় আগে বীরস্থলি ভরদ্বাজ পর॥
প্রদান দাসে তাপর শেষে দেখি চন্দ্রপাড়া। লক্ষ্মণসুতে গোপীনাথে সুবিদিত বাড়া॥
বাল্যায় চণ্ডীচরণে বান্ধিলে সুতের পরে। দাস ভূপতি কানুর সাথী সুকড়া এ দুই তারে॥

পরে গ্রহণ হরিনারায়ণ দত্তের দুহিতা। প্রদান শ্রীধরে জীবনসিংহ সুত সুতে ॥
হটুতে কৃষ্ণ গোকুলকৃষ্ণ করে পরে মান। সুত হরি চিরঞ্জীব দাসেত সম্মান।
চিরঞ্জীবে নকড়ি এবে আদান গোবিন্দ। পক্ষশেষে সাজা দাসে চান্দে মুখ বন্দ ॥
পান্টা রাখি পরম সুখী গোবিন্দ নন্দনে। অনুজা জীবধরে সীতারাম শুভক্ষণে ॥
পরে পর শ্রীনন্দন শেষে অবলম্ব। না দেখি সন্তান নিজে কি করে আরম্ভ ॥
রামগোপালে মদন ভালে কাশ্যপান্ত কুলে। সুতে প্রভাকর তারাপতি ভাল দোলে ॥
বিকল প্রভা কানুর শোভা কুলে চন্দ্র বেড়া। মুকুন্দ নন্দনে সুতা রঘু গৌরীপাড়া ॥
পড়া উঠে তুঙ্গ ঠাটে নরম গরম হলো। জোড়া না যায় কাটা মুণ্ড মূলে ধারা মলো ॥
গোপীতে তনু সুদাম গণি এক দোষ মিরাটি। নেত্র পুত্র যুগল তাজা প্রদান পরিপাটী ॥
লালু সে চন্দ্রগ্রহণ ইন্দ্র জীবে পীতাম্বর। প্রদান মাধে আম্বা দীপ্ত সুতা প্রভাকর ॥
* * * * দুলাল ঘোষে সবিশ্বাসে দীপ্ত কৃপানাথ ॥

শ্রীধরে তুঙ্গ খোসাল সিংহ দয়ানাথ গোবিন্দে। শিববংশে নিমু সুত খ্যাত লালচন্দ্রে ॥
দোসর সোসর নাক্রি উঠিতে সুদাম। ডাকে পাকে দানে তুঙ্গ সুত অনুপাম ॥
লালুর অঙ্কুর দেবীতে পুনঃ আনন্দী নন্দিনী। সে তারাপতি তুঙ্গ গতি বিখ্যাত অবনী।
জ্যেষ্ঠ হরেকৃষ্ণ পরে অনুজ কানুরাম ॥ গোপীসুত হরিহর ঘোষ তারাপতি ধাম ॥
সুত মনসুখ দুখ নাশে তারাপতি। সত্যনারায়ণ পুজি ঘনশ্যামে মতি ॥
সুত গোবিন্দেতে মনু ভরতসিংহ সুতে। সুত শম্ভু রাধু নিজে নত গোবিন্দেতে ॥
শম্ভুতে কুলাই প্রভাকরে সীতারাম রাধু দীননাথ সেবি প্রকাশিলা ধাম ॥
গোপাল গণে হরিচরণে ডাকে রামনাথ। গ্রহণ প্রভাকরে ধনী সুরুড়া বিখ্যাত ॥
পান্টি মাধে সুত সুতা আনন্দী কাঙ্গাল। পরে জীবে দীন্থ তুঙ্গ নন্দনেতে ভাল ॥
ভণে কুল কুলানন্দ বন্দ থাকে তাজা। সেই সে ডাকে নিরাবিল সভে করে পূজা ॥”

ঘনশ্যামমিত্র যুবরাজ ঘোষের এইরূপ কুলপরিচয় দিয়াছেন—

“যুবরাজে কবীন্দ্র গাঙ্গে অনু অপরাজিত। খিতাবে নেউগী ডাকে করণে বর্জ্জিত ॥
গজেন্দ্রে ভার্গব সুত শুভরাজ কবীন্দ্র। অনুপ সিংহ ঈশ্বরে প্রসাদ কৃষ্ণ ইন্দ্র ॥
কবীন্দ্রনন্দন গৌরী পক্ষে রামজয়। গজেন্দ্র নরসিংহ সুত জগত আশ্রয় ॥
একপক্ষে রাম গঙ্গা দ্বিপক্ষে নন্দন। অপরে অপরাজিত শুন বিচক্ষণ ॥
অপরাজিত সুতত্রয় শীতল পরাই। শীতলে সন্তোষ ঘোষ অনুজ রঙ্গাই ॥
সমএ কেদার পক্ষ শেষে দুইজন। সমদ্বয়ে দশরথ শ্রীযদুনন্দন ॥
বীরভদ্র গঙ্গাদাস গঙ্গাদাসে হরি। শ্রীরাম ফুলরায় দুই সমএতে ধরি ॥
ফুলে কাম গোপাল অনুজ চাঁদরায়। সর্ব্বানুজ ঘনশ্যাম ঘোষ দীপ্ত তায় ॥
জগৎ সুত অপরাজিত পরম ঈশ্বরে। নয়ান গৌরী বিকর্ত্তন শুন কুলবরে ॥
সুদর্শন রাধা সাধা তার নাই দোষ। নয়নানন্দে দেবীদাস ভুবিদাস ঘোষ ॥

বিকর্ত্তনে নরু পরে শঙ্কর শ্রীপতি। নরুতে গোবিন্দ নারায়ণ উৎপত্তি॥
গজেন্দ্র কবীন্দ্রে ধারা জয়রামে অনন্ত। অনন্তে জগদীশ রূপ রামেশ্বরে সান্ত॥
জগদীশনন্দন চারি শ্রীকৃষ্ণ মুরলী। যদুনন্দন মাধবচরণ কুলে ডালি॥
রূপনারায়ণে কৃষ্ণজীবন অনুজ বাবুরাম। সর্ব্বানুজ কৃষ্ণদেব শুন কুলধাম॥
অনন্ততে রামেশ্বর তাথে ধারা ছয়। সরল প্রীত নন্দ শ্যাম রাঘব নিশ্চয়॥
জগদীশে শ্রীকৃষ্ণচরণে তাথে ধারা দুই। আত্মারাম অনুজ ভিখারী শেষে থুই॥
আত্মারামে গদা জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনন্দিনী। ভিক্ষাকরে পাইকপাড়া জগন্নাথ গণি॥"

যুবরাজঘোষ-বংশ

যুবরাজ ঘোষের তিন পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ গজেন্দ্র ঘোষের পাঁচ পুত্র— ভার্গব, হাজরা শুভরাজ কবীন্দ্র, শ্রীপতি বা সিংহেশ্বর, রতিপতি ও দৈবকীনন্দন। কোনও মতে উক্ত পাঁচজন অপরাজিত ঘোষের পুত্র। কিন্তু অপরাজিতের বংশ প্রকৃত পক্ষে নেউগী (নিয়োগী) নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গজেন্দ্র ঘোষের পাঁচ পুত্র মধ্যে শুভরাজ কবীন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরীদাস বা উচিত খাঁ নবাব সরকারে উচ্চপদে কার্য্য করিয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ উচিত খাঁ নামে পরিচিত। গৌরীদাসের অনুজ জয়রাম ঘোষ হইতে কবীন্দ্রবংশের ধারা চলিয়া আসিতেছে। রতিপতি ও দৈবকীনন্দনের বংশ নাই। জয়যান গ্রামে যে স্থানে গজেন্দ্র ঘোষের বাড়ী ছিল এখনও তথায় দেখা যায় সাধারণ উঠানের উত্তরাংশে হাজরা ভার্গব বংশীয়-দিগের, পূর্ব্বাংশে কবীন্দ্রবংশীয়দিগের, দক্ষিণাংশে সিংহেশ্বর বংশীয়দিগের এবং পশ্চিমাংশে উচিত খাঁ বংশীয়দিগের বাসস্থান ছিল। অনেকে স্ব স্ব সুবিধানুসারে স্থানান্তরে বাসস্থান করিলেও উক্ত অঙ্গনের চতুঃপার্শ্বস্থ বাড়ীগুলি এখনও উক্ত নামে পরিচয় দিয়া থাকে। একস্থানে বহু পুরুষ বাস করিয়া এইরূপ নাম রক্ষা করা বিশেষ গৌরবের বিষয়।

উচিত খাঁর বংশ রামগোপালের ধারার মধ্যে রাধাবিনোদ ঘোষের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ জয়যান গ্রামের উন্নতিসাধন জন্য ও শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলা দেবীর ও শ্রীশ্রীসোমেশ্বর মহাদেবের সেবা পরিচালন ও মন্দিররক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। উক্ত মন্দির-গাত্রে বহু প্রাচীন একখণ্ড শিলালিপি ছিল। স্বর্গীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অভিপ্রায় অনুসারে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ উক্ত শিলাখণ্ড খানি মন্দির গাত্র হইতে খুলিয়া লইয়া রামেন্দ্র বাবুকে দিয়াছিলেন। শিলালিপি খানি হইতে তাহার প্রতিলিপি লইয়া যথাস্থানে স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রামেন্দ্র বাবু স্বর্গারোহণ করিলে পর আর উক্ত শিলাখণ্ড খানি পাওয়া গেল না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে অনুসন্ধান করিয়াও সন্ধান মিলিল না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

উচিত খাঁর কুলে বলরামের ধারায় কৃষ্ণধন ঘোষ কান্দীর রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া কিছু অর্থ ও সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। পরে স্বীয় বুদ্ধি ও পরিশ্রমের গুণে বহু অর্থ ও সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দূরদৃষ্টি এতদূর ছিল যে য়ুরোপের মহাযুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ব্বেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে য়ুরোপে একটা ভীষণ বিপ্লব অনিবার্য্য, তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকা জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশের কারখানায় খাটিতেছিল। যুদ্ধারম্ভের একবৎসর পূর্ব্বেই তিনি তথা হইতে টাকা উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি জয়যানের বাটীতে দেবসেবা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী রাজকুমারী কৃষ্ণকামিনীর দ্বারা বহু অসহায়া বিধবা সাহায্য পাইতেন।

উচিতকুলে ব্রজমাধব ঘোষ ও দীনবন্ধু ঘোষ ভেকাশ্রিত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

সিংহেশ্বর ঘোষ বংশে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী কাবিলপুর গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণপ্রসাদের পৌত্র বিশ্বনাথ ঘোষ বৃদ্ধ বয়সে ভেকাশ্রয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধিস্থানে তাহার পত্নী প্রত্যহ পূজা করিতেন। পুত্র বিজয়রাম তখন শিশু ছিলেন। প্রবাদ যে একদিন সকাল বেলায় বিজয়রাম জননীর নিকট মিঠাই প্রার্থনা করিলেন। মাতা গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। পুত্র পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে মাতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ে এত সকালে মিঠাই কোথায় পাইব? তোমার বাবার কাছে চাও, তিনি মিঠাই দিবেন।" বিজয়রাম তখন তাঁহার পিতার সমাধিস্থলে গিয়া রোদন আরম্ভ করিলে তাঁহার পিতা দেখা দিয়া ছেলের দুই হাতে দুইটী মিঠাই দিলেন। বিজয়রাম হৃষ্টচিত্তে মাতার নিকটে মিঠাই লইয়া উপস্থিত হইলেন ও সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। এই ঘটনা লইয়া দেশে একটী হুলস্থূল পড়িয়া যায়। বিজয়রামের মাতা ঐ মিঠাই আগন্তুক সকলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া পরিশেষে পুত্রকে খাইতে দেন। এই বংশীয়গণ এখনও পরম বৈষ্ণব এবং "মিঠাই খাওয়ার ঘোষের বংশ" বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশীয় পুরুষোত্তম ঘোষ রামপুর হাইস্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার, তিনি একজন বৈষ্ণব ও সুগায়ক।

(পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দেওয়া হইল।)

* পর পৃষ্ঠায় অধস্তন-বংশ দেখ

(১) কোনও কোনও বংশলতা ও কারিকা অনুসারে হাজরা ভার্গবাদি অপরাজিতের পুত্র।

(২) কারিকায় রমানাথ বা রামনাথের নাম নাই। এজন্য অনুমান হইতেছে প্রাপ্ত বংশতালিকার হাজরা ভার্গবের পুত্র মহেশ ও দুর্গারামকে রমানাথের পুত্র এবং মহেশের পুত্র ধনিরামকে মুনিরাম লেখা হইয়াছে।

দিগম্বরখাঁর বংশ উচিতখাঁর ধার
১৪ দিগম্বর [৩ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ] তৎপুত্র ১৫ যুবরাজ
১৬ গজেন্দ্র
১৬ অপরাজিত
১৬ মুরারি
১৭ ভার্গব
শুভরাজকবাত্র
১৭শ্রীপতি (বিনাম সিংহেশ্বর)
১৭রতিপতি
দেবকীনন্দন
১৮গৌরীদাস (বিনাম উচিৎখাঁ), তৎপুত্র ১৯রামগোপাল
১৮জয়রাম(কবীন্দ্র)
হরিরাম
ভবানী
প্রাণকৃষ্ণ
হরেকৃষ্ণ
ভূপতি
মদন
গোকুল
২০বিনোদ
২০গোপী
২১শিবচরণ
২২তৎসুত রামদুলাল
কালীচরণ
শ্যামাচরণ
২৩হরগোবিন্দ তৎপুত্র ২৪ বৃন্দাবন
২৩রাধাগোবিন্দ
রামপ্রসাদ
গুরুপ্রসাদ
আনন্দ
সুফল
ভগবান্
২২কৃষ্ণচন্দ্র
২৫ কৃষ্ণচন্দ্র
২৫রামচন্দ্রতৎপুত্র ২৬উপেন্দ্রচন্দ্র
ব্রজগোবিন্দ
প্রাণকুমার
কৃষ্ণবল্লভ
২৩ রাধাবল্লভ
২৬যোগেশ
পূর্ণচন্দ্র
চারুচন্দ্র
ভবেশচন্দ্র, তৎপুত্র অরবিন্দ
২৪ নিতাইসুন্দর
২৭শরচ্চন্দ্র
হরিশ্চন্দ্র, তৎপুত্র জগদীশ
২৫রত্নেশ্বর
২৫ দীনবন্ধু
২৮অরুণ
কিরণ
বটকৃষ্ণ
উমেশ
পূর্ণ
২৭ হেম
কান্তি
গৌর
নিতাই
সীতানাথ
নবদ্বীপ
নিমাই
অরুণ
ধীরেন্দ্র
গৌরী
শিবচন্দ্র
বরেন্দ্র

দিগম্বরখাঁর ২২শ উচিতখাঁর ধারা
১৭ শুভরাম কবীন্দ্র
১৮ গৌরীদাস (উচিত খাঁ) ১৮জয়রাম (কবীন্দ্র)
১৯ বলরাম
১৯ রামগোপাল
২০ রামনারায়ণ লক্ষ্মা রামরাম রাধাচরণ*
২০ প্রাণকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ভূপতি ২০বিনোদ গোকুল গোপী মদন
উদয় ২১ প্রেমনারায়ণ* দুর্গাচরণ চণ্ডীচরণ
হরি চিরঞ্জীব বিকল* কানু
বীরেশ্বর
নকড়ি
২২কাশীরাম রুদ্রনারায়ণ
২৩রামশঙ্কর
রঘুরাম মাণিকরাম
২৪বদনচন্দ্র
কৃষ্ণানন্দ
পার্বতী জয়চন্দ্র
গঙ্গাধর ২৫কেনারাম মহেন্দ্র যোগেন্দ্র
নীলকণ্ঠ নিতাই
ঈশানেশ্বর
জগচ্চন্দ্র(দত্তকগত) প্রবোধ
ঈশ্বর হরিচাঁদ
২৬ কৃষ্ণধন(বিবাহ কান্দীরাজ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কন্যা)
গৌর জ্যোতিশ্চন্দ্র(দত্তক)
সরসী ২৭নলিনী রমণী
কৃষ্ণ প্রফুল্ল
সুধীর প্রসন্ন
২৮কুমারকৃষ্ণ
নীরদকৃষ্ণ অনিলকৃষ্ণ

দিগম্বরখাঁর বংশ উচিতখাঁর ধারা
২০ গোপীকৃষ্ণ (৯৯ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)
২১ সুদাম*
লালু (কিঙ্কর) ২১নরহরি
২২ লালবিহারী
দেবীচরণ
হরেকৃষ্ণ*
কানুরাম
২২ মনমথ, তৎপুত্র ২৩রাধাকান্ত
২৩ কৃষ্ণকান্ত
রাসবেহারী
২৪স্বরূপচন্দ্র
ত্রিলোকচন্দ্র
জয়চন্দ্র
২৪রামনারায়ণ
কানাই
নন্দ
রাজবল্লভ
হরিপ্রসাদ
২৫রূপচাঁদ
শুকচাঁদ
দুর্গাচরণ
গঙ্গাগোবিন্দ
২৫গৌরসুন্দর
নিতাই
২৫শ্যামসুন্দর
মদন
২৬মোহনচাঁদ
বিপিনবিহারী
ঈশ্বরচন্দ্র
শিবচন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র
২৬ রাধাবিনোদ
২৬বিপিন
বৃন্দাবন
২৭কেদার
২৭ ঈশ্বরচন্দ্র
ক্ষীরোদ
২৮ ভবতারণ
সরসী,(তৎপুত্র২৯কেনারাম)
রাজেন্দ্র
মহেন্দ্র
দ্বিজেন্দ্র
২৭বিনোদ
হরিহর
গোবিন্দ
নৃত্যগোপাল
২৮ নবীন
অনিল
গোরক্ষ
বঙ্কু
মধু
শিশু
২৮ শচীন্দ্র
৫টীপুত্র
২৯ধীরেন্দ্র
সন্তোষ
৩০জিতেন্দ্র
নৃপেন্দ্র
হীরেন্দ্র
নন্দদুলাল
(রমাপ্রসাদ)

১৭ শুভরাজ কবীন্দ্র তৎপুত্র ১৮ জয়রাম কবীন্দ্র তৎপুত্র ১৯ অনন্ত (শ্রীকৃষ্ণনিবাস)

২০রামনারায়ণ* জগদীশ ২০ রূপনারায়ণ (রূপরাম) রামেশ্বর

২১শ্রীকৃষ্ণচরণ মুরলী* (সরকত) যদুনন্দন* মাধবচরণ* কৃষ্ণজীবন* বাবুরায়* কৃষ্ণদেব*

২১কৃষ্ণশরণ* প্রীতিবল্লভ* নন্দকিশোর* শ্যামকিশোর* রামকিশোর* রাঘব*

২২ আত্মারাম ভিখারী (ভিক্ষাকর)* সুখারাম গৌরাঙ্গচরণ

২৩কৃপারাম* বিজয়রাম* সদাশিব* কীর্ত্তিচন্দ্র* রামচন্দ্র* (যশোর বাস) সত্রাজিৎ পরমানন্দ মুরারি ২৩রাজাধর

২৪গঙ্গাপ্রসাদ রামসুন্দর শ্যামসুন্দর ২৪স্বরূপচন্দ্র প্রেমনারায়ণ

২৫রাম শিব রূপ চন্দ্র কৈলাস জানকী দুর্গাপ্রসাদ গদা কৃষ্ণ চন্দ্র ২৫পূর্ণানন্দ উৎসবানন্দ

হারাধন দর্পনারায়ণ ভৈরব রাই বিষ্ণু মদন গোবিন্দ কৃষ্ণ ইন্দ্র চন্দ্র শরচ্চন্দ্র ২৬কৃষ্ণানন্দ মহানন্দ ব্রজনাথ

২৬রাধাগোবিন্দ কালীপ্রসন্ন বিশ্বনাথ দেবী (মাহান্তা) নলিনী নিতাইসুন্দর

পার্শ্বনাথ দুর্গাচরণ জগবন্ধু রোহিণী সুধীর জগদ্দুর্লভ ভুবন রাধাবল্লভ নবদ্বীপ

২৭সতীশ ক্ষিতীশ বনওয়ারি কৃষ্ণ চুণী ভোলা অমর কেদার হারাধন নৃসিংহ ২৮ মহেন্দ্র নরেন্দ্র দেবেন্দ্র

দীনবন্ধু কাশীনাথ রমণী সত্তা

অক্ষয় অশ্বিনী গিরীন্দ্র ২৯কামিনীমোহন যামিনীমোহন শ্রীমোহন বারেন্দ্র ননী রাখাল হরিহর ভাগবত অমরেন্দ্র যুগল দ্বিজেন্দ্র

৩০কমলাকান্ত

দিগম্বর খাঁর বংশ জয়রামের ধারা

দিগম্বর খাঁর বংশ—সিংহেশ্বর শ্রীপতির ধারা

তৃতীয় অধ্যায়

হেড়ামেঘ যুধিষ্ঠির
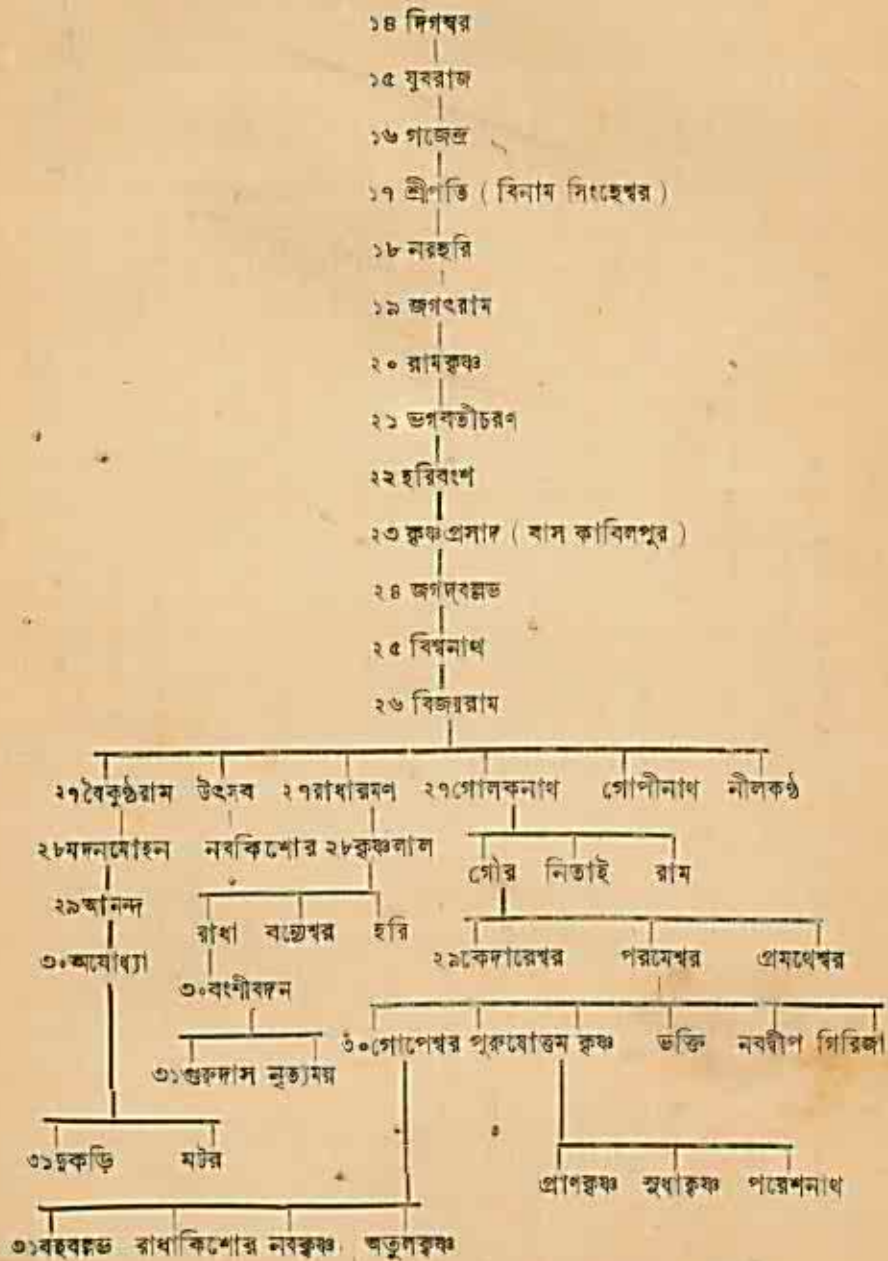
ত্রিবিক্রম ঘোষের অষ্টপুত্র অষ্টভায়া নামে এখনও পরিচিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির ঘোষ জয়ধান হইতে গিয়া নন্দীবাণেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। তিনি একদিকে যেমন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, অপরদিকে তেমনি সাধক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এখনও লোকে নানাপ্রকার প্রবাদগল্প বলিয়া থাকেন। তবে নন্দীবাণেশ্বরবাসী তাঁহার বংশধরগণ যাহা বলিয়া থাকেন তাহাই এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন, যুধিষ্ঠির ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও আজানুলম্বিতবাহু পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার হাঁড়িয়া মেঘ আখ্যা হইয়াছিল। অপর প্রবাদ হইতে জানা যায়—একদা তিনি স্বীয় সাধনার বলে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আকর্ষণ করিয়া প্রচুর বৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদবধি লোকে তাঁহাকে হেঁড়েমেঘ বলিত। তিনি গৌড়াধীশের মন্ত্রীর পদে কার্য্য করিতেন। রাত্রিযোগে সাধনার জন্য নন্দীবাণেশ্বরের স্বীয় চণ্ডীমণ্ডপে আসিতেন। একদা গৌড়াধিপ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, মন্ত্রী মহাশয় রাত্রিকালে রাজধানী ত্যাগ করিয়া বহুদূর হইলেও স্বীয় বাটী গিয়া থাকেন, একথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির বলিলেন, একথা সত্য। গৌড়াধিপ ইহাতে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাড়ী যাইতে নিষেধ করিলে যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইহা লইয়া উভয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হয় এবং গৌড়াধীশের আদেশে যুধিষ্ঠিরের শিরশ্ছেদ হইল। তখন ভাদ্র শুক্লাচতুর্দ্দশীর রাত্রি। যুধিষ্ঠিরের পত্নী স্বীয় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অনন্তপূজার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় যুধিষ্ঠিরের মুণ্ড অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া পড়ে এবং কাটামুণ্ড "তারা" "তারা" শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকে। স্বামীর কাটামুণ্ড পাইয়া তিনি স্বীয় বংশের স্ত্রীলোকদিগকে অনন্তব্রত করিতে নিষেধ করেন ও স্বয়ং উক্ত কাটামুণ্ডসহ চিতারোহণে দেহত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠিরের খনিত মেঘা নামক পুষ্করিণীর বায়ুকোণের পাহাড়ে এখনও সতীদাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় প্রায় সমভূমি হইবার উপক্রম হইয়াছে। কয়েক বৎসর গত হইল পাঁচথুপীর রায়জী বাটীর শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ রায়ের একটী ভ্রাতুষ্পুত্র উক্ত পুষ্করিণীটিকে জমিতে পরিণত করিবার উদ্যোগ করিয়া কাটাইতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় আর কেহ ভয়ে উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যুধিষ্ঠির ঘোষের বংশধরগণের বাড়ীতে এখনও অনন্তব্রত নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

ঘটককেশরীর কারিকায়—

"ভরত অনুজ তেজা, যুধিষ্ঠির মহারাজা।
রাজা যুধিষ্ঠির পর, কৰ্ক সুধা দিগম্বর।"

এই উক্তি হইতে যুধিষ্ঠির 'রাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন, জানা যায়।

যুধিষ্ঠিরবংশ শ্রীচন্দ্রের ধারা
১৪ যুধিষ্ঠির, (বাস নন্দীবাণেশ্বর), তৎপুত্র ১৫ শ্রীচন্দ্র, তৎপুত্র ১৬ লোচনানন্দ, তৎপুত্র ১৭ গোপীকান্ত

১৮ মন্দারি, তৎপুত্র ১৯ অপরাজিত
২০ গন্ধর্ব্ব
২০ চাঁদ
২১ ভৃগুরাম
পুত্র
২১মুনিরাম
গোপাল
২২ চণ্ডীচরণ, তৎপুত্র ২৩ স্বর্ণভনারায়ণ, তৎপুত্র ২৪ রাধারমণ
পার্ব্বতী
অযোধ্যা
প্রতাপ
নারায়ণ
২২ ভরত
পুত্র
২৫ গৌরগোবিন্দ, তৎপুত্র ২৬ নফরচন্দ্র
লোহারাম
২৩ নীলকণ্ঠ
গদাধর
২৭বিনোদীলাল
শ্যামলাল
বনওয়ারীলাল
পুত্র
নন্দলাল
পুত্র
২৪ গঙ্গাধর
২৪রামচন্দ্র(বাস কুড়ুমগ্রাম)
২৮ শিবশঙ্কর
পুত্র
২৮বিভূতি
সুধাংশু
রামরাঘব
কৃষ্ণকেশব
২৯ ভবানীপ্রসাদ
২৫ পদ্মলোচন
২৫শ্রীনন্দন
২৬রামযাদব, তৎপুত্র ২৭কালীচরণ
২৮ ব্রজরমণ
দ্বিজপদ
হরিপদ
হরেকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীশ
২৬ গুরুপদ
তারাপদ
২৯ পঞ্চানন
ত্রিলোচন
হৃদয়রঞ্জন
কমলা
২৮ গোপীরমণ
ললিতরমণ
অতুলরমণ
গজানন
পুত্র
২৯ কালিদাস
২৯ যতীন্দ্রমোহন
শান্তরাম

ভাগলপুরের মহাশয়-বংশ

রাজা ত্রিবিক্রম ঘোষের ষষ্ঠ পুত্র হাজরা দণ্ডপাণি ঘোষ মুসলমান নৃপতিগণের অধীনে সমরবিভাগে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কুলে আগল দণ্ডপাণি। তিন হাজারী তেজা বাণী॥"

দণ্ডপাণির পাঁচ পুত্র জটাধর, মালাধর,নীলাম্বর,রত্নাকর ও পদ্মাকর। জ্যেষ্ঠ পুত্র জটাধর ঘোষ শক্তিপুরে বাস করেন। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরাম ঘোষ থাক দত্ত বা লস্কর দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভাগলপুরে আসেন। উক্ত থাক দত্ত বা লস্কর দত্তের প্রকৃত নাম জানকী দত্ত। তাঁহার পূর্ব্ববাস বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নিরোল গ্রামে। তিনি দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভাগলপুর প্রদেশে সদর কানুনগোই পদে কার্য্য করিতেন। সম্ভবতঃ রাজা টোডরমলের অধীনে থাক্ সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন বলিয়া লোকে ইহঁকে থাক দত্ত বলিত। প্রবাদ যে একদা থাক দত্ত স্বীয় জামাতা শ্রীরাম ঘোষকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলে শ্রীরামের প্রতিভাস্ফুরিত মুখশ্রীদর্শনে বাদশাহ আকবরশাহ থাক দত্তকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ থাক দত্ত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্রীরাম যথারীতি কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন, "বান্দা শ্রীরাম ঘোষ"। এই "বান্দা" শব্দ ব্যবহারে বাদশাহের কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি শ্রীরামকে উক্ত শব্দ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরাম বলিলেন, তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে শ্বশুরকে কানুনগোই কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি বাদশাহের আশ্রিত, এজন্য "বান্দা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আকবরশাহ গুণগ্রাহী নৃপতি ছিলেন। শ্রীরামের মুখশ্রী,বাক্‌পটুতা ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া এবং থাক দত্ত বৃদ্ধ হওয়ায় শ্রীরামকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় জলুস ৪৮ সালে অর্থাৎ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকে "কানুনগোই সদর" উল্লেখে পুরুষানুক্রমে 'মহাশয়' উপাধিসহ একখানি সনদ প্রদান করেন। থাক দত্ত এইরূপে জামাতৃ-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হওয়ায় দেশে আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি বা তাঁহার বংশ-ধরগণ আর উক্ত পদ পাইলেন না। বাঁকা মহকুমার অন্তর্গত ডুমরামা গ্রামের যে স্থানে থাক দত্ত বাস করিতেন, তাহা এখনও 'দত্তবাটি' নামে খ্যাত রহিয়াছে। কিন্তু দত্তবংশীয়গণ তথা হইতে উঠিয়া ৩ ক্রোশ দূরে ইটারি গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীরাম ঘোষ ডুমরামা গ্রামে বাস করিতেন এবং যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বঙ্গাক্ষরে স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পারসী দলিল এখনও ভাগলপুর নগরের উপকণ্ঠস্থ পুরানী-সরাইগ্রামে শ্রীযুক্ত রবি-বংশ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে রহিয়াছে। উক্ত চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সদর কানুনগোই-দিগের সহকারী ছিলেন। তাঁহারা অহিষ্ঠান কায়স্থবংশসম্ভূত এবং ভাগলপুর কালেকটরীর ১নং তৌজির মহলে এখনও তাঁহাদিগের জমিদারী রহিয়াছে। ডুমরামা গ্রামের ঘোষপুষ্করিণী এখনও শ্রীরামের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সেকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অনেক সময়ে আকস্মিক বিপদে

ভাগলপুরের মহাশয়-বংশ

রাজা ত্রিবিক্রম ঘোষের ষষ্ঠ পুত্র হাজরা দণ্ডপাণি ঘোষ মুসলমান নৃপতিগণের অধীনে সমরবিভাগে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কুলে আগল দণ্ডপাণি। তিন হাজারী তেজা বাণী॥"

দণ্ডপাণির পাঁচ পুত্র জটাধর, মালাধর,নীলাম্বর,রত্নাকর ও পদ্মাকর। জ্যেষ্ঠ পুত্র জটাধর ঘোষ শক্তিপুরে বাস করেন। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরাম ঘোষ থাক দত্ত বা লস্কর দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভাগলপুরে আসেন। উক্ত থাক দত্ত বা লস্কর দত্তের প্রকৃত নাম জানকী দত্ত। তাঁহার পূর্ব্ববাস বর্দ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নিরোল গ্রামে। তিনি দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভাগলপুর প্রদেশে সদর কানুনগোই পদে কার্য্য করিতেন। সম্ভবতঃ রাজা টোডরমলের অধীনে থাক্ সেরেস্তায় কার্য্য করিতেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে থাক দত্ত বলিত। প্রবাদ যে একদা থাক দত্ত স্বীয় জামাতা শ্রীরাম ঘোষকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলে শ্রীরামের প্রতিভাস্ফুরিত মুখশ্রীদর্শনে বাদশাহ আকবরশাহ থাক দত্তকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ থাক দত্ত উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্রীরাম যথারীতি কুর্ণিশ করিয়া বলিলেন, "বান্দা শ্রীরাম ঘোষ"। এই "বান্দা" শব্দ ব্যবহারে বাদশাহের কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি শ্রীরামকে উক্ত শব্দ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরাম বলিলেন, তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে শ্বশুরকে কানুনগোই কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি বাদশাহের আশ্রিত, এজন্য "বান্দা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আকবরশাহ গুণগ্রাহী নৃপতি ছিলেন। শ্রীরামের মুখশ্রী,বাক্‌পটুতা ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া এবং থাক দত্ত বৃদ্ধ হওয়ায় শ্রীরামকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় জলুস ৪৮ সালে অর্থাৎ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকে "কানুনগোই সদর" উল্লেখে পুরুষানুক্রমে 'মহাশয়' উপাধিসহ একখানি সনদ প্রদান করেন। থাক দত্ত এইরূপে জামাতৃ-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হওয়ায় দেশে আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি বা তাঁহার বংশ-ধরগণ আর উক্ত পদ পাইলেন না। বাঁকা মহকুমার অন্তর্গত ডুমরামা গ্রামের যে স্থানে থাক দত্ত বাস করিতেন, তাহা এখনও 'দত্তবাটী' নামে খ্যাত রহিয়াছে। কিন্তু দত্তবংশীয়গণ তথা হইতে উঠিয়া ৩ ক্রোশ দূরে ইটারি গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীরাম ঘোষ ডুমরামা গ্রামে বাস করিতেন এবং যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার বঙ্গাক্ষরে স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পারসী দলিল এখনও ভাগলপুর নগরের উপকণ্ঠস্থ পুরানী-সরাইগ্রামে শ্রীযুক্ত [illegible]রি-বংশ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে রহিয়াছে। উক্ত চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সদর কানুনগোই-দিগের সহকারী ছিলেন। তাঁহারা অহিষ্ঠান কায়স্থবংশসম্ভূত এবং ভাগলপুর কালেক্টরীর ১নং তৌজির মহলে এখনও তাঁহাদিগের জমিদারী রহিয়াছে। ডুমরামা গ্রামের ঘোষপুষ্করিণী এখনও শ্রীরামের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সেকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অনেক সময়ে আকস্মিক বিপদে

পড়িতেন। তৎকালে খড়কপুর একটী বিস্তৃত রাজ্য ছিল। খড়কপুরের তদানীন্তন রাজা সংগ্রাম সাহ (কোনও মতে সংগ্রামসিংহ) একরাত্রে শ্রীরামকে তাঁহার ডুমরামার বাড়ীতে আক্রমণ করেন ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে তাঁহাকে হত্যা করিয়া চলিয়া যান। এতৎসম্বন্ধে মহাশয়জীর পারিবারিক ইতিহাসে উর্দ্দূ ভাষায় লিখিত রহিয়াছে,—"আখরম সংগ্রাম-সাহ রাজা খড়কপুর রাহ্ বদ্ নীতি কো অপনে ও জোত মদি ও জরকশী শৈ ও জেহ হক্ তেরহ গণ্ডীকে অহুমাজ তীরন্দাজ ও সমসের জঙ্গ জমাইৎ গোহারিয়ান্ হোকে তামাম মকান্ ঘের্ লিয়া আউর শ্রীরাম ঘোষ দাতা পরবর কো হালাক করকে মার ডালা।"

শ্রীরামঘোষ সকল বিষয়েই উপযুক্ত ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার যেরূপ দক্ষতা ছিল, প্রজাপালনেও তিনি তদনুরূপ ছিলেন। তিনি শক্তিপুর ও ফতেসিংহ পরগণার অনেক গ্রাম হইতে বহু কায়স্থ এবং বহু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ আনাইয়া সকলকেই ভূসম্পত্তি দিয়া এবং কাহাকেও বা কর্ম্ম দিয়া ভাগলপুর অঞ্চলে বাস করাইয়াছিলেন। তিনি ভাগলপুরে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের এক সভা করিয়াছিলেন। কুলগ্রন্থে সভা সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"কান্দী পঞ্চথুপী সভা কুল ছত্রধরে। দেশ বিদেশে সভাপতি লিখি তার পরে॥
যশোরে যজ্ঞের সভা অধিকারী ঘরে। কন্দর্প উত্তম দাতা বসন্তের পরে॥
অশ্বঘাটে শুকদেব বল্লভ দিগম্বরে। শ্রীরাম ভাগলে সভা কুল জটাধরে॥" ইত্যাদি।

শ্রীরামের বংশধরগণ এখনও উক্ত সভার নিয়মাদি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীরামের আনীত ব্রাহ্মণগণ এখনও মহাশয়জীর বংশধরগণকে তাঁহাদের সভাপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং সভাপতি স্বীয় গুরু ও পুরোহিতের সাহায্যে তাঁহাদের সামাজিক বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।

মহাশয় শ্রীরামঘোষের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহাশয় কৃষ্ণদাস ঘোষ জলুস্ ১৭ অর্থাৎ ১৬২২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর বাদসাহের নিকট হইতে একখানি সনদ পাইয়া সদর কানুনগোই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া লোকান্তর গমন করিলে তৎপুত্র মহাশয় ভগবতীচরণ ঘোষ পিতৃপদে কার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহার সময়ে পুনর্ব্বার খড়কপুরের রাজা জগৎনারায়ণ ওরফে জয়কিষণ এবং বীরনারায়ণ দুই ভ্রাতা তাঁহার কানুনগোই কার্য্যে বাধা দিতে আরম্ভ করেন। বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র শাহসুজা তৎকালে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। শাহ সুজা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া ও কাগজপত্র দেখিয়া ভগবতীচরণ ঘোষকে পুরুষানুক্রমে কানুনগোই নিযুক্ত করিয়া বাদশাহ শাহজাহানের নিকট হইতে জলুস্ ১৩ (১৬৪০ খৃষ্টাব্দে) তদনুযায়ী ফর্‌মান্ আনাইয়া দিয়াছিলেন। মহাশয় ভগবতীচরণ সুদীর্ঘকাল কানুনগোই কার্য্য করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে তৎপুত্র মহাশয় প্রাণনাথ ঘোষ সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে জলুস্ ২৬ (১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে) সনদ পাইয়া পিতৃপদে কার্য্য করিতে থাকেন। এই প্রাণনাথ ঘোষ গঙ্গাতীরে প্রাণনাথপুর নামে একটী মহল্লা স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন ও ডুমরামার

বাস ত্যাগ করেন। উত্তর কালে উক্ত প্রাণনাথপুর বা পরনাথপুরে টিলাকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছে। মহাশয় প্রাণনাথ ঘোষের পরে তৎপুত্র মহাশয় কৃপানাথ ঘোষ বাদশাহ আরঙ্গজেবের নিকট হইতে জলুস ৪৬ (খৃষ্টাব্দ ১৭০৪ সালে) একখানি ফার্‌মান্ পাইয়া পিতৃপদে কার্য্য করিয়াছিলেন। মহাশয় কৃপানাথের পরে তৎপুত্র মহাশয় দীননাথ ঘোষ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের নিকট হইতে সনদ পাইয়া কানুনগোই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃপদের ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আসিতে- ছিলেন। অন্যান্য সন্তানেরা বৃত্তিভোগী হইতেন। তদনুসারে মহাশয় কৃপানাথের পরে তাঁহার ভ্রাতা দয়ানাথ বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও কৃপানাথের পুত্র দীননাথ সম্পত্তির ও পিতৃপদের অধিকারী হইয়াছিলেন। দিনাজপুর-রাজবংশের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, জ্যেষ্ঠাধিকারানুসারে রাজা শুকদেব রায় মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও তাঁহার অনুজ বিশ্বনাথ রায় বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। মহাশয় দীননাথ ঘোষ পরলোকগমন করিলে তাঁহার খুল্লতাত মহাশয় দয়ানাথ ঘোষ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদশাহের প্রদত্ত সনদ অনুসারে ভ্রাতুষ্পুত্রের পদে কানুনগোই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোনও মতে দীননাথ অপুত্রক ছিলেন। অপর মতে দীননাথের পুত্র অযোগ্য থাকা হেতু দয়ানাথ পুরুষানুক্রমে কানুনগোই পদ পাইয়া- ছিলেন। এই মহাশয় দয়ানাথ ঘোষের কার্য্যকালে খড়কপুরের রাজগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবাদের অনুসরণ করিয়া মহাশয় দয়ানাথের খড়কপুর এলাকাস্থিত কাছারী বাড়ী লুট করেন, এবং পুরাতন কাগজ পত্র নষ্ট করিয়া দেন। তদবধি মহাশয় দয়ানাথ ঘোষ খড়কপুরের কাছারী উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরে মহাশয় দয়ানাথ ঘোষ পরলোকগমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাশয় মায়ানাথ ঘোষ বাদশাহ মহম্মদ শাহের সন ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের প্রদত্ত ফার্ম্মান অনুসারে কানুনগোই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। খড়কপুরের প্রধান কাছারী উঠাইয়া দিবার পর মহাশয় মায়ানাথ ঘোষ ভাগলপুর সহরের পূর্ব্বাংশে গঙ্গাতীরে মায়াগঞ্জ নামে একটী মহল্লা স্থাপন পূর্ব্বক তথায় কাছারী বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু তিনি নিরাপদে কার্য্য করিতে অবসর পান নাই। খড়কপুরের রাজারা একদা নিশাযোগে অতর্কিতভাবে মহাশয় মায়ানাথকে মায়াগঞ্জের কাছারী বাড়ীতে আক্রমণ করেন। মায়ানাথ অল্পসংখ্যক বাদসাহী সৈন্য লইয়া খড়কপুরের বহুসহস্র সাঁওতাল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও পরিশেষে পরাস্ত ও শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া খড়কপুরে প্রেরিত হইলেন। পরে তাঁহার আত্মীয়স্বজন বহু টাকা উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে খড়কপুর হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। মহাশয় মায়ানাথ ঘোষের আর এক বিপদ্ বর্গীর হাঙ্গামা। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রেরিত একটী ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সহিত মহাশয় মায়ানাথ ঘোষের একটী খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। হস্তলিখিত একখানি হিন্দী পুস্তকে সঙ্গীতাকারে এই যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। মহাশয় মায়ানাথের কর্ম্মকাল অতি অল্প হইলেও তিনি স্বীয় গুণে প্রজাসাধারণকে ও জমিদারবর্গকে

সন্তুষ্ট রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্গত ধরমপুর সমাজের সভাপতি রামানন্দ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র রমানাথ ঘোষ ও পরেশনাথ ঘোষ, পুত্রগণ উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই মায়ানাথ ঘোষ পরলোক গমন করেন। এজন্য মায়ানাথের ভ্রাতা মহাশয় লোকনাথ ঘোষ বাদশাহ মহম্মদসাহের ১৭৩০ খৃষ্টাব্দের প্রদত্ত ফার্ম্মান্ অনুসারে কানুনগোই পদে কার্য্য করিতে লাগিলেন। মহাশয় লোকনাথ ঘোষের কার্য্যকালেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রমানাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত কয়েকখানি ব্রহ্মত্র দানপত্রে এই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু লোকনাথ ঘোষের জীবনকালেই রমানাথ পরলোকগমন করেন। মহাশয় লোকনাথ ঘোষ পরলোকগমন করিলে তৎপুত্র মনস্থরনাথ ঘোষ বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠানুক্রমে অধিকার অনুসারে মহাশয় মায়ানাথ ঘোষের পুত্র মহাশয় পরেশনাথ ঘোষ বাদশাহ সাহ আলমের ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত ফারমান্ অনুসারে কাননগোই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার অপর নাম মহাশয় প্রাননাথ ঘোষ। এই পরেশনাথ ঘোষ মহাশয় বংশের দশম ও শ্রেষ্ঠ কানুনগোই ছিলেন। তিনি যেমন দীর্ঘায়ু, তেমনি রাজকার্য্যপটু এবং অপরদিকে শক্তিসাধনায় তৎকালে ভাগলপুর অঞ্চলে অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে পরেশনাথ ঘোষকে ভাগলপুর প্রদেশের বন্দোবস্তের ভার দিয়াছিলেন। পরেশনাথ উক্ত কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের প্রথম কালেক্টর মিঃ অগষ্টাস্ ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড সাহেব পরেশনাথের বুদ্ধিকৌশলে সাঁওতালদিগের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যেখানে টিলাকুঠী বা ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড হাউস বিদ্যমান রহিয়াছে, পূর্ব্বে তথায় পরেশনাথের বাসভূমি ছিল। স্থানটী গঙ্গাতীরে এবং উচ্চ ও অতি মনোরম। এজন্য ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড সাহেব উক্ত টিলা বা উচ্চভূমির উপর স্বীয় বাটী নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পরেশনাথ ঘোষের নিকট হইতে তথায় ৮৪৸৹ চৌরাশী বিঘা পনর কাঠা জমি লইয়া তৎপরিবর্ত্তে চৌকী নিয়ামৎপুরে পরেশনাথকে ৮৪৸৹ কাঠা নিষ্কর বাসভূমি দিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই নূতন ভূমি পাইয়া পরেশনাথ তথায় গৃহনির্ম্মাণ করেন ও ফসলী ১১৯১ সালে এই নবনির্ম্মিত গৃহে বাস করেন। ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড সাহেব পূর্ব্বোক্ত টিলার উপর যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই; কারণ, পরবৎসর অর্থাৎ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। টিলাকুঠীর প্রাঙ্গণে ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড সাহেবের একটী স্মৃতিস্তম্ভ এবং সহরের পূর্ব্বভাগে একটী স্মৃতিমন্দির রহিয়াছে। এই স্মৃতিমন্দিরসংলগ্ন শিলাফলকে পরেশনাথের ও কয়েকজন উদ্যোগকর্ত্তার নাম লিখিত রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরেশনাথ একজন সাধক ছিলেন। প্রাণনাথপুরের বাটীতে (বর্ত্তমান্ টিলাকুঠীর হাতায়) অবস্থানকালে তিনি একদিন স্বপ্নে আদেশ পান যে, উক্ত বাটীর দক্ষিণপার্শ্বস্থ ভূমি খনন করিলে যে দেবমূর্ত্তি পাইবেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে তাঁহার বংশে লক্ষ্মী অচলা হইয়া রহিবেন। পরদিনেই ভূমি খনন আরম্ভ হইল, কিন্তু দেববিগ্রহ পাওয়া

গেল না। পরেশনাথ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বহুতর খনক নিযুক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল খনন করিতে করিতে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হইল এবং অবশেষে একটী বিশালমূর্ত্তি দণ্ডপাণি ভৈরব বিগ্রহ পাওয়া গেল। খননান্তে উক্ত বিগ্রহের নাসিকার কিয়দংশ ক্ষত হইয়াছিল পরেশনাথ তাহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া যথাবিধি উক্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন ও শ্রীশ্রীভৈরবনাথ নাম দিলেন। পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর নাম হইল ভৈরব তলাও। পরে যখন চৌকী নিয়ামৎপুরের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন,তখন উক্ত বিগ্রহ ও তৎসহ শ্রীশ্রীবাসুদেব রায় প্রভৃতি বিগ্রহগুলিকে উক্ত বাটীতে লইয়া গেলেন এবং প্রাণনাথপুরের বাটীতে শ্রীশ্রীভৈরবনাথের শূন্য মন্দিরে একটী শিবস্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উক্ত শিবের নাম খাননাথ রাখিলেন।

মিঃ ক্লিভ্ল্যাণ্ড সাহেবের মৃত্যুর পরেও পরেশনাথ কিছুকাল রাজকার্য্য করিয়াছিলেন। ভাগলপুর অঞ্চলের বহু জমিদার ও লাখেরাজদারদিগের গৃহে এখনও তাঁহার স্বাক্ষরিত পরো-য়ানা ও সনদ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শেষ কানুনগোই ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে স্বীয় কনিষ্ঠপুত্র শম্ভুনাথকে রাজকার্য্যের ভার দিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের শিবালয় ছিল এবং নিজেও শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বাটীসংলগ্ন প্রস্তর-নির্ম্মিত গঙ্গার ঘাটটীর নাম গোঘাট বা গাইঘাট, সম্ভবতঃ পরেশনাথ পরগণা গোঘাটের জমিদার ছিলেন বলিয়া এই ঘাটটীর নাম গোঘাট হইয়াছিল। সদাব্রত এবং কুটুম্বপোষণ পরেশনাথের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার বংশধরগণ এখনও পর্য্যন্ত যথাসাধ্য তাহা পালন করিয়া আসিতেছেন।

পরেশনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরীনাথ পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এজন্য কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুনাথ পিতৃপদের ও পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। পরেশনাথ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক 'কানুনগোই সদর' আখ্যা পাইয়াছিলেন, কিন্তু মহাশয় শম্ভুনাথ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে উক্ত পদ না পাইয়া 'দেওয়ান' পদ পাইয়াছিলেন। প্রাচীন কাগজে ও ভাগলপুর কালেকটরীর পুরাতন সেরেস্তায় এখনও শম্ভুনাথ ঘোষের নামের সহিত 'দেওয়ান' উপাধি পাওয়া যায়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাশয় লোকনাথ ঘোষেরপুত্র মনস্থরনাথ ঘোষ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার সমস্ত লাখরাজ সম্পত্তি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মহাশয় শম্ভুনাথ ঘোষকে উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন।

শম্ভুনাথ তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃত ও পারসী ভাষা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত ও হস্তলিখিত সংস্কৃত সটীক চন্দ্রিকাব্যাকরণ ও আরবী কবায়াৎ এখনও মহাশয়-জীর পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে।

শম্ভুনাথের কার্য্যকালে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লেপটেনাণ্টকর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন প্রাচীন পালিবোথরা (পাটলিপুত্র) রাজ্যের সীমা নির্ণয় জন্য ভাগলপুর হইতে চাঁদন নদীর উৎপত্তিস্থল ও তথা

গেল না। পরেশনাথ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বহুতর খনক নিযুক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল খনন করিতে করিতে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হইল এবং অবশেষে একটী বিশালমূর্ত্তি দণ্ডপাণি ভৈরব বিগ্রহ পাওয়া গেল। খননান্তে উক্ত বিগ্রহের নাসিকার কিয়দংশ ক্ষত হইয়াছিল পরেশনাথ তাহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া যথাবিধি উক্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন ও শ্রীশ্রীভৈরবনাথ নাম দিলেন। পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীর নাম হইল ভৈরব তলাও। পরে যখন চৌকী নিয়ামৎপুরের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন,তখন উক্ত বিগ্রহ ও তৎসহ শ্রীশ্রীবাসুদেব রায় প্রভৃতি বিগ্রহগুলিকে উক্ত বাটীতে লইয়া গেলেন এবং প্রাণনাথপুরের বাটীতে শ্রীশ্রীভৈরবনাথের শূন্য মন্দিরে একটী শিবস্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উক্ত শিবের নাম খাননাথ রাখিলেন।

মিঃ ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের মৃত্যুর পরেও পরেশনাথ কিছুকাল রাজকার্য্য করিয়াছিলেন। ভাগলপুর অঞ্চলের বহু জমিদার ও লাখেরাজদারদিগের গৃহে এখনও তাঁহার স্বাক্ষরিত পরোয়ানা ও সনদ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শেষ কানুনগোই ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে স্বীয় কনিষ্ঠপুত্র শম্ভুনাথকে রাজকার্য্যের ভার দিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের শিবালয় ছিল এবং নিজেও শিবস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার বাটীসংলগ্ন প্রস্তর-নির্ম্মিত গঙ্গার ঘাটটীর নাম গোঘাট বা গাইঘাট, সম্ভবতঃ পরেশনাথ পরগণা গোঘাটের জমিদার ছিলেন বলিয়া এই ঘাটটীর নাম গোঘাট হইয়াছিল। সদাব্রত এবং কুটুম্বপোষণ পরেশনাথের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার বংশধরগণ এখনও পর্য্যন্ত যথাসাধ্য তাহা পালন করিয়া আসিতেছেন।

পরেশনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরীনাথ পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, এজন্য কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুনাথ পিতৃপদের ও পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। পরেশনাথ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক 'কানুনগোই সদর' আখ্যা পাইয়াছিলেন, কিন্তু মহাশয় শম্ভুনাথ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে উক্ত পদ না পাইয়া 'দেওয়ান' পদ পাইয়াছিলেন। প্রাচীন কাগজে ও ভাগলপুর কালেকটরীর পুরাতন সেরেস্তায় এখনও শম্ভুনাথ ঘোষের নামের সহিত 'দেওয়ান' উপাধি পাওয়া যায়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মহাশয় লোকনাথ ঘোষের পুত্র মনসুরনাথ ঘোষ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার সমস্ত লাখরাজ সম্পত্তি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মহাশয় শম্ভুনাথ ঘোষকে উক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন।

শম্ভুনাথ তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃত ও পারসী ভাষা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত ও হস্তলিখিত সংস্কৃত সটীক চন্দ্রিকাব্যাকরণ ও আরবী কবায়াৎ এখনও মহাশয়-জীর পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে।

শম্ভুনাথের কার্য্যকালে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লেপটেনান্টকর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন প্রাচীন পালিবোথরা (পাটলিপুত্র) রাজ্যের সীমা নির্ণয় জন্য ভাগলপুর হইতে চাঁদন নদীর উৎপত্তিস্থল ও তথা

আমার কাশীযাত্রার উপায় করিয়া দিলে, আমি অঋণী হইয়া কাশী চলিলাম। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাকে এই সম্পত্তি দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। এক্ষণে উক্ত পরগণা উক্ত জৈনের বংশধর রায় বাহাদুর সুখরাজ রায় ভোগ করিতেছেন। উক্ত পরগণার নাম গৌঘাট, গঙ্গার উভয় পার্শ্বে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় অবস্থিত। বর্ত্তমান বার্ষিক আয় প্রায় দেড়লক্ষ টাকা হইবে।

মহাশয় উমানাথ ঘোষের এইরূপ অসম্ভব ত্যাগ দেখিয়া ভাগলপুরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসে লইবার চেষ্টা করেন। উমানাথের পুত্র মহাশয় দ্বারকানাথ ১৫ বৎসর বয়সের হইলেও দেখিতে দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি কালেক্টর-সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনায় সাহেব তাঁহাকে পিতৃসম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষ পিতৃসম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন।

মহাশয় উমানাথ ঘোষ কানুনগোই বা দেওয়ান না হইলেও গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন। দুইখানি সরকারী পরওয়ানায় এখনও দেখা যায়,তাঁহার যাইবার কালে ও প্রত্যাগমনকালে জলপথে ও স্থলপথে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুলিসের প্রতি আদেশ হইয়াছিল।

ইং ১৮৫১ সালে মহাশয় উমানাথ ঘোষ পরলোকগমন করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে দুইটী কন্যা ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমা কন্যা ভগবতীর বিবাহ প্রভাকর হরিদাসবংশে কৃষ্ণসুন্দর সিংহের সহিত। তিনি বালবিধবা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়া জগদীশ্বরীর বিবাহ হইয়াছিল হরিশাড়ার রামগোপাল সিংহ সহ। রামগোপালের দুই পুত্র পূর্ণচন্দ্র ও উপেন্দ্রচন্দ্র।

পিতার মৃত্যুর পরে দ্বারকানাথ বিশেষ যোগ্যতার ও দক্ষতার সহিত স্বীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৩০ জুন তারিখে ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়।

বালিয়া রঘুনাথবংশে পরেশনাথ সিংহের কন্যা কৃষ্ণসুন্দরীর সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হইয়াছিল। কৃষ্ণসুন্দরীর ভ্রাতা সূর্য্যনারায়ণ দ্বারকানাথের যত্নে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ভাগলপুরে ওকালতী করিতেছিলেন। দ্বারকানাথের অকালমৃত্যু হইলে কৃষ্ণসুন্দরী ভ্রাতার সাহায্যে সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথের পুত্র বা কন্যা ছিল না। এজন্য তিনি দত্তক গ্রহণ নিমিত্ত কৃষ্ণসুন্দরীকে আদেশ দিয়া যান। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী গুস্করা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মাহাতা গ্রামের শ্রীনারায়ণ মিত্রের একটী পুত্রকে দত্তক গ্রহণের উদ্দেশ্যে আনাইয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুন তারিখে দত্তকদানপত্র ও দত্তকগ্রহণপত্র লেখা পড়া ও রেজেষ্টারী হইয়াছিল। পরে কালাশৌচ গত হইলে যথাবিধি হোমাদি করিয়া সন্তান গ্রহণ করা হইবে, এই মৌখিক কথা হইয়াছিল। পরে শ্রীনারায়ণ আর ছেলেটিকে দিলেন না।

এজন্য দত্তকগ্রহণপত্র রদ করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণসুন্দরী একটী মোকদ্দমা স্থাপন করেন, কিন্তু জেলায় ও হাইকোর্টে জয়লাভ করিলেও প্রিভি-কাউন্সিলে কৃষ্ণসুন্দরী হারিয়া যান। এই বিলাত আপীল কালে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২৪ মে তারিখে কৃষ্ণসুন্দরী অপর একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। সেই পুত্রই স্বনামধন্য মহাশয় তারকনাথ ঘোষ।

পরে শ্রীনারায়ণ মিত্রের পুত্র নগেন্দ্রনাথ সাবালক হইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নিজেকে দত্তক পুত্র বলিয়া মহাশয় দ্বারকানাথ ঘোষের ত্যক্ত সম্পত্তির দাবী করিয়া একটী নালিশ করেন। এই মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য নগেন্দ্রনাথ ভাগলপুর বরারীর জমিদার রায় বাহাদুর হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীমোহন ঠাকুরের নিকট মহাশয়জীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির চতুর্থাংশ বিক্রয় করিয়া তাঁহাদিগকে পক্ষ করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমায় কলিকাতা হাই-কোর্টের তদানীন্তন ব্যারিষ্টার ও উকীল অধিকাংশই কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন কায়স্থের দত্তকগ্রহণকালে হোমের আবশ্যক আছে কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য বাঙ্গলার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের কমিশনে এজাহার হইয়াছিল। যশোরের রাজা বরদাকণ্ঠ রায় এবং পাথুরিয়াঘাটার বাবু খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এজেহারে বলিয়াছিলেন, কায়স্থের হোমে অধিকার রহিয়াছে। এই মোকদ্দমা বিলাত পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই তারিখে প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে কৃষ্ণসুন্দরী জয়লাভ করেন। সূর্য্যনারায়ণ তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগের জন্য তারকনাথকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন।

রাণী কৃষ্ণসুন্দরী ও সূর্য্যনারায়ণের যত্নে তারকনাথের শিক্ষা ও চরিত্র অনিন্দ্যনীয় হইয়াছিল। সূর্য্যনারায়ণ পৌরুষে তৎকালে ভাগলপুরে অদ্বিতীয় ছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরী ধর্ম্ম-জগতে অতুলনীয়া। তিনি তপস্বিনী ছিলেন। তাঁহার অমানুষিক শক্তির অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দানই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মধ্যে অল্প বয়সে কেহ বিধবা হইলে তাহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া দেবসেবা ও অতিথিসেবার দ্রব্যাদির আয়োজনে নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা প্রবীণা হইলে নিজ নিজ আলয়ে যাইতে পাইতেন, কিন্তু রাজভাণ্ডার হইতে তাঁহাদের সিধা দিবার ব্যবস্থা হইত। যতদিন কৃষ্ণসুন্দরী জীবিত ছিলেন, তারকনাথ তাঁহার উপদেশ অনুসারে বৈষয়িক ও পারিবারিক কার্য্য করিতেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তারকনাথ কৃষ্ণসুন্দরীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার দ্বারা কাশীধাম গাইঘাটের শিবালয়ে ৩টী শিবস্থাপন করাইয়াছিলেন এবং তথাকার বাটী পুনর্নির্ম্মাণ ও প্রস্তরদ্বারা ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। নিজবাটীতে দেবালয়গুলি মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত ও নাটমন্দিরটী সম্পূর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন।

তারকনাথ একজন আদর্শ জমিদার। পূর্ব্বপুরুষগণের খনিত ডাঁড় বা খালগুলির বৎসর বৎসর সংস্কার এবং বহুস্থলে ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত Aqueduct অর্থাৎ জলপরিচালন-প্রণালী এবং Sluice gate অর্থাৎ কবাটযুক্ত পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেনেল কাটাইয়াছেন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ভূয়সী প্রশংসা ও প্রজা-সাধারণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক ও সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের রাজ্যাভিষেককালে তিনি তাঁহার সম্পত্তির উৎকৃষ্ট তত্ত্বাবধান জন্য (for excellent management of his property) প্রশংসাপত্র পাইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার্ চাল্স্ ইলিয়ট সাহেব ভাগলপুর গিয়া মহাশয়জী তারকনাথ ঘোষের নিকট হইতে তাঁহার জলপ্রণালীর নক্সা (A map of his Irrigation System) লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেন এবং বাকী খাজনার জন্য তিনি তাঁহার প্রজাদিগের নামে আদালতে নালিস করেন না, এই সংবাদ কালেক্টর Mr. A. A. Wace এর মুখে শুনিয়া মহাশয় তারকনাথ ঘোষকে বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে জমিদার বলিতে একমাত্র আপনিই রহিয়াছেন। যত বড় বড় রাজা মহারাজা দেখা যায়, তাঁহারা প্রজার টাকা লইয়া নিজ নিজ সুখভোগের জন্য ব্যয় করেন। তাঁহারা এক প্রকার বেনে। বেনে যেমন সুদের টাকা গণনা করেন, সাধারণ জমিদারেরা তাঁহাদের আয়কেও সেইরূপ মনে করেন। প্রজার সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখেন না।'

মহাশয়জীর সম্বন্ধে ভাগলপুরের Settlement Officer Mr. Murphy সাহেব তাঁহার Final Report এর ৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —

"132. Mahashaya Taraknath Ghosh has the reputation of being one of the best landlords in the District. He spends considerable amount of money in the upkeep of his irrigation channels which are maintained in good condition and his relations with his rayats are generally satisfactory &c. &c."

The Estate of Mahashaya Taraknath Ghosh.

অর্থাৎ মহাশয় তারকনাথ ঘোষ ভাগলপুরের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার। তাঁহার ডাঁড় ও বাঁধগুলি রক্ষার জন্য তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া থাকেন এবং সেগুলি ভাল অবস্থায় রাখা হইয়া থাকে। তাঁহার প্রজাদিগের সহিত সম্বন্ধ সাধারণতঃ সন্তোষজনক ইত্যাদি।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Bengal District Gazetteer মধ্যে ভাগলপুরখণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে :—

"Mahashaya Taraknath Ghosh is a brilliant example to other Zemindars and he has acquired proverbial fame for the special interest he takes in the proper irrigation of the lands lying in his estate. Danrs owned by him are always kept in excellent repairs."

পূর্ব্বকালে প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী করিয়া শাসনসম্বন্ধীয় বিবরণীর প্রস্তাব

(Administration Report, Resolution of) ছোটলাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইত। তন্মধ্যে জমিদারগণের ব্যবহার (Conduct of Zemindars) শীর্ষক বিবরণে প্রতি বৎসরেই মহাশয় তারকনাথ ঘোষের প্রশংসার উল্লেখ থাকিত। পরে উক্ত বিবরণী আর ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত বা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয় না। জমিদারগণ অধিকাংশই কলিকাতা বা বিদেশবাসী হওয়ায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে অপ্রিয় বিবরণী প্রকাশ করিতে হইবে বলিয়া এক্ষণে উক্ত বিবরণী Confidential Information বা গোপনীয় সংবাদবিভাগে রাখা হয়। ১৮৯৬।৯৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষকালে মহাশয় তারকনাথ ঘোষ তাঁহার সদাব্রতে দৈনিক ২।৩ হাজার লোকের আহার যোগাইতেন। এজন্য তদানীন্তন বঙ্গীয় ছোটলাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি ও তাঁহার পারিষদগণের সহিত ভাগলপুরের তাৎকালিক কমিশনার মিঃ ডব্লিউ, বি, ওলডহাম সাহেবের পরামর্শ হয় যে, মহাশয় তারকনাথ ঘোষকে রাজা উপাধি দিতে হইবে। মহাশয়জী এ সংবাদ কোনও প্রকারে জানিতে পারিলেন ও এক্ষে তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় ক্রমশঃই অধিক হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর রাজা উপাধি ধারণ করিলে তদুপযোগী নিয়মিত ব্যয় বৃদ্ধি হইবে এবং তাহা হইলে তিনি আর এই সদাব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না, এই সকল চিন্তা করিয়া বহু কৌশলে এই উপাধি বিতরণ বন্ধ করিলেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সুখ্যাতি করিতে ছাড়িলেন না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২০ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত কলিকাতা গেজেটের Supplement বা অতিরিক্ত খণ্ডে ৪৬১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছিল, "Mahashaya Taraknath Ghosh of Nathnagar near Bhagalpur has distinguished himself by extensive and unobtrusive charity" অর্থাৎ ভাগলপুরের সন্নিহিত নাথনগরের মহাশয় তারকনাথ ঘোষ সার্ব্বজনীন অযাচিত দান দ্বারা স্বীয় নাম বিখ্যাত করিয়াছেন। সন ১৩০৮ সালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী সভার সৃষ্টি হইবার পর উক্ত সভায় গৃহীত দুইটী প্রধান প্রস্তাব—কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের তালিকা করণ ও দুঃস্থ স্বজাতীয় বালকগণের অধ্যয়নের সাহায্য জন্য এককালীন দুই লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করণ—তিন বৎসর যাবৎ কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, পাইকপাড়ার কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর ও রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য স্বজাতি সন ১৩১১ সালের ২রা মাঘ তারিখে মধুপুরে গিয়া মহাশয়জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহাশয়জী তৎকালে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। সেই সভায় স্থির হয় যে, মহারাজ বাহাদুর, কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর, দিনাজপুরের রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর ও মহাশয় তারকনাথ ঘোষ এই চারিজনে তুল্যাংশে ব্যয়ভার বহন করিয়া সেন্‌সাস্ বা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের গণনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য, উক্ত চারিজন স্বজাতিপ্রেমিক মহাপুরুষের ব্যয়েই উক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহ হইয়াছিল। শিক্ষাবিভাগের সাহায্য ও সাধারণ হিতকর

কার্য্যের জন্ত মহাশয়জী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থহিতকরী সভার হস্তে এককালীন কয়েক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে বালক অন্যূন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিবাহে বরপণের দাবী করেন না, তাঁহাকে এককালীন ১০০ টাকা পুরস্কার দিয়া থাকেন।

মাতা কৃষ্ণসুন্দরীর পরামর্শে ও আদর্শে গঠিত হওয়ায় তারকনাথের সামাজিক চিন্তাও গুরুতর ছিল। ভাগলপুর ও মুঙ্গের জিলার সমস্ত এবং পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণা জেলার আংশিক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ মহাশয় তারকনাথ ঘোষকে তাঁহাদের সভাপতি বলিয়া জানেন। এই সমাজে কিঞ্চিন্ন্যূন এক সহস্র উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থপরিবার বাস করেন। তারকনাথের জীবনে ৪ বার এই সমস্ত কায়স্থকে আহ্বান করা হইয়াছিল। প্রথম ১৮৮০ সালে তারকনাথের বিবাহে, দ্বিতীয় ১৯০২ সালে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে, তৃতীয় ১৯১৫ সালে তাহার পুত্র অমরনাথের বিবাহে ও চতুর্থ ১৯১৭ সালে রাণী কৃষ্ণসুন্দরীর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। এই সকল কার্য্যে প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার স্বজাতি ও তাঁহাদের ভৃত্য ও গোযান লইয়া প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক ও শকটবাহী বৃষগুলিও প্রায় ৬।৭ দিন কাল মহাশয়জীর ভাণ্ডারে অতিথি হইয়াছিল। তাঁহাদের আবাস জন্ত নূতন করিয়া শিবির নির্ম্মাণ করিতে হয়। ভোজে বসিবার একটী সুন্দর প্রথা রহিয়াছে। প্রথমতঃ দুইপংক্তি পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিয়া থাকেন। তন্মধ্যে এক-টীর নাম ঘোষযান, অপটীর নাম সিংহযান। ঘোষযানের প্রথম পাতায় মহাশয়জী নিজে অথবা তাঁহার নিকট আত্মীয় ঘোষবংশীয় একজন প্রতিনিধি বসিয়া থাকেন। সিংহ-পংক্তির প্রথম পাতায় মহাশয়জীর নিকট আত্মীয় সিংহবংশীয় একজন মহাশয়জীর প্রতিনিধি-স্বরূপ বসিয়া থাকেন। তৎপরে ঘোষপংক্তির দ্বিতীয় স্থানে রাজাপুরের ঘোষবংশীয়গণ ও সিংহপংক্তির দ্বিতীয় স্থানে মায়াগঞ্জের সিংহবংশীয়গণ বসিয়া থাকেন। এইরূপ নিয়ম খাতায় লিখিত রহিয়াছে। মহাশয়জীর যে সকল নিজ কুটুম্ব বা যাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে নবাগত, যাঁহারা এই সমাজের অন্তর্গত নহেন, তাঁহারা অন্যত্র পৃথক্ বসিয়া থাকেন। ভাগলপুর সমাজের একটী বিশেষত্ব যে, শক্তিপুরের ঘোষবংশের ও সুড্ডার দাসবংশের সম্মান অন্যান্য বংশীয়গণ অপেক্ষা অনেক অধিক।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ২রা মে তারিখে কৃষ্ণসুন্দরী কাশীধামে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর একটু বিশেষত্ব আছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় একমাস কাল তিনি 'বিশ্বনাথ' ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ মুখে উচ্চারণ করেন নাই। কোনও ব্যক্তি বা বস্তু তাঁহার নিকটে লইয়া গেলে তাহাকেও 'বিশ্বনাথ' বলিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত ৭ দিন পূর্ব্ব হইতে কথা বন্ধ করিয়া-ছিলেন। সজ্ঞানে কাশীধামে এরূপ মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। কৃষ্ণসুন্দরীর মৃত্যুর পরে দ্বারকানাথ ঘোষের বৈমাত্রেয় ভগিনী ৺গদীশ্বরীর কনিষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয়জীর যাবতীয় সম্প-ত্তিতে দখল পাইবার উদ্দেশ্যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ২৩ আগষ্ট তারিখে ভাগলপুরের সবজজ আদা-লতে তারকনাথের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই মোকদ্দমায় উভয়পক্ষে

বহু টাকা ব্যয় হয়। অবশেষে তারকনাথ জয়লাভ করেন। উপেন্দ্রচন্দ্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় স্বর্গীয় উকীল তারকনাথ পালিতের পুত্রগণের আশ্রয়ে রহিয়াছেন। অপর দিকে তারকনাথ বহুলক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া কেমন করিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিবেন, সেই চিন্তায় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

মহাশয় তারকনাথ ঘোষের বিবাহ হরিশাড়া রাঘববংশে পাঁচঘড়ানিবাসী রাধামোহন সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত। তাঁহার পুত্র ১টী ও কন্যা ৩টী। প্রথমা কন্যার বিবাহ জীবধর বিষ্ণুদাসবংশে কান্দী তেলগড়িয়াবাটীর নিতাইসুন্দর সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র সিংহের সহিত, মধ্যমা কন্যার বিবাহ গোবিন্দসিংহ দশরথবিশ্বাস বংশে জামুয়া বিশ্বাসপাড়ার নিতাইসুন্দর সিংহবিশ্বাসের তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র সিংহের সহিত, তৃতীয়া কন্যার বিবাহ মাধে শ্রীমুখবংশে ছাতিনাকান্দীর উপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মধ্যম পুত্র মণীন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের সহিত এবং কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ মাধে দন্তিদার জেন্দুরীর সিংহচৌধুরীবংশে রসড়ার মদনমোহন সিংহ চৌধুরীর পুত্র বীরেন্দ্রমোহন সিংহচৌধুরীর সহিত হইয়াছে। পুত্র অমরনাথের বিবাহ হইয়াছে বালিয়া রঘুনাথবংশে শরচ্চন্দ্রসিংহের কন্যার সহিত; তাঁহার কন্যা দুইটী ও পুত্র তিনটী। জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ, মধ্যম প্রমথনাথ ও কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ যশোহর চাঁচড়া-রাজবাটীতে কুমার জ্যোতিষকণ্ঠ রায়ের পুত্র কুমার অমলকণ্ঠ রায়ের সহিত অল্পদিন হইল সম্পন্ন হইয়াছে।

দণ্ডপাণির জ্যেষ্ঠপুত্র জটাধরের ধারা ভাগলপুরের মহাশয়বংশ

১১৯ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।

দণ্ডপাণির পুত্র মালাধরের ধারা (১২০ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ)

দণ্ডপাণির পুত্র জটাধরের ধারা ভাগলপুরের মহাশয়-বংশ

১৪ দণ্ডপাণি হাজরা (৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

১৫জটাধর(শক্তিপুর) মালাধর(ঐ) নীলাম্বর রত্নাকর পদ্মাকর
(সাবলপুর) (সাবলপুর) (সাবলপুর)

১৬উদ্ধারণ ১৬ ধৃতিকর প্রীতিকর জীবন মহেন্দ্র শ্রীনাথ

১৭জিতামিত্র তৎসুত১৮বসন্ত

বিত্তানন্দ লক্ষ্মণ রামচন্দ্র স্থিতিধর সহদেব চিরজীব হরিনাথ নৃসিংহ

১৯শ্রীরাম চণ্ডীদাস ভবানী প্রমদানন্দ পুত্র

(মহাশয় ভাগলপুর)

জগদ্বল্লভ

জগন্নাথ হৃষীকেশ মাধব

বিশ্বনাথ

বাসুদেব

২০কৃষ্ণ কমলাকান্ত সহদেব সহস্রাক্ষ ঈশান কার্ত্তিক

গোপীকান্ত কমলাকান্ত

হরিচরণ পরমানন্দ হরেকৃষ্ণ

কালমাণিক লক্ষ্মীনারায়ণ

২১ভগবতী পার্ব্বতী জগদীশ কেশব

২২প্রাণনাথ

শ্রীরাম রামকৃষ্ণ

কাশীনাথ শ্রীহর্ষ ভবানী কন্দর্প মদন

২৩ কৃপানাথ ২৩ দয়ানাথ

মহাদেব দুর্লভ রমানাথ বিষ্ণুদাস

২৪ দীননাথ

২৪মায়ানাথ লোকনাথ

হরিদাস, তৎসুত রামচন্দ্র, তৎসুত বলরাম

২৫কেশবরাম

হরনাথ মনসবনাথ

আনন্দ দুকড়ি দুর্গারাম

২৬ রামশঙ্কর

২৭ গঙ্গানারায়ণ রমানাথ বৈদ্যনাথ ২৫পরেশনাথ

২৭গঙ্গানারায়ণ

২৮ রামজীবন

২৯ত্রৈলোক্যনাথ ক্ষুদিরাম

৩০ মাখনলাল যোগেন্দ্রনারায়ণ

যতীন্দ্রনাথ অভয়াচরণ

৩১গণপতিস্মরজিৎহেমন্ত

৩২গোপিকামোহন

২৫পরেশনাথ (চম্পানগর, ভাগলপুর)

২৬শম্ভুনাথ(মহাশয়) গৌরীনাথ

২৭ লক্ষ্মীনাথ ২৭ উমানাথ

২৮ দ্বারকানাথ

২৯ তারকনাথ
(মহাশয়জী)

৩০ অমরনাথ

দণ্ডপাণি-হাজরার পুত্র মালাধরের ধারা

১৪ দণ্ডপাণি হাজরা

১৫ মালাধর

১৬ রজনীকর দানবারি যশোমণি ১৬ রিপুঞ্জয় খগেশ্বর

১৭ শিবানন্দ

বলভদ্র ১৭ নরনানন্দ নরোত্তম মঙ্গল হিমকর নকুল সুকুমার

গুণানন্দ সুররাজ শূলপাণি

১৮কালিদাস সৌরীদাস

বাদবানন্দ সিদ্ধানন্দ রঘুনাথ রামভদ্র ১৮মহেশ অনন্তখাঁ দামোদর জগদীশ

জয়ন্তী কৃষ্ণানন্দ বসুবানন্দ কাশীদাস

গোপীনাথ

১৯জয়রাম অভিরাম শিবরাম কন্দর্প মথুরানাথ

রাঘবানন্দ গন্ধর্ব্ব চন্দ্রকেতু ভগবতীউমা২০ভবানী বলরাম কানুরাম ১৯অভিরাম

রাজারাম

বিনোদ ২০ মদন ভূপতি সুরানন্দ কৃষ্ণবল্লভ যাদব হর্ষ কৃষ্ণ নন্দ

মোহন গোবিন্দ রঘু যদু ২০রাজবল্লভ ২১শ্রীবল্লভ রাধা সন্তোষ বিক্রম

লখুম কুঞ্জ ভৃগু মণি প্রভু নিধি কৃষ্ণ

২১ মণি বলরাম রামচরণ কৃষ্ণরাম গোপীরাম কমলাকান্ত রূপরাম ২০দর্পনারায়ণ রামরাম জয়

(১১৮ পৃঃ দেখ) উদয়নারায়ণ চৈতন্য

২২ দর্পনারায়ণ মৃত্যুঞ্জয় ভরত লক্ষ্মণ নন্দকিশোর বৃন্দাবন

উদয় অনুপ ভৈরব রাধাকৃষ্ণ ২১জীবন

কিশোর পুত্র

২৩বেচু, ২৪ দৌলত, ২৫দুর্গা, ২৬সুন্দর ২১ কল্যাণ বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ গৌরাঙ্গ রসিক

নারায়ণ

২২ নৃসিংহ আত্মারাম হরিবল্লভ মদনমোহন ২২ পঞ্চানন বৃন্দাবন ২২ বিহারী গোপীচরণ

(১১৮ পৃঃ দেখ)

২৩ রাধাচরণ

দণ্ডপাণি-পুত্র রত্নাকরের ধারা

দণ্ডপাণির পুত্র পদ্মাকরের ধারা
১৪ দণ্ডপাণি (৬ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)
১৫ পদ্মাকর
১৬ প্রজাপতি
১৭ নিমাই ঘোষ (খ্যাতি নিয়োগী)
১৮ দেবিদাস
১৯ গোবিন্দরাম, তৎসুত ২০ কল্যাণ, তৎসুত ২১ ইন্দ্রনারায়ণ
২২ নন্দদুলাল
২২ নাগারাম
চৈতন্যচরণ
উদয়নারায়ণ
মাণিকচন্দ্র
২৩ অনুপ
২৩ দাতারাম
বন্দীরাম
কালীপ্রসাদ
২৪বখস্তর
নিমাইচরণ
গতিগোবিন্দ
বিজয়
দোলগোবিন্দ
দর্পনারায়ণ
গৌরীকান্ত
২৪রামতনু
২৫ কেলিগোবিন্দ
২৫ মানগোবিন্দ
ধীরগোবিন্দ
২৫ রুক্মিনীকান্ত
উমাচরণ
প্রাণনাথ
দ্বারিকানাথ
২৬ ক্ষেত্রনাথ
প্রসন্নকুমার
নফরচন্দ্র
সীতানাথ
নিত্যানন্দ
২৬ অখিলগোবিন্দ
শ্রীলালগোবিন্দ
কৃত্তিবাস
বিনোদবিহারী
অবিনাশচন্দ্র
২৭ তিনকড়ি
সতাশ
কৃষ্ণচন্দ্র
রাধাশ্যাম
নীলমাধব
২৬ গোবিন্দপ্রসাদ
তারিণীচরণ
যজ্ঞেশ্বর
প্রতাপচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
মাখনচন্দ্র
কেশবলাল
২৬ যুগলকিশোর
নলিনাক্ষ
২৭ অঘোরচন্দ্র
কুলদাপ্রসাদ
২৭ অনাথবন্ধু
বসন্তকুমার

দণ্ডপাণি-পুত্র নীলাম্বরের ধারা

* ১২৪ পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী বংশ।

দণ্ডপাণি-পুত্র নীলাম্বরের ধারা

আকুতার শুক্লাম্বরবংশ

রাজা ত্রিবিক্রমের কনিষ্ঠ পুত্র শুক্লাম্বর ঘোষ জয়ঘানের নিকটস্থ আকুতা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম তাঁহার কক্ষোল্লাসে লিখিয়াছেন, "শুক্লাম্বর বর নির্ম্মল কক্ষ"। এই বংশে রামনারায়ণ ঘোষ গোবিন্দসিংহবংশে দশরথ বিশ্বাসের ধারায় বিবাহ করিয়া জামুয়া বিশ্বাসপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি বাঘডাঙ্গা-রাজ-এষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এই পদে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলেন। রামনারায়ণের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ গৌরসুন্দর ঘোষ তাঁহার প্রভুপুত্র মহানন্দ রায়ের নাবালকী অবস্থায় পিতৃঋণে রাজএষ্টেট দেনার দায়ে নীলাম হইলে বহু প্রযত্নে উক্ত এষ্টেট ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গৌরসুন্দরের তৃতীয় পুত্র শ্যামসুন্দর ঘোষও দীর্ঘকাল পৈত্রিক দেওয়ানীপদে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা মহানন্দ রায়ের পুত্রগণ তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমশঃ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়; তৎপরে উক্ত রাজএষ্টেট ফতেসিংহ পরগণা ঋণদায়ে বিক্রয় হইয়া গেল। বালিয়ায় মাধবসিংহের সহিত গৌরসুন্দরের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। পাটনার বিখ্যাত উকীল রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ উক্ত মাধবসিংহের প্রপৌত্র। ভাগলপুরের উকীল রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর গৌরসুন্দরের দৌহিত্র ছিলেন। শ্যামসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ ভাগলপুরে ওকালতি করিতেছেন। তিনি এই পুস্তক সঙ্কলনে অনেক পুরাতন কাগজ ও বংশেতিহাস দিয়াছেন। বহুদিন হইতে তিনি উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-হিতকরী-সভার শিক্ষাবিভাগের সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন।

রাজা ত্রিবিক্রমের কনিষ্ঠ পুত্র শুক্লাম্বরের বংশ
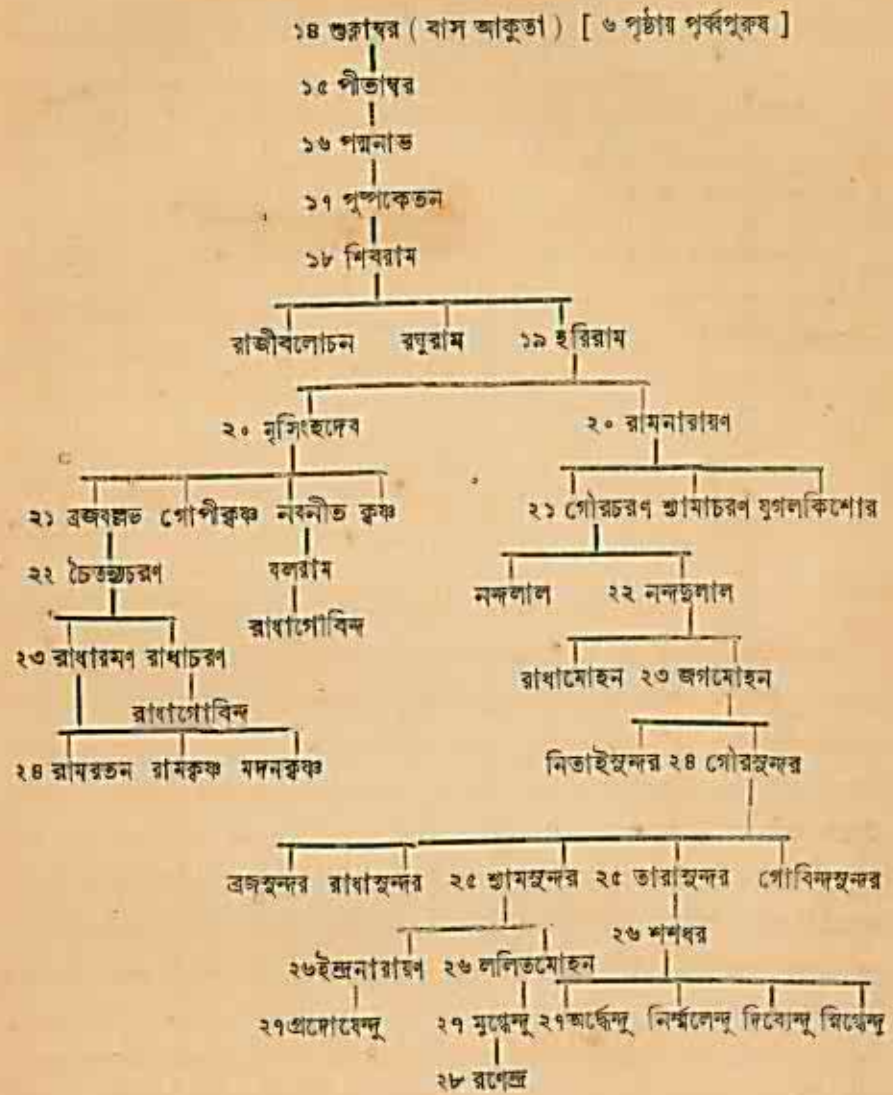
গুরুলিয়ার ঘোষ-বংশ

সোমেশ্বর ঘোষ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ নারায়ণ ঘোষের নয় পুত্র মধ্যে জনার্দ্দন ঘোষের বংশ ব্যতীত অন্যান্য পুত্রের বংশধরগণ "নবনারায়ণ ঘোষ" নামে খ্যাত রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠভ্রাতা ষাটী ঘোষের বংশধরগণ স্বীয় ক্ষমতায় বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সামন্তরায় উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নিজ ভুজবলে সামন্তাধিকার লাভ করিয়া যুদ্ধকালে মুসলমাননৃপতিকে সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করায় "সামন্তরাজ" বা "সামন্তরায়" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ষাটীঘোষ হইতে পঞ্চম পুরুষ অধস্তন বসন্তঘোষও 'সামন্ত রায়' উপাধি পাইয়াছিলেন, দেখা যায়। পুরুষক্রমাগত এই উপাধি থাকিলে বসন্তঘোষের ঊর্দ্ধতন অন্যান্য পুরুষগণও সামন্তরায়' উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু কোনও কাগজে সেরূপ উল্লেখ নাই। এজন্য অনুমান হয়, বসন্তঘোষও যুদ্ধবিগ্রহের সময় সৈন্যসামন্ত দ্বারা সাহায্য করায় "সামন্তরায়" নামে পরিচিত হন।

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

"নারায়ণসুতাখ্যাতৌ নবনারায়ণঃ কৃতী।
সামন্তষাটিঘোষশ্চ মুরারিস্তদনন্তরং॥
রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব বনমালী জনার্দ্দনঃ॥"

ঘনশ্যাম মিত্রের কারিকায় লিখিত আছে,—

"নবনারায়ণ খ্যাতি, বলিব বংশের পতি। জবানেতে উপাদান, নয় পুত্র বলবান্॥
নারায়ণের বংশ ধন্য, ষাটীঘোষ অগ্রগণ্য। বিখ্যাত সামন্তরায়, লোকে যার যশ গায়॥"

উপরোক্ত কুলাচার্য্যবচনানুসারেও ষাটীঘোষের উপাধি 'সামন্তরায়' হইতেছে।

'তবকৃত-ই-নাসৃরি' নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর তুঘ্রিল্ তুঘান খাঁ যে সময়ে রাজনগর আক্রমণ করেন, তৎকালে উৎকলরাজের 'সাবন্তর্' নামে পরিচিত মন্ত্রী ও সেনাপতি মুসলমানের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন, এমন কি, মুসলমাননৃপতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকের 'সাবন্তর্' শব্দ ও 'সামন্তরায়' শব্দ একার্থবাচী বলিয়া মনে হয়। উৎকলাধিপের সামন্তরাজ এবং গৌড়াধিপ মুসলমান নৃপতির অধীনে ষাটীঘোষও সেইরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 'সামন্তরায়' উপাধি লাভ করিয়া থাকিবেন। বলা বাহুল্য, ষাটীঘোষ সামন্তরায় গৌড়াধিপ তুঘ্রিল তুঘানখাঁর সমসাময়িক হইতেছেন।

ষাটী ঘোষের পৌত্র অমোঘ ঘোষ (হংস ঘোষ) জয়ধান হইতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে গুরুলিয়া গ্রামে বাস করেন। তিনি গুরুলিয়া, হুনিগ্রাম, গঙ্গারামপুর, আরাজি গঙ্গারামপুর ও তন্নে সাহপুর এই পাঁচ মৌজা অধিকার করিয়াছিলেন। গুরুলিয়া প্রথমে জঙ্গলভূমি ছিল। ইহার দক্ষিণপূর্ব্ব ও উত্তর দিক্ বিখ্যাত 'পাটন বিল' দ্বারা

বেষ্টিত থাকায় বাসের সুবিধা বিবেচনা করিয়া অমোঘ ঘোষ জঙ্গল কাটিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও তথায় বাস ও উক্ত সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছেন।

গুরুলিয়ার ঘোষবংশ বলবান্ ও দীর্ঘায়ু বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদিগের বংশের অনেকেরই বলবত্তার কাহিনী শুনা যায় এবং এখনও অনেক বলবান্ ও দীর্ঘজীবী পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

নাটোর-রাজবংশের স্থাপয়িতা রঘুনন্দন রাজকীয় ফর্ম্মান অনুসারে মহল দখল করিবার জন্য নবাবের সৈন্যসহ যখন মফঃস্বলে গিয়া থড়গ্রামে শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন; তখন গুরুলিয়ার ঘোষগণ তাঁহাকে সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিয়া প্রজাবৃন্দের সহিত একত্র মিলিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। রঘুনন্দন তাঁহাদের এইরূপ দুঃসাহস দেখিয়া তাহাদের সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সোমঘোষ হইতে বিংশতি পুরুষ ও বাটী ঘোষ হইতে দশম পুরুষ অধস্তন নকড়ি ঘোষ নবাব আলিবর্দী খাঁর অধীনে একটী ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সেনাদলের নায়ক ছিলেন। পরে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পক্ষে স্বদেশের ও স্বদেশাধিপতির জন্য যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। নকড়ির পুত্র ব্রজলালের পুত্র-সন্তান ছিলনা, একটী মাত্র কন্যা ছিল। গুরুলিয়ার ঘোষবংশের অনেক সংকীর্ত্তি রহিয়াছে। শ্রীশ্রী৺সনাতন গোস্বামীর শিষ্য ৺কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মাড়গ্রামের শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ-দেবের সেবার জন্য ৫৬ বিঘা নিষ্কর জমি ও উক্ত গ্রামের পীর সানুজ সাহেবের দরগার জন্য ৫৬ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজ গুরুলিয়া গ্রামে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গদেব ঠাকুরের ধাতুময় বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবার জন্য ৪০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রী৺গোপালদেব শ্রীশ্রী৺শিব ও শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতা ইত্যাদি বহু দেবসেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। গুরুলিয়ার ঘোষবংশে সকলেই বৈষ্ণব। তাঁহারা যথাবিধি দুর্গোৎসবাদি নির্ব্বাহ করিলেও তাঁহাদের গ্রামের সীমানা মধ্যে বলিদান নিষেধ। তাঁহারা সকলেই ভক্ত। প্রবাদ আছে, একদা রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় বসন্ত ঘোষের জনৈক বংশধর নবাবকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পূজার দিন নিকট, অথচ তিনি কারারুদ্ধ। জগদম্বার পূজা করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি কাতরকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে জগন্মাতাকে ডাকিতে লাগিলেন। দৈববাণী বা স্বপ্নাদেশ তাঁহাকে বলিয়া দিল, "প্রহরীগণ নিদ্রিত, দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, তুমি নির্ভয়ে চলিয়া যাও।" ঘোষ মহাশয় বলিলেন "আর দিন নাই, আমি আবদ্ধ এবং অর্থহীন, কেমন করিয়া পূজা করিব ?" দৈববাণী "বলিলেন তোমার বিলে পদ্মপুষ্প এবং তোমার গৃহজাত গুড়ের মুড়কী ও কাঁকলাড়ু দিয়া পূজা করিলে আমার তৃপ্তি হইবে। অতঃপর ঘোষ মহাশয় শেষরাত্রে কারাগার হইতে বহির্গমন করিয়া সন্তরণ দ্বারা গঙ্গাপার হইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে গুরুলিয়া পৌছিলেন ও দুই দিন মধ্যে প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া জগন্মাতার পূজা করিলেন। বলা বাহুল্য, জগদম্বার কৃপায় তাঁহাকে আর রাজস্বদায়ে কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। এখনও এই পূজায় অন্যান্য দ্রব্য সম্ভারের সহিত পদ্মপুষ্প, মুড়কী ও কাঁকলাড়ু দিতে হয়।

ঘাটীঘোষ-বংশ সামন্তরায় বসন্তঘোষের ধারা

১০ নারায়ণ (৬ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)

১১ঘাটীঘোষ (বংশে বাস শুকুলিয়া, ঠাকুরপুর, মারুড়া, মণ্ডলার্গা, মোলনা, মালিনা) | সামন্তরায় | মুরারি (রাতুনি, মণ্ডলপুর) | শ্রীরাম (চৌমাতড়ী) | লক্ষণ ঘোষ (লক্ষণপুর) | বনমালী (ঘোষবাটী) | জনার্দ্দন (জজান, পাঁচথুপী; রসড়া) | সঙ্কেত (সঙ্কর্ষণ বা কোচ-ঘোষ) (হুনা, ভালাস শুকুরিয়া; মোরাকন্দী) | কানু (সাঁইজলি ও টিঠা) | দোকড়ি (বহড়া)

সামন্তরায় হইতে: ১২ অর্ক | অলঙ্কার | পশুপতি | গোপাল

অলঙ্কার হইতে: ১৩ অমোঘ ঘোষ (শুকুলিয়া) | কৃত্তিবাস (মারুড়া) | কমল (যশোর) | উমাপতি (সদাপুর)

অমোঘ ঘোষ হইতে: ১৪ শ্রীহরিঘোষ, তৎসুত ১৫ সামন্তরায় বসন্তঘোষ

১৬ চক্রপাণি | ১৬ চতুর্ভুজ

চক্রপাণি হইতে:

১৭ গোপীরমণ, তৎসুত ১৮ যাদবেন্দু | ১৭ হরিচরণ, তৎসুত ১৮ রাজবল্লভ

যাদবেন্দু হইতে: ১৯ পরীক্ষিৎ | রামঘোষ

পরীক্ষিৎ হইতে: ২০ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ হইতে: গোপাল | রাধাচরণ | জয়নারায়ণ | নবকিশোর | ক্ষেত্র | গঙ্গা | ২১ লক্ষ্মীকান্ত

গঙ্গা হইতে: ২২ কৃষ্ণনারায়ণ | দীনবন্ধু | প্রাণবন্ধু

দীনবন্ধু হইতে: ২৩ সুরেন্দ্র

রাজবল্লভ হইতে: ১৯বল্লভীকান্ত | লালচাঁদ | পীতাম্বর

লালচাঁদ হইতে: ২০রামানন্দ | রাধানন্দ | কৃষ্ণানন্দ | উৎসবানন্দ | কীর্ত্তনানন্দ

রামানন্দ হইতে: ২১ নন্দকুমার | গোলোকচন্দ্র

কৃষ্ণানন্দ হইতে: ২১বদন

উৎসবানন্দ হইতে: ২১জীবনকৃষ্ণ

বদন হইতে: ২২দীনবন্ধু | জগবন্ধু

জগবন্ধু হইতে: ২৩কৃষ্ণসুন্দর

জীবনকৃষ্ণ হইতে: ২২রামনারায়ণ | গঙ্গানারায়ণ | কৃষ্ণচৈতন্য

রামনারায়ণ হইতে: ২৩নন্তাই, পুলিন, বিপিন

কৃষ্ণচৈতন্য হইতে: ২৩ রাধিকাপ্রসাদ

১৭

বাটাঘোষবংশ সামন্তরায় বসন্তঘোষের ধারা

[১২৮ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ]

সামন্তরায় বসন্তঘোষ বংশ

১৫ সামন্তরায় বসন্ত ঘোষ, তৎসুত ১৬ চতুর্ভুজ ঘোষ

১৭ তুলসীচরণ   ১৭হরেকৃষ্ণ   ১৭ কৃষ্ণচরণ

১৮ মৃত্যুঞ্জয়   ১৮ একুঘোষ (দত্তক আগত)   ১৮ রাধুঘোষ ১৮সাতুঘোষ ১৮কল্যাণঘোষ ১৮একুঘোষ (দত্তকগত)

১৯ জগমোহন   ১৯ গোপালচন্দ্র   ১৯ নিতাই

২০ লোহারাম   ১৯গৌরাঙ্গ ১৯কেবলকৃষ্ণ ১৯লালু ১৯কিঙ্কর   ১৯শচীঘোষ ১৯ দুলালঘোষ

২০ দ্বারিকানাথ   ২০ রঘুনাথ   রাধানাথ   ২০রামহরি   হারাধন কালাচাঁদ   ২০ দোলগোবিন্দ

২০পরমানন্দ   চৈতন্য   ২১ নিমাই   ২০ নকড়ি ঘোষ   ২০জগন্নাথ

২১বিজয় (বীরগুরুত্ব) ২১রাম-গোবিন্দ ২১রাম-গোপাল বৃন্দাবন ২১মথুরা ২১লক্ষ্মী-কান্ত

২১কৃষ্ণহরি   ব্রজানন্দ গঙ্গারাম শ্রীদাম ২০ পদ্মলোচন

২২ বিশ্বরূপ ২২রামকৃষ্ণ (দত্তক)

২২ কুঞ্জলাল ২২রামকৃষ্ণ(দত্তকগত)

২৩ শ্রীনারায়ণ ২৩গৌরসুন্দর ২১নৃসিংহ   মদন   গোপী রামমোহন

২১ যাদব   নন্দলাল

২৩ বঙ্কুবিহারী ২৩ রাসবেহারী ২৪ভোলানাথ ২৪বিনয়কৃষ্ণ ২২কৃষ্ণধন

২২ঈশ্বর   ২১ব্রজলাল ২১হরলাল ২১রামলাল

২৩শরৎ   কন্যা

২৪হরেন্দ্র ২৪গোপেন্দ্র ২৪নৃপেন্দ্র ২৪জিতেন্দ্র ২৪বীরেন্দ্র

২৫অজিতকুমার ২৫অসিতকুমার

২৪শশিভূষণ   ২৪ বিধুভূষণ   ২৪ রমাকান্ত   ২৪ মধুসূদন

২৫ শরদিন্দু   ২৫ অমলেন্দু   ২৫ সুখেন্দু   ২৫ অরবিন্দ   ২৫ হেমন্তকুমার   ২৫ শিশিরকুমার

১১ ধাটি ঘোষ সামন্ত রায়
অর্ক
১২ অলকার
১২ পশুপতি
গোপাল
১৩ কৃত্তিবাস
১৩ রামকৃষ্ণ
১৪ বীরঘোষ (মটুকঘোষ)
১৪ জয়চন্দ্র
১৫ রামদুলাল
১৫ শ্রীধর
১৫ বলরাম (নীলাম্বর)
১৬ গোলোকনাথ
১৬ শম্বরারি
১৬ কালীকৃষ্ণ
১৭ যুগলকিশোর
১৭ কৃষ্ণানন্দ
১৭ কালীচরণ
১৮ রামদয়াল
১৮ রামদাস
১৮ দুর্গাচরণ
১৯ কৃষ্ণলাল
১৯ অভিরাম
১৯ ঘনশ্যাম
২০ ধরণীধর
২০ কুশলরাম
২০ সীতারাম
২১ আনন্দরাম
২১ ভবানীচরণ
২১ শিবরাম
২২ অনন্তরাম
২২ ভোলানাথ
২২ গঙ্গাসাগর
২৩ কৃষ্ণকান্ত
২৩ রামচন্দ্র
২৩ তারিণীচরণ
২৪ রাধাবিনোদ
২৪ মধুসূদন
২৪ শশিভূষণ
২৫ গোবিন্দলাল
২৪দুর্গাপ্রসাদ
২৪সারদাপ্রসাদ
২৬ নিত্যানন্দ
২৫সাতকড়ি
কালীপদ
২৫উমাপদ
২৫ ভীমাপদ
শ্যামাপদ
২৭উমেশচন্দ্র
২৬ অভয়াচরণ
২৬সচ্চিদানন্দ
২৫ প্রসন্ন
আশনা
শরৎ
বসন্ত
শম্ভু
২৮ শরচ্চন্দ্র
২৮ সুরেশ
২৮ শান্তিচন্দ্র
সুবোধ
সুধীর
বসন্ত
হরিহর
শিশির
প্রশান্ত
প্রভাত
দেবেন্দ্র

বাটী ঘোষের বংশে বীরঘোষ মটুকঘোষ নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি নবাব সরকারে উচ্চপদে কার্য্য করিয়া প্রভূত সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি রুদ্রবাটী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ধন ও প্রতিপত্তি থাকিলেও নবনারায়ণঘোষ-বংশীয়গণ সমাজে বিশেষ আদর পাইতেন না। এজন্য বিশিষ্ট কুলীনসন্তানগণ তাঁহাদিগের ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেন না। জামুয়া মাধবসিংহবংশে সন্তোষসিংহের পুত্র রাঘবসিংহের একটী সুলক্ষণা সুন্দরী বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। মটুকঘোষ তাঁহার পুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া সম্বন্ধের প্রস্তাব করিলে রাঘবসিংহ তাহাতে সম্মত হইলেন না। মটুকঘোষ তখন বলপূর্ব্বক কন্যা লইয়া গিয়া বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাঘবসিংহ তখন কন্যা লইয়া পলায়ন করিলেন। (সিংহখণ্ডের ১৭৩ পৃষ্ঠায় বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য) রাঘবসিংহ অনাদিবর সিংহ হইতে পর্য্যায়-গণনায় ২০ পুরুষ হইতেছেন। কিন্তু সোমঘোষ হইতে মটুকঘোষের পুরুষসংখ্যা ১৪ লিখিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ মটুকঘোষের ঊর্দ্ধেও ৪।৫ পুরুষের নাম বংশলতামধ্যে দেওয়া হয় নাই। উক্তবংশীয় ভীমাপদ ঘোষ কান্দী উচ্চ-ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে কার্য্য করিতেছেন এবং উমাপদ কাঁটোয়ায় ওকালতী করেন।

নারায়ণের ৩য় পুত্র শ্রীরাম বা রামকৃষ্ণের ধারা—মণ্ডলপুরের ঘোষ

(বাস মণ্ডলপুর চুয়াডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ)।

রামকৃষ্ণ ঘোষ মণ্ডলপুরের ঘোষের আদিপুরুষ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী মণ্ডলপুরে বাস করেন। তৎকালে মণ্ডলপুর খুব প্রসিদ্ধ বৃহৎ গ্রাম ছিল। রামকৃষ্ণ হইতে পর্য্যায়ক্রমে ৯ম পুরুষের প্রথম বংশধর ব্রজমোহন ঐ জেলায় ভোলতা গ্রামে বাস করেন। ঘোষবংশের কুলদেবতা শালগ্রাম। ব্রজমোহনের নামে মুর্শিদাবাদ কালেকটরীর একখানি ধাতুনির্ম্মিত ছাড় আছে।

নবনারায়ণ রামকৃষ্ণ ঘোষের বংশ
১১ রামকৃষ্ণ
১২ পরাশর
১৩ উৎসব
১৪ পুণ্ডরীকাক্ষ
১৫ গোপাল
১৬ পার্ব্বতী
১৭ ইন্দ্রনারায়ণ
১৮ উদয়নারায়ণ
১৯ ব্রজমোহন
(বাস ভোলতা, জেলা মুর্শিদাবাদ)
২০ লোকনাথ
২১ উৎসবনারায়ণ
২২ রাধারমণ
রাধাবল্লভ
হরিদাস
২৩ অম্বিকাচরণ (ধর্ম্মদহ, নদীয়া)
পঞ্চানন
২৪গজেন্দ্র(দিনাজপুর)
যোগীন্দ্র
কুমারেশ
ক্ষিতীশ
ফণীভূষণ
শিবচন্দ্র
রাধাগোবিন্দ
রাধাশ্যাম
আশুতোষ
ফণী
রাম
মনীন্দ্র
নবকুমার
২৬অজিত
অমিয়
অনিল
নবনারায়ণ সঙ্কেত ঘোষের বংশ
১১ সঙ্কেতঘোষ (৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১২ গোবিন্দ
১৩ যাদবানন্দ
দলপতি খাঁ
১৪ রামরাম
১৫ বিশ্বনাথ
১৬ যাদবানন্দ
১৭ বিপ্রদাস
১৮ ঘনশ্যাম (পুত্র
১৯ হরিশ্চন্দ্র
কন্দর্প
২০ দুর্গাপ্রসাদ
২১ কৃষ্ণপ্রসাদ
২২ নরনারায়ণ
২৩ রাধাবিনোদ
২৪ রামসুন্দর
২৫ বলরামঘোষ
২৬ কৃষ্ণধন
রমণীমোহন
ভুজঙ্গভূষণ

(কলহপুরের ঘোষবংশ)

১১ জনার্দ্দন ঘোষ (৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

১২ বাসুদেব

১৩ মনোহর

১৪ দুর্য্যোধন

১৫ শ্রীবৎস শান্তিধর ভোলানাথ

১৬ নিধিরাম

১৭ রামচন্দ্র*

১৮ নন্দদুলাল ১৮ হরানন্দ ১৮ রাধানন্দ

১৯ মদনমোহন

১৯ ভদ্রচরণ রামমোহন

১৯ কমললোচন রামকৃষ্ণ

গৌরীশঙ্কর

২০সাতকড়ি মিছুলাল | ২০কাঙ্গালী রূপলাল লালবিহারী রাজচন্দ্র ২০দুর্গাপ্রসাদ

হরিশচন্দ্র

গৌরসুন্দর হরসুন্দর

ঈশানচন্দ্র ২১গিরিশচন্দ্র শ্রীমন্তলাল

২২ রমাপ্রসন্ন হরিপ্রসন্ন রাধিকারঞ্জন অম্বিকাচরণ কমল পার্ব্বতী

সত্যনিরঞ্জন ঈশ্বরচন্দ্র চারুকড়ি রাখালরাজ সারদাচরণ বনওয়ারী

২৩নিত্যরঞ্জন অবনীরঞ্জন

---

* ৺রসিকরায় বিগ্রহ স্থাপন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সৌকালীন ঘোষবংশের ভাব

সিংহবংশের ভাবপরিচয়কালে উক্ত হইয়াছে, ভাবের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে কুলাচার্য্যগণের নিকটে নানাপ্রকারের তালিকা রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক প্রকার ভাবের তালিকা এখানে প্রদত্ত হইল।

বংশ-পরিচয়	মহাআর্ত্তি	আর্ত্তি	সুমধ্যম	মধ্যম	সংক্ষেম্য	ক্ষেম্য
১। গ্রাম পাঁচথুপী—						
মণি	১	০	০	০	০	০
মল্লিক	১	০	০	০	০	০
রঘুরাম হাজরা	১	০	০	০	০	০
সন্তোষ হাজরা	১	০	০	০	০	০
রাধাবল্লভ কারফরমা	১	০	০	০	০	০
বংশীবদন	১	০	০	০	০	০
ধনঞ্জয় হাজরা	১	০	০	০	০	০
বৈকুণ্ঠ হাজরা	০	১	০	০	০	০
শ্রীরাম হাজরা পুরাণাবাটী	০	১	০	০	০	০
রমাপতি হাজরা পুরাণাবাটী	০	১	০	০	০	০
ভারতীবর হাজরা বাটীরবাটী	০	০	০	১	০	০
বংশীবদন জগন্নাথ	০	০	০	১	০	০
চণ্ডীদাস	০	০	০	১	০	০
যদুনাথ	০	০	০	১	০	০
অমুক	০	০	০	০	১	০
২। গ্রাম রসোড়া—						
জয়দেব	১	০	০	০	০	০
রতন	১	০	০	০	০	০
সদানন্দ	১	০	০	০	০	০
হৃষীকেশ (ছান্দাবাটী)	০	১	০	০	০	০
ত্রিলোচন	০	০	০	১	০	০
সুফল	০	০	০	০	১	০
ঈশ্বর	০	০	০	০	১	০
৩। গ্রাম জয়যান—						
উচিতকুল রামগোপাল	১	০	০	০	০	০
ঐ বলরাম	০	১	০	০	০	০

বংশ-পরিচয়	মহাজাত	জাত	[illegible]	মধ্যম	সংকোপ্য	কোপ্য
কবীন্দ্র	০	১	০	০	০	০
হাজরা ভার্গব	০	০	০	১	০	০
সিংহেশ্বর	০	০	০	১	০	০
নেউগী (অপরাজিত)	০	০	০	০	১	০
৪। কুলাই দমুজারি	০	০	১	০	০	০
ঐ পুরুষোত্তম	০	১	০	০	০	০
ঐ মধুসূদন	০	০	০	১	০	০
ঐ নিত্যানন্দ	০	০	০	১	০	০
ঐ কমল	০	১	০	০	০	০
ঐ চৈতন্ত	০	১	০	০	০	০
ঐ শচীনন্দন	১	০	০	০	০	০
ঐ কিশোর	০	১	০	০	০	০
ঐ নীচে রাজারাম	১	০	০	০	০	০
ঐ ঐ গৌরীকান্ত	১	০	০	০	০	০
ঐ ঐ শ্যামদাস	০	১	০	০	০	০
রমাকান্ত	০	০	০	০	০	১
৫। জয়যান—আকুতা	০	০	১	০	০	০
৬। শক্তিপুর	০	০	১	০	০	০
৭। ঘোষবাগেশ্বর	০	০	০	১	০	০
৮। ঘোষকালী	০	০	০	১	০	০
৯। পলিশা	০	০	০	১	০	০
১০। বাসুপাড়া	০	০	০	১	০	০
১১। নন্দীবাগেশ্বর	০	০	০	১	০	০
১২। রুহা	০	০	০	১	০	০
১৩। বরকুণ্ডা	০	০	০	১	০	০
১৪। বাটিত্তরা	০	০	০	১	০	০
১৫। নবনারায়ণ	০	০	০	০	১	০

উত্তররাঢ়ীয়-কায়স্থ-হিতকরী-সভার গণনানুসারে সৌকালীন গোত্র ঘোষবংশের বাসস্থান।

বংশ ও ধারা	বাসস্থান

১। মণি—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী, জয়পুর ও কান্দী-জীবধরপাড়া। বীরভূম জেলায় চাঁদপাড়া। হুগলি জেলায় বালি।

২। মল্লিক—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী ও ছাতিনাকান্দী। হুগলি জেলায় বাঁশবেড়ে। বর্দ্ধমান জেলায় বিরামপুর।

৩। পুরানবাটীর হাজরা—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী ও কান্দী-জীবধরপাড়া। বীরভূম জেলায় বেণুর, মেহগ্রাম ও হরিশাড়া। বর্দ্ধমান জেলায় ভুবা, চাণক, মোহনপুর, জিয়ারা ও খটনগর।

৪। বংশীবদন—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী, কান্দী-প্রভাকরপাড়া, ছাতিনাকান্দী, বালিয়া, গোপীনাথপুর ও বহরমপুর। বীরভূম জেলায় জগধরী, গয়তা ও বাতিকার। হুগলি জেলায় সেওড়াফুলী। বর্দ্ধমান জেলায় গোপথাঁজি, কালিকাপুর ও বহড়ান। যশোহর জেলায় মণ্ডলগাঁতি। দিনাজপুর জেলায় জগদল। পূর্ণিয়া জেলায় শগুনিয়া, কান্ধারিয়া ও কুর্শিনারায়ণ-পুর। পাটনা জেলায় মসালাপুর ও রমনা। কলিকাতা ও পাইকপাড়া। ভাগলপুর জেলায় চৌকিনিয়ামৎপুর, তগেপুর, জগদীশপুর, লক্ষ্মীপুর, বড়গাঁ, খয়রা, রামীকিতা, বাজা, গচিয়া, পাঠকডিহি ও সাবলপুর। সাঁওতাল পরগণায় সয়দাপুর ও কৈলা।

৫। বৈকুণ্ঠবাটীর হাজরা—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী ও বেলে। হুগলি জেলায় শিবপুর ও বালি। বীরভূম জেলায় জগধরী, পাইকপাড়া, মেহগ্রাম ও কুড়ুমগ্রাম। যশোহর জেলায় দেবিদাসপুর। দিনাজপুর জেলায় চেঁচরা।

৬। বাটীর বাটীর হাজরা—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী, কান্দী-জীবধরপাড়া ও হিলোড়া। বীরভূম জেলায় মেহগ্রাম, রতনপুর, ধল্লা ও বেণুর।

৭। হরিহর কারফর্ম্মা—ভাগলপুর জেলায় চৌকি নিয়ামৎপুর (উপস্থিত সেওড়াফুলি)। বীরভূম জেলায় কোঁপা।

৮। লোকনাথ কারফরমা—মেদিনীপুর জেলায় ময়রা।

৯। গরুড়—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী ও রূপপুর। বর্দ্ধমান জেলায় সিওর।

১০। পাচথুপীর ঘোষ—বগুড়া জেলায় গোপীনাথপুর। দিনাজপুর জেলায় খামরুয়া। মালদহ জেলায় মঙ্গলবাড়ী, বাচামারী, মালদহ, শর্ব্বরী ও সাহাপুর।

বংশ ও ধারা　　　　বাসস্থান

ভাগলপুর জেলায় দাউদবাট। সাঁওতাল পরগণা জেলায় সায়দাপুর। বাঁকুড়া জেলায় ডোঞানল।

১১। উচিত খাঁ রামগোপাল—মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজাগঞ্জ, জযান, রসড়া, সয়দাবাদ, বালিয়া ও পাকুড়ডাঁই। বীরভূম জেলায় হরিশাড়া। হুগলি জেলায় শিবপুর। যশোর জেলায় খানপুর।

১২। ঐ বলরাম—মুর্শিদাবাদ জেলায় জযান, দক্ষিণ রসড়া, বাঘডাঙ্গা, বেলিয়া ও জোতকমল। বর্দ্ধমান জেলায় বহড়ান, হুগলি জেলায় শিবপুর। ২৪ পরগণা জেলায় পাইকপাড়া।

১৩। কবীন্দ্র—মুর্শিদাবাদ জেলায় জযান। বীরভূম জেলায় হরিশাড়া, পাইকপাড়া, রাই-পুর, বোলপুর, সিউড়ি ও বাতিকার। বর্দ্ধমান জেলায় মাহাতা। মেদিনী-পুর জেলায় কুমারআরা। যশোহর জেলায় ব্রাহ্মণডাঙ্গা। কলিকাতা।

১৪। সিংহেশ্বর—মুর্শিদাবাদ জেলায় জযান। বীরভূম জেলায় কাবিলপুর, গয়তা ও মেহগ্রাম। মেদিনীপুর জেলায় কুমারআরা।

১৫। হাজরা ভার্গব—মুর্শিদাবাদ জেলায় জযান ও কান্দি-জীবধরপাড়া, ভাগলপুর জেলায় চৌকী নিয়ামতপুর(উপস্থিত যোগসর)। যশোর জেলায় ধোঞাইল

১৬। বামন মুর্শিদাবাদ জেলায় সিঙ্গারি। বর্দ্ধমান জেলায় গোতিষ্ঠা ও সিওর। মেদিনীপুর জেলায় কুমারআড়া ও বাকুলদা।

১৭। জযানের ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় খৈরাটি। বীরভূম জেলায় কুড়্মসা। বর্দ্ধমান জেলায় হরিবাটী। ভাগলপুর জেলায় মিলকি ও চোঢ়ন। পূর্ণিয়া জেলায় রোহিয়া, সুজাপুর ও বেলাগঞ্জ।

১৮। কুলাই শচীকুল—বর্দ্ধমান জেলায় কুলাই, সুড্ডা ও বহড়ান। মুর্শিদাবাদ জেলায় জযান, রসড়া, জেমোরঘুনাথপুর, ও ভূমিহর। বীরভূম জেলায় আলিগ্রাম, গয়তা ও চাঁদপাড়া। কলিকাতা। যশোহর জেলায় পুড়াপাড়া, মাদিয়া ও দুর্ব্বাডাঙ্গা। সাঁওতাল পরগণা জেলায় রাজমহল। দিনাজপুর জেলায় খুলাই।

১৯। ঐ মীন—বর্দ্ধমান জেলায় কুলাই, জগদানন্দপুর, ও বৈষ্ণবতলা। ২৪ পরগণার কাশীপুর। মুর্শিদাবাদ জেলায় জেমোরঘুনাথপুর ও ছোট কাপসা। বীরভূম জেলায় লাঙ্গলহাটা। যশোর জেলায় রামনগর।

২০। ঐ কিশোর—বীরভূম জেলায় লাঙ্গলহাটা। হুগলী জেলায় সেওড়াফুলি।

২১। ঐ কমল—দিনাজপুর জেলায় দিনাজপুর-রাজবাটী, রাজগঞ্জ, বড়বন্দর, সহর দিনাজ-পুর ও দামুর।

বংশ ও ধারা — বাসস্থান

২২। কুলাই পুরুষোত্তম—বর্দ্ধমান জেলায় কুলাই। বীরভূম জেলায় আলিগ্রাম। হুগলী জেলায় রাজহাট। যশোর জেলায় সৈয়দমামুদপুর।

২৩। কুলাই ঘোষবংশ—মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি, রাধাবাজার। বীরভূম জেলায় পাইকপাড়া, সীতারামপুর, হেতমপুর, নবসন, রাইপুর ও বগতোর। নদীয়া জেলায় বেতাই। পূর্ণিয়া জেলায় বেলাচাঁদ। মুঙ্গের জেলায় লক্ষণপুর ও হরিবংশপুর। ভাগলপুর জেলায় মস্তনবরারিপুর, ডিহ, তাড়োর ও মাঝিয়ারা।

২৪। সানন্দ—মুর্শিদাবাদ জেলায় দক্ষিণ রসড়া, কান্দিজীবধরপাড়া ও বেলিয়া। বর্দ্ধমান জেলায় বহড়ান। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর (উপস্থিত পাচঘরা)। যশোর জেলায় চাঁচড়া। কলিকাতা। ভাগলপুর জেলায় আদমপুর দিনাজপুর জেলায় রাজগঞ্জ ও মুলাইবাড়ী। বীরভূম জেলায় মিত্রপুর।

২৫। জয়দেব—মুর্শিদাবাদ জেলায় উত্তর রসড়া ও পাচথুপী। কলিকাতা।

২৬। হৃষীকেশ (ছাঁদাবাড়ী)—মুর্শিদাবাদ জেলায় উত্তর রসড়া ও কৈয়র। বর্দ্ধমান জেলায় বিরামপুর।

২৭। ত্রিলোচন—মুর্শিদাবাদ জেলায় খাসপুর, হিলোড়া ও জোতকমল। বর্দ্ধমান জেলায় মাহাতা। বীরভূম জেলায় গয়তা, বালিগুড়, চন্দনপুর ও রাইপুর। ভাগলপুর জেলায় মুকসেদপুর। মালদহ জেলায় কালীগঞ্জ।

২৮। কুলপতি—ভাগলপুর জেলায় সিংহনান্।

২৯। শুকল—মুর্শিদাবাদ জেলায় উত্তর রসড়া, হিলোরা, তাঁতিবিড়োল, বহরমপুর ও পাকুরডাঁহি। বীরভূম জেলায় কুড়ুমগ্রাম, কনকপুর ও বাজিগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় ছুবা ও লাখুরিয়া। সাঁওতাল পরগণা জেলায় জালাল-পুর। মালদহ জেলায় দরবারপুর ও খিদিরপুর।

৩০। রসড়া ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় ছোটকাপসা। বীরভূম জেলায় মাড়কোলা, বর্দ্ধমান জেলায় মোহনপুর। মুঙ্গের জেলায় লক্ষণপুর ও পিপরা। পূর্ণিয়া জেলায় কল্কারিয়া ও বেলাগঞ্জ। ভাগলপুর জেলায় চোড়ণ, বরারি, সুজাপুর, মনোহরপুর, মুখেরিয়া, ডুমরামা, বড়গাঁ, খয়রা কসবা, তাড়োর, ভূড়িয়া, সাবলপুর ও কচমচিয়া।

৩১। রসড়ার ঘোষ খাঁ—বীরভূম জেলায় বহড়া।

৩২। যুধিষ্ঠির (হেঁড়ামেঘ)—মুর্শিদাবাদ জেলায় নন্দাবাণেশ্বর, কান্দাজাবধরপাড়া,

বংশ ও ধারা বাসস্থান

মেলেনী-মহামপুর, কেন্দুয়া ও জোতকমল। বীরভূম জেলায় পাইকপাড়া, বহড়া, চুড়্মগ্রাম, গুমতা, মদীয়ান, রঘুনাথপুর ও মামুদপুর। বর্দ্ধমান জেলায় খাজুরডিহি। যশোর জেলায় মাদিয়া, খড়কি ও দেবিদাসপুর। মালদহ জেলায় গিলাহবাটী। সাঁওতাল পরগণা জেলায় গোয়ালখোর।

৩৩। চূড়ামণি—মুর্শিদাবাদ জেলায় বাটতরা ও হিলোড়া। বীরভূম জেলায় হরিশাড়া।

৩৪। জটাধর—ভাগলপুর জেলায় চৌকিনিয়ামৎপুর, মসকন্ বরারিপুর, বরারি, রাজাপুর, মহিয়ামা, মনসুরকিতা ও লছমীপুর।

৩৫। মালাধর—ভাগলপুর জেলায় সিংহনান্, লছমীপুর, বড়গাঁ, খয়রা, কসবা, ডিসারত, শকরামা ও সাবলপুর। সাঁওতাল পরগণা জেলায় বেহরাডিহি।

৩৬। শক্তিপুরের ঘোষ—মুঙ্গের জেলায় ধৌনি ও লক্ষ্মণপুর। ভাগলপুর জেলায় চোড়ণ। পুর্ণিয়া জেলায় চাঁদপুর। মালদহ জেলায় গিলাহবাটী।

৩৭। গরুড়েশ্বর (রুহা)—মুর্শিদাবাদ জেলায়, বীরভূম জেলায় বণীওড়। বাঁকুড়া জেলায় পাত্রখাথরা। মেদিনীপুর জেলায় গোপালনগর। হাবড়া জেলায় গাজিপুর, দুর্লভপুর ও কাঞ্চিভুয়েরা।

৩৮। কাশীশ্বর (টগরা)—মুর্শিদাবাদ জেলায় রুহা, টগরা ও শ্রীকৃষ্ণপুর। বীরভূম জেলায় কুড়্মগ্রাম, চন্দ্রহাট ও রাইপুর। ভাগলপুর জেলায় চৌকিনিয়ামৎপুর, মুখেরিয়া ও চোড়ণ। মুঙ্গের জেলায় লক্ষ্মণপুর।

৩৯ মণ্ডল ভরত (বরকুণ্ডা)—হাবড়া জেলায় মাতো, গাজিপুর, বারগাজিপুর ও খাশোর। মেদিনীপুর জেলায় যশরা, গোপালনগর ও বাসুদেবপুর। পূর্ণিয়া জেলায় বিজৌলী। বাঁকুড়া জেলায় ডোঞানল। সাঁওতাল পরগণা জেলায় মাথাকেশ। ভাগলপুর জেলায় সুজাপুর, ভুড়িয়া, কুণৌনি ও বিহপুর। মুঙ্গের জেলায় তারাপুর, লক্ষ্মণপুর, বেগমসরাই ও হরিবংশপুর।

৪০। মণ্ডল ভরত—মুর্শিদাবাদ জেলায় বিন্দারপুর। বীরভূম জেলায় হারানন্দপুর ও বরা। যশোর জেলায় গাদগাছি।

৪১। শুক্লাম্বর (আকুতা)—মুর্শিদাবাদ জেলায় জেমো বিশ্বাসপাড়া ও সাঁপলদহ। বীরভূম জেলায় দাসপলসা। বর্দ্ধমান জেলায় বিরামপুর ও কাঁটোয়া।

৪২। রত্নাকর (সাবলপুর)—মুর্শিদাবাদ জেলায় সাবলপুর। বীরভূম জেলায় মেহগ্রাম, দাস-কলগ্রাম, বোন্তা ও বেলুন। বর্দ্ধমান জেলায় দত্তবাটী ও

বংশ ও ধারা বাসস্থান

গোঁয়া। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর। মেদিনীপুর জেলায় যশরা। বগুড়া জেলায় বড়তারা।

৪৩। মালাধর (ঘোষ বাগেশ্বর)—মুর্শিদাবাদ জেলায় হিলোড়া, কৈয়র ও তাঁতি-বিয়োল। বীরভূম জেলায় আমডোল। পূর্ণিয়া জেলায় চাঁদপুর। ভাগলপুর জেলায় সুজাপুর ও চোঢ়ণ। মুঙ্গের জেলায় পিপরা, ধৌনি, লক্ষ্মণপুর ও হরিবংশপুর।

৪৪। দক্ষিণার্ক (ঘোষকান্দি)—মুর্শিদাবাদ জেলায় ঘোষকান্দি ও জালালপুর। বীরভূম জেলায় রসা, কেমপুর ও ভালাস। বর্দ্ধমান জেলায় শিরপাড়া ও ছুৰা। মালদহ জেলায় কালীগঞ্জ। সাঁওতাল পরগণা জেলায় সরৈয়া। ভাগলপুর জেলায় বরারি, রূপসা, কসবা, ইটারি, ভুরিয়া, কুসমাহা, সিংহনান্, বিহিপুর ও লক্ষ্মণপুর।

৪৫। তেজঘোষ (মগরা)—বীরভূম জেলায় গহিলআরা। ভাগলপুর জেলায় বিহিপুর, সিংহনান্, ভুমরামা ও ধনবৈ।

৪৬। অনিরুদ্ধ ঘোষ (পলিশা)—মুঙ্গের জেলায় লক্ষ্মণপুর।

৪৭। উদয় (বাপুপাড়া)—বর্দ্ধমান জেলায় ছুৰা। বাঁকুড়া জেলায় ডোঞানল। মেদিনী-পুর জেলায় গোপালনগর। হাবরা জেলায় শুমোডাঙ্গা, আঁইয়ে ও মল্লিকা।

৪৮। অলঙ্কার (গুরুলিয়া) মুর্শিদাবাদ জেলায় গুরুলিয়া ও নেহালিয়া।

৪৯। বালুটের ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় হিলোড়া। বীরভূম জেলায় কলহপুর ও বাতিকার। সাঁওতাল পরগণা জেলায় গোয়ালখোর ও আজনা। মুঙ্গের জেলায় লক্ষ্মণপুর। ভাগলপুর জেলায় চোঢ়ন ও কুসমাহা। পূর্ণিয়া জেলায় ভাটা। বর্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া।

৫০। মটুক (মায়ুরা)-মুর্শিদাবাদ জেলায় টগরা, রুদ্রবাটী, পুণ্যো, গোকর্ণ ও মাসলা। বীরভূম জেলায় বিপ্রশিখর, হরিপুর, গরগরা, সুখবাজার ও টিকরবেতা। পূর্ণিয়া জেলায় নবগ্রাম, মালদহ জেলায় গিলাহ-বাটী ও শিবগঞ্জ। দিনাজপুর জেলায় আমিনপুর। কলিকাতা।

৫১। ছনার ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় জেমো রঘুনাথপুর, রুদ্রবাটী, গোকর্ণ, খোস-বাগপুর, আলুগ্রাম, জোতকমল, লালবাগ ও সাগলসই। বর্দ্ধমান জেলায় গতিষ্ঠা, ভিন্‌ভিন্ গোপালনগর, শিলাকোট, ধনকোরা ও খটনগর। বীরভূম জেলায় শ্রীরামপুর, গুমতা, মাড়কোলা, অভিরামপুর,

বংশ ও ধারা — বাসস্থান

ময়নাডাল, কাঁকুটিয়া, রূপপুর, গোপালপুর, ভালাস, লাঙ্গলগ্রাম, পুতুণ্ডা, কুড়ুমসা, ওলকুণ্ডা, বহড়া ও হুনা। ভাগলপুর জেলায় মসকন, বরারিপুর। নদীয়া জেলায় গভীপুর। যশোর জেলায় ঘুল্লিয়া।

৫২। ঠাকুরপুরের ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাঁচথুপী দক্ষিণপাড়া, জোতকমল, কালমেঘা ও ঘাটবন্দর। বীরভূম জেলায় হরিপুর, কাঁটাশোলা, খয়রাশোল, কেন্দগড়ে, ধ্রুববাটী, ব্রাহ্মণপাড়া ও ভালাস। বর্দ্ধমান জেলায় মাহাতা, বালিডাঙ্গা, ভিন্‌ভিন্ গোপালপুর ও রামনগর। মালদহ জেলায় বাচামারী ও রতুয়া। মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি আঠিলাগরী। বাঁকুড়া জেলায় তেল্লা, বহলোলপুর ও চাঁদগ্রাম।

৫৩। চোঞ্চাতোরের ঘোষ—বাঁকুড়া জেলায় বৈতল। মেদিনীপুর জেলায় সহর-মেদিনীপুর ছোটবাজার ও মানপুর (চন্দ্রকোণা)। বর্দ্ধমান জেলায় কাশীয়ারা ও জিয়ারা।

৫৪। মণ্ডল আর্গার ঘোষ—বীরভূম জেলায় সুগর। যশোর জেলায় নান্দরা। মেদিনীপুর জেলায় তমলুক। বাঁকুড়া জেলায় বৈতল ও মান্দরা।

৫৫। মণ্ডলপুরের ঘোষ—মুর্শিদাবাদ জেলায় পাচথুপী, ভোলতা, পোপাড়া ও বেওয়া। বীরভূম জেলায় পাইকপাড়া, নবসন্ ও জামালপুর। নদীয়া জেলায় ধর্ম্মদহ। বগুড়া জেলায় গোপীনাথপুর।

৫৬। রাতুনার ঘোষ—বীরভূম জেলায় পুরাণগ্রাম ও দুর্গাপুর।

৫৭। নবনারায়ণ—বর্দ্ধমান জেলায় বহড়ান।

৫৮। গোপাল (সোল্‌নার ঘোষ)—বীরভূম জেলায় মালঞ্চি।

৫৯। চল ঘোষ (পাত্তাণ্ডা)—মুর্শিদাবাদ জেলায় বিন্দারপুর, সুদিপুর, গোবরহাটী, ভরতপুর, সেচাপরা ও কৈয়র। বীরভূম জেলায় বিলাসপুর, হরিপুর, বাত্তিকার, বড়রা, বরা, রাইপুর, ওলকুণ্ডা, তারাচী, আলিগ্রাম, দত্তবগড়োর ও ঢিবা। বর্দ্ধমান জেলায় কলরাণপুর, রাজুর, রতনপুর, মাঝেরগ্রাম ও পালিটা। ভাগলপুর জেলায় মনোহরপুর, সিংহনান, ওরে, রামীকিতা, রতনপুরা ও বিহিপুর। সাঁওতাল পরগণা জেলায় কৈলা। পূর্ণিয়া জেলায় চাঁদপুর। মালদহ জেলায় কমলপুর। দিনাজপুর জেলায় খামরুয়া। বাঁকুড়া জেলায় ছাতিনা দুবরাজপুর ও [illegible]।

পঞ্চম অধ্যায়

মৌদ্গাল্য দাসবংশ

উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"মৌদ্গল্যবীজো পুরুষোত্তমাখ্যঃ, তস্মাৎ কবীন্দ্র কুলকরদত্তঃ।
তস্মাদ্দত্ত বিক্রমনামধারী, তস্মাচ্চ বিশ্বম্ভর কক্ষজারি।
তস্মাদ্ গদাধর নৈকষ্যকক্ষঃ, তস্মাদ্দত্তদাসো দামোদরাখ্যঃ।
তস্মাজ্জাতঃ সুতো কবিরামদাসঃ, সরস্বতীখ্যাতিঃ ভুবি প্রকাশঃ।
রামদাসসুতাবেতৌ বিশ্ববিখ্যাতকক্ষকৌ। জ্যেষ্ঠো হরিহরশ্চৈব গঙ্গাধরঃ ততঃ পরম্।"

ঘটককেশরীর উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকায় লিখিত আছে—

"পুরুষোত্তমসুতো জাতঃ কবীন্দ্র রামদাসকঃ। তৎসুতো বিক্রমো জাত স্তৎপুত্রো শ্রীদামোদরঃ।
দামোদরস্য তনয়ো রামদাস-সরস্বতী। ক্রিয়াবান্ গুণসম্পন্নো মৌদ্গল্যকুলভূষণঃ॥
রামদাসসুতাবেতৌ বিখ্যাতৌ গুণপূর্ণিতৌ। জ্যেষ্ঠ হরিহরশ্চৈব গঙ্গাধরো কনিষ্ঠকঃ॥
বহড়ানেশ্বরো শ্রীমান্ দাস হরিহরঃ সুধীঃ। নবগ্রামগতঃ পশ্চাৎ দাসো গঙ্গাধরাখ্যকঃ॥
গঙ্গাধরসুতাবেতৌ অনন্তকাপড়িদাসো। অনন্তোত্তর দিশাগতো পাইকপাড়াবনাস্কুতঃ॥
কনিষ্ঠো কাপড়ি শ্রীমান্ মধ্যরাঢ়ে কুলেশ্বরঃ। কাপড়েস্ত সুত জাতা ষট্পুত্রা কক্ষবিখ্যাতাঃ॥
মাধবঃ সাধবশ্চৈব শ্রীরঙ্গস্তদনন্তরং। নীলাম্বরস্ততঃ জ্ঞেয়ো মার্কণ্ডেয়স্ততঃপরম্॥
বনমালী ততো জাতঃ এতে কাপড়িপুত্রকাঃ। মাধবদাসে বিখ্যাত নবগ্রামকসংজ্ঞকঃ॥
ততো কৃতং গ্রামসংজ্ঞা সুরুড়া মহীপতিপুরং। সাধব মলড়াশ্চৈব পরতো কুজুড়াগতঃ॥
শ্রীরঙ্গাং জামনাশ্চাদৌ পলসা বামনিস্তথা। গ্রামাস্তেতানি বিখ্যাত কক্ষানি ত্রিবিধা মতাঃ॥
নীলাম্বরো কলগ্রামে কেমপুরাঞ্চ সাজড়া। উইপুর ততস্তের এতে চত্বারসংজ্ঞকাঃ॥
মার্কণ্ডেয়ঃ গতো দেশং যশোরং নিজদেশতঃ। বনমালী বংশহীনশ্চৈতে কাপড়িপুত্রকাঃ॥"

উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকায় লিখিত আছে—

"পুরুষোত্তমসুত দাস কবীন্দ্র। তৎসুত বিক্রম নিজ কুলচন্দ্র॥
তৎসুত বিশ্বম্ভর গুণধাম। তৎসুত দাস গদাধর রায়॥
তৎসুত দামোদর কৃতকাম। তৎসুত দাস সরস্বতী রায়॥
রামাত্মজবর হরিহর দাস। পুণ্যভূমি বহড়ান নিবাস॥
তদনুজ গঙ্গাধর বর গণনে। নবগ্রামগত গঙ্গাসদনে॥

স্থানান্তরং—

হরিহরদাস স্থিতি বহড়ান, রামআজ্ঞায়স্থানে স্থান।
তদ্বংশে মন্দারি নিবাস, পিতৃসম্পাতে কক্ষাহ্রাস।
কুণ্ডল নিবসতি পিণ্ডং ভুক্ত্বা, গঙ্গাগণ্ডুষসরোজযুক্তা।
কেবল কক্ষাংশে বহড়ান গ্রাম, নগাঁ নিবসতি গঙ্গাধাম।
গঙ্গাধরতনয়াবেতৌ, দাসানন্তো কাপড়িকেতৌ।
দাসানন্তো উত্তরদেশে, পট্টনপংক্তি কুলমহী শেষে।
পক্ষত্রয়ং গত ধারা বক্র, মিত্রে সিংহে বিষ্ণুতে শুক্র।
তস্মাৎ কাপড়িসুত কুলত্যাগী, পক্ষশেষে গত কক্ষবিরাগী।
কাপড়িদাসাৎ ভূবিষ্ঠ পুত্রাঃ, দেশে কুলবর চতুর পুত্রাঃ।
দেশান্তরগত শেষে যুগলং, দেশস্থানে কুল বিমলং।
আদৌ সুতবরঃ মাধবদাস, তদনুজ সাধব কুলমধ্যাংশ।
তদনুজ শ্রীরঙ্গো কুলরঙ্গ, কক্ষমুখ্যাংশে কৃতভঙ্গ।
তদনুজ নীলাম্বর বরকক্ষা, শম্বারেতে কুলকররক্ষা।
তদনুজ মার্কণ্ডেয় বিরাগী, বসতি যশোর দেশত্যাগী।
তদনুজ কাপড়িসুত বনমালী, গত মহীজঙ্গল দেশনবালি।
মাধবদাসার্জ্জিত মহী সুরুড়া, বিখ্যাতাবনী কক্ষ রূঢ়া।
পিতৃগুণ বরমহী মাধবদাসে, তদনুজ মহীপতিপুর কক্ষাংশে।
তদনুজ ন্যূনে খরবনিরবনি, নহি গুরুদোষে কক্ষা দাপনি।
মাধবদাসার্জ্জিত মহী সুরুড়া, মধ্যমকক্ষা বুলে কুজুড়া।
শ্রীরঙ্গাবনি মূলে জামনা, ভূয়ং কক্ষাংশে কুলবিমনা।
তদাত্মজ বুলে খরবনিরবনি, গুরুদোষে নহি কক্ষা দাপনি।
তস্মাৎ হলধর জামনাত্যাগী, বামন মহীগত কুলবিরাগী।
তদন্থ চ পলসা কুলমধ্যাংশে, রত্নাকর মহী শ্রীরঙ্গবংশে।
তদন্থ চ নীলাম্বর মহীধামা, কলাধরনামা মোক্ষকামা।"

মৌদ্গাল্য দাসবংশ-বিবরণ

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, প্রতীচী হইতে যে পাঁচজন কায়স্থ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, পুরুষোত্তম দত্ত তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"সিংহঘোষাবঘোধ্যায়াং দাসশ্চ মথুরাপুরাৎ।
মায়াপুরীং পরিত্যজ্য মিত্রদত্তৌ তথা যযুঃ॥"

অর্থাৎ অনাদিবর সিংহ এবং সোমেশ্বর ঘোষ অযোধ্যা হইতে, পুরুষোত্তম দত্ত (দাস) মথুরা হইতে এবং সুদর্শন মিত্র ও দেবদত্ত মায়াপুরী বা হরিদ্বার হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের কুলক্রমাগত উপাধি 'দত্ত' হইলেও মথুরাবাসনিবন্ধন তাঁহার হরিভক্তি স্বাভাবিক ছিল, এই কারণে সম্ভবতঃ তিনি আপনাকে 'দাস' বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, অথবা পরবর্ত্তী কালে রামদাস সরস্বতীর 'দাস' উপাধিগ্রহণের পরে কুলপঞ্জিকার ব্যবস্থা হওয়ায় কুলাচার্য্যগণ মৌদগল্য পুরুষোত্তমকে 'দাস' আখ্যা দিয়াছেন কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। পুরুষোত্তম গৌড়ে আগমন করিলেও স্বীয় পূর্ব্ববাস মথুরার নাম বিস্মৃত হন নাই। রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানের নাম রাখা হইল মথুরা। উক্ত মথুরাগ্রাম কর্ণসুবর্ণ হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ও গোকর্ণ হইতে ১৷০ মাইল পূর্ব্বে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

পুরুষোত্তমের বাসস্থান এই মথুরাগ্রামে নির্দ্দিষ্ট হইলেও এতদঞ্চল গোকর্ণমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী হওয়ায় রাণা অনাদিবরের শাসনাধীন হইয়া পড়িল। সুতরাং পুরুষোত্তম বহড়ান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের আধিপত্য লাভ করিয়া তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

কান্দী-রাজবাটীর সিংহবংশকারিকা অনুসারে দেখা যায়, সন ২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রাজা 'আদিত্যশূরের' মন্ত্রী বলভদ্র রাণা অনাদিবর সিংহকে সিংহপুরে সামন্তরাজরূপে স্থাপন করিয়া প্রত্যেক ডিহির প্রধান ২ ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া জ্ঞাপন করেন যে, অনাদিবর সিংহকে সমস্ত রাজশক্তি প্রদান করা হইয়াছে, প্রজাসাধারণ যেন তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করে। ঐরূপ সোমঘোষকে জয়বান গ্রামে সামন্তরাজরূপে অধিষ্ঠিত করিয়া মন্ত্রী মহাশয় তথা হইতে বহড়ান গ্রামে উপনীত হইলেন। এ সম্বন্ধে উক্ত কারিকায় লিখিত রহিয়াছে :—

> "বিদায় হইয়া মন্ত্রী গজেতে উঠিল। উপঢৌকনাদি ভৃত্যগণে নৃপ দিল ॥
> সঙ্গের সকল লোকের করিলা সম্মান। উপনীত হইলেন গ্রাম বহড়ান ॥
> পুরুষোত্তম দাস দেখি মন্ত্রিবরে। আগুসরি লইয়া আইল নিজ ঘরে ॥
> স্নানাহার করি প্রজা বোলাইঞা। রাজ্যার্পণ আচরিল হরষিত হৈঞা ॥
> গ্রামে গ্রামে ডঙ্কা দিয়া ঘোষণা করিল। প্রজাগণ প্রতি সব উপদেশ দিল ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে—পুরুষোত্তম একজন সামন্তরাজ হইয়াছিলেন। রাজা হইলেও তাঁহার বংশে সকলেই হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন বলিয়া রাজস্বভাবসুলভ অহঙ্কার উক্ত বংশে ছিল না। পুরুষোত্তম হইতে ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন দামোদর দত্ত স্বীয় নামের শেষে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিতেন, এ নিমিত্ত তাঁহার নামে দামোদরদত্তদাস উল্লেখ দেখা যায় দামোদরের পুত্র সুবিখ্যাত রামদাস হইতে তাঁহার অধস্তন পুরুষগণ আর কেহই 'দত্ত' শব্দ ব্যবহার করেন নাই, সকলেই স্ব স্ব নামের অন্তে 'দাস' শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই 'দাস'

শব্দ ব্যবহারে কায়স্থবিদ্বেষীরা পুরুষোত্তমের বংশধরগণকে শূদ্র বলিতে পারেন, কিন্তু ... গ্রন্থে এই দাস-শব্দ ব্যবহারের কারণ স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে ঃ—

> "হরিতে ভকতি বড় মৌদগল্যনন্দন।
> দাস বুলি ডাকে তারে শুন সর্ব্বজন ॥"

নিম্নে পুরুষোত্তমের আদ্য বংশলতা প্রদত্ত হইল—

মৌদ্‌গল্য দাসবংশ

১ পুরুষোত্তম দত্ত
২ গোবিন্দ দত্ত (কবীন্দ্র)
৩ বিক্রম দত্ত
৪ বিশ্বম্ভর দত্ত
৫ গদাধর দত্ত
৬ দামোদর দত্ত দাস
৭ কবি রামদাস সরস্বতী

৮ হরিহর দাস (৩ গ্রাম) গঙ্গাধর দাস

৯ মহীপতিদাস শঙ্কর(মান্দারি) অনন্তদাস(পাইকপাড়া) কাপুড়িদাস (১৪ গ্রাম)

১০ রবিদাস ১০কবিদাস (বহড়ান ঠাকুরস্থত্র) সপুরুষোত্তম উদ্ধারণ মণ্ডল গণপতি (মণ্ডলস্থত্র)

১১ বিজয়রাম কন্দর্প জনার্দ্দন গুণাকর বিশ্বেশ্বর (কাশীশ্বর)

১২ অনিরুদ্ধ(বিশ্বম্ভর) অমৃতলাল(মাড়কোলা) হৃদয়ানন্দ অযোধ্যারাম(অজয়দাস
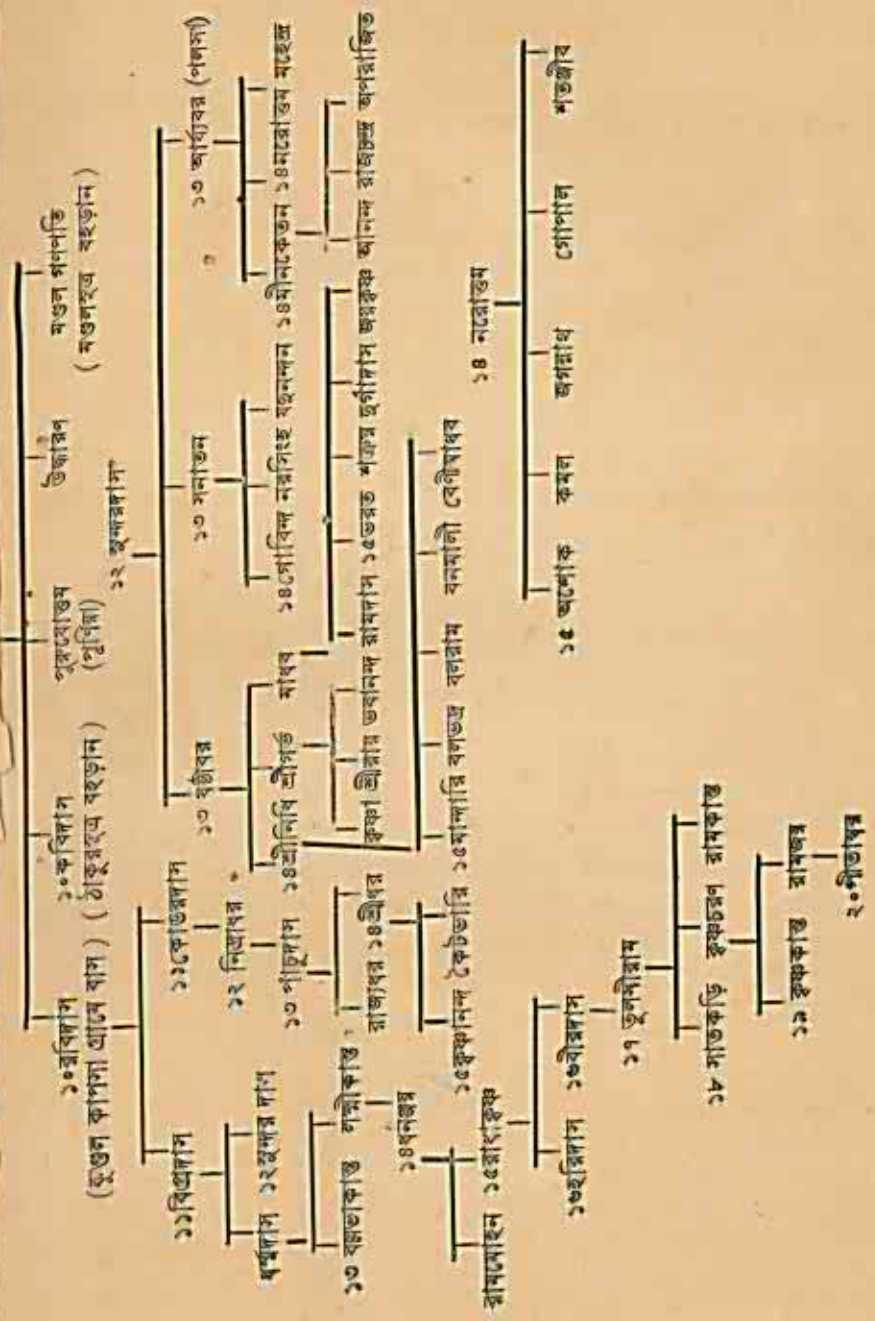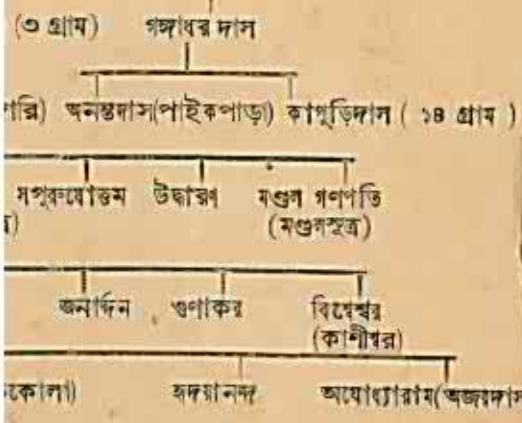
প্রাতঃস্মরণীয় পরম ভাগবত রামদাস সংস্কৃতবিদ্যায় বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপ ছিলেন, এজন্য তিনি 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে প্রথম কবি জয়দেব গোস্বামী বা তৎসমসাময়িক গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেন ও কান্দীর রাজা বনমা সিংহের জন্মের অন্ততঃ এক শতাব্দ পূর্ব্বে রামদাসের অদ্ভুত বৈরাগ্য এতদ্দেশে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উক্তি 'তৃণাদপি' রামদাসের চরিত্রে পরিস্ফুট ছিল। ঐশ্বর্য্য এবং আধিপত্য পাইলেও তিনি নিজেকে হীনভাবেই দেখাইয়া গিয়াছেন। এই দাস উপাধি ধারণ তাহার একটী দৃষ্টান্ত। আর একটী অতি অদ্ভুত আদেশ রামদাস তাঁহার বংশধরগণের প্রতি দিয়া গিয়াছেন। অহঙ্কার ও ভোগস্পৃহা নিবারণকল্পে ও ভবিষ্য বংশধরগণের কুশলকামনায় তিনি তাঁহার বাসভূমি বহড়ান গ্রামের সীমা মধ্যে দেবালয় ব্যতীত অপর কোনও ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বংশধরগণ এখনও পর্য্যন্ত ভক্তিসহকারে উক্ত আদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন।

রামদাস সরস্বতীর দুই পুত্র হরিহর ও গঙ্গাধর। রামদাস স্বীয় জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠপুত্র হরিহরের প্রতি বিষয়কর্ম্মের ভার দিয়া অভীষ্টচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। এই সূত্রে উভয় ভ্রাতায় বিবাদ উপস্থিত হইলে গঙ্গাধর বহড়ানের বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে নবগ্রামে বাস করিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে রামদাস বৃদ্ধবয়সে কিছু মনোব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাধরকে প্রবোধবচনে শান্ত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তাহার বংশবৃদ্ধি হইবে এবং তাহারা স্ব স্ব ক্ষমতায় হরিহরের বংশধরগণ অপেক্ষা অনেক অধিক সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। কালে এই সাধুবাক্য সফল হইয়াছিল। হরিহরের প্রতি পিতৃসম্পাত হইয়াছিল যে তাহার বংশধরগণ বহড়ান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিলে সম্মানের হানি হইবে।

[১৪৯ ও ১৫০ পৃষ্ঠায় হরিহরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীপতির বংশ অনিরুদ্ধের ধারা দ্রষ্টব্য]

হরিহরের বংশধরগণ তিনখানি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন যথা—(১) বহড়ান (২) মাণ্ডারি বা মন্দারি (৩) কুশুন (কাপসা)।

গঙ্গাধরের দুই পুত্র অনন্ত দাস ও কাপড়ি দাস। অনন্ত দাস নবগ্রাম ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গিয়া পাইকপাড়া গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রাম জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ও নলহাটী রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। পাইকপাড়া গ্রামের পশ্চিম মাঠে একটী পুষ্করিণীর সমীপে অনন্তদাসের ভিটার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। উক্ত স্থান সম্প্রতি উক্ত বংশীয় বাণীওড় গ্রামের চৌধুরীগণের অধিকারে রহিয়াছে।

হরিহর ও গঙ্গাধরের বংশধরগণের নানা স্থানে বাসহেতু বাসগ্রামের নাম হইতে কুলগ্রন্থে বিভিন্ন কক্ষার উৎপত্তি হইয়াছে।

ঘনশ্যাম মিত্র ৫১ পৃষ্ঠায় মৌদ্গল্য দাসবংশের এইরূপ কক্ষা নির্ণয় করিয়াছেন—

মদাস সংস্কৃতবিদ্যায় বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপ
পাধি লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে
মসাময়িক গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেন ও কান্দীর রাজা বনমালী
র্ব্বে রামদাসের অদ্ভুত বৈরাগ্য এতদ্দেশে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উক্তি 'তৃণাদপি' রামদাসের চরিত্রে
পেত্য পাইলেও তিনি নিজেকে হীনভাবেই দেখাইয়া
ন তাহার একটী দৃষ্টান্ত। আর একটী অতি অদ্ভুত
শের প্রতি দিয়া গিয়াছেন। অহঙ্কার ও ভোগস্পৃহা
কুশলকামনায় তিনি তাঁহার বাসভূমি বহড়ান গ্রামের
নিও ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।
ারে উক্ত আদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন।

হর ও গঙ্গাধর। রামদাস স্বীয় জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠপুত্র
দিয়া অভীষ্টচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। এই
হইলে গঙ্গাধর বহড়ানের বাস ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে
র প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে রামদাস
ছলেন। তিনি গঙ্গাধরকে প্রবোধবচনে শান্ত করিয়া
শবৃদ্ধি হইবে এবং তাহারা স্ব স্ব ক্ষমতায় হরিহরের
সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। কালে এই
হরের প্রতি পিতৃসম্পাত হইয়াছিল যে তাহার বংশধরগণ
লে সম্মানের হানি হইবে।

জ্যেঃ পুত্র মহীপতির বংশ অনিরুদ্ধের ধারা দ্রষ্টব্য]

গ্রামে বাস করিয়াছিলেন যথা—(১) বহড়ান (২) মাগুরি

র কাপড়ি দাস। অনন্ত দাস নবগ্রাম ত্যাগ করিয়া উত্তর-
মে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রাম জেলা বীরভূমের
র এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। পাইকপাড়া গ্রামের
প অনন্তদাসের ভিটার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। উক্ত
মের চৌধুরীগণের অধিকারে রহিয়াছে।

র নানা স্থানে বাসহেতু বাসগ্রামের নাম হইতে কুলগ্রন্থে

দাসবংশের এইরূপ কক্ষা নির্ণয় করিয়াছেন—

মহীপতিদাসবংশ—অনিরুদ্ধের ধারা
১২ অনিরুদ্ধ [১৪৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ]
১৩ মনোহর
১৩ গন্ধর্ব্ব
১৪সভাচাঁদ লোকনাথ বৈদ্যনাথ রূপচাঁদ
১৪অমরদাস ১৪অনন্তদাস সর্ব্বানন্দদাস
১৫ শুকচাঁদ
১৫বৃন্দাবন রামসুন্দর
কালিদাস নবকিশোর
১৫ সনাতন ১৫জগৎরাম ১৫কৃষ্ণদাস বিষ্ণুদাস ভবানী
১৬দোলগোবিন্দ
১৬ গঙ্গাগোবিন্দ কৃষ্ণগোবিন্দ
১৬ নারায়ণ ১৬রত্নাকর রামকান্ত ১৬ গৌরী ১৬ শিবরাম শঙ্কর
১৭ দয়ালগোবিন্দ কৃষ্ণগোবিন্দ
১৭রাজীবলোচন
১৭ পার্ব্বতী ১৭নিমাই
(বাস মানকর ও মণ্ডলঘাট)
১৭দুর্গারাম মুনিরাম কালুরাম ভৃগুরাম
১৭কুলরাম হরিরাম নৃসিংদেব
(খড়গেশ্বর)
১৮উৎসবানন্দ রত্নেশ্বর পরাণদাস ১৮কার্ত্তিকভেকুরাম ১৮চামুদাস কেবলকৃষ্ণ গণেশ ঘনশ্যাম রাজচন্দ্র জয়চন্দ্র
১৮ শিবচরণ মধুসূদন
১৯গৌরচন্দ্র খোসাল গোবিন্দ পরমা ব্রজ ১৯শচী গদাধর কুঞ্জ
২০রামকৃষ্ণ নীলাম্বর
১৯ রামচন্দ্র কৃষ্ণরাম শিরোমণি
২০রাধাবল্লভ কীর্ত্তিচন্দ্র রাম ভুবনমোহন
বৃন্দাবন ২০পঞ্চানন
২০জয়নারায়ণ দীপনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণ হরিরাম গোবিন্দ শঙ্কর আনন্দরাম
২১ইন্দ্রজিত
২১ইন্দ্রজিত লালচন্দ্র
নবকান্ত কুশকান্ত শম্ভুচন্দ্র তারাচাঁদ

"আদৌ কক্ষান্বিত বহড়ান, তৎসম স্থরুড়া কক্ষাবান্।
কক্ষা মুখাকর বিপ্রগ্রাম, তস্মাৎ কলমহী কক্ষধাম।
তদনুজ মহীপতি কুলকক্ষাংশে, কেমপুরাবনি কলমহীবংশে।
রচিতং সরসাংশেতি বহড়াখ্যা, মহীগত গণন পুরাতন কক্ষা।
নবগ্রাম সাঙ্গড়া কুলমধ্যং, তদনুজ হরিহর সমসর পদ্যং।
পলসা তৎসম উইপুর শেষে, পঞ্চগ্রামে কুল মধ্যাংশে।
ন্যূনে কুড়ুড়া খরবনি অবনি, নতু গুরুদোষে কক্ষা দাপুনি।
তদনুজ জামলা আচারাংশে, হলধরবর্জ্জিত কুলকক্ষাংশে।
পাইকপাড়াপ্যুত্তর পন্থা, বিষ্ণুস্পর্শাদপিচ কুলান্তা।
মান্দারিগত কুণ্ডলপিণ্ডা, বহড়ানে চ্যুত ভাবে ছিণ্ডা।
এতৎ পৌরাণিক পর্য্যায়, গ্রামে গ্রামে স্থিতিসমবায়।
অধুনা কক্ষা গেহে গেহে, কথয়ামি চ দেহে দেহে।
বহড়ান স্থরুড়া কলগী বড়, বামনিগাঁ কুল কক্ষা দড়।
মহীপতি কেমপুরে পরে লিখি দুই, আগে পাছে ছয় সরসে থুই।
নবগ্রাম সাঙ্গড়া হরিহর গণি, তৎসম মসড়া উইপুর তিনি।
মধ্যম কক্ষায় পঞ্চগ্রাম, সরস নীরস তায় ক্রমশঃ নাম।
যদি কুল হরিহর মধ্যম তরণী, রূপাই সভাপতি সরসে গণি।
শুনে মনে সত্যবান্ কুলকাণ্ডার, অতএব হরিহর সরসে ধার।
আদৌ কুড়ুড়া পরে খরবনি, সম্বন্ধে লঘু ন্যূনে গণি।
হলধর বর্জ্জিত জামলা হ্রাস, করণে পাইকপাড়া উত্তরে বাস।
হরিহরে আছিল পিতৃসম্পাত, বহড়ান ছাড়িলে কক্ষাপাত।
মান্দারি দুর্ব্বাদলি কুলপাড়া, কুণ্ডলপিণ্ডা বহড়ান ছাড়া।
কেমপুরা নন্দী গাঞি, কেবল লঘু নামে নাঞি।
পরে জড়া ঘরে ঘর, করণ কক্ষা করণ কর।
তন সরসি অমৃত শঙ্করনগরে, হরিহর গদাই দুই লিখি গঙ্গাপারে।
গোদাই গঙ্গা পরে দুই, হরিনারায়ণ হরি ধারা থুই।
কাশী কেশ কলাধর, ঘটক বলে বাটা ধর।
কাশী অমৃত বাসী করিঞা জড়, কলাধর কুল সম্বন্ধে বড়।
দৈত্যারি ষষ্টিকবর আর সত্যবান্, যোদপল্যের সাত সবংশে জান।
অধিকারী উভয় পক্ষ, ভোজন শেষে অম্বল কক্ষ।
আগে তেজা রাগে নাই, বিন্দার বস্থ দুটি ভাই।"

গ্রাম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করা হেতু অনন্ত দাস তাহার জাতিগণ অপেক্ষা

সম্মানে হীন হইয়াছিলেন। এমন কি, কুলাচার্য্যগণ মৌদগল্য দাসবংশের ১৭খানি গ্রাম-মধ্যে ৩ খানি হরিহর দাসবংশের ও ১৪খানি কাপড়িদাসের বংশধরগণের গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। পাইকপাড়া সমাজে স্থান বা আদর পায় নাই। তথাপি এই বংশের দাস মহাশয়েরা কালে ঐশ্বর্য্যে ও আধিপত্যে সমাজের সকল ঘরেই আদানপ্রদান করিয়াছিলেন। বেণুরের চৌধুরীবংশ, জগদলের চৌধুরীবংশ ও ভুড়িয়ার মজুমদারবংশ এক একটী রাজা বিশেষ হইয়াছিলেন। যথাস্থানে তত্তৎ বিষয় বর্ণিত হইবে।

কাপড়ি দাসের ৬ পুত্র মধ্যে মাধবদাসের বংশধরগণ (১) নবগ্রাম, (২) সুরুড়া, (৩) মহী-পতিপুর ও (৮) খরবুনিতে, সাধবদাসের বংশধরগণ (১) মসড্ডা ও (২) কুজুড়ায়, শ্রীরঙ্গদাসের বংশধরগণ (১) জামনা, (২) বামনিগ্রাম ও (৩) দাসপলসায়, নীলাম্বর দাসের বংশধরগণ (১) কলগ্রাম (২) কেমপুর (৩) সাঙ্গড়া ও (৪) উইপুরে, মার্কণ্ডেয় (১) যশোরে এবং বনমালী পশ্চিমে (১) ঠাকুরপুরে বাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত কাপড়ি দাসের বংশধরগণের অধ্যুষিত ১৪খানি গ্রামের নাম কুলগ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। এই চতুর্দ্দশ গ্রাম ও পূর্ব্বোক্ত তিন গ্রাম মোট সপ্তদশখানি গ্রাম মৌদগল্য দাসের বংশপরিচায়ক। তন্মধ্যে বহড়ান, বামনগাঁ, সুরুড়া, মহীপতিপুর, কলগ্রাম ও কেমপুর বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিল।

কলগ্রাম দাসবংশীয়গণ জেলা পূর্ণিয়ার অন্তর্গত ধরমপুর পরগণার রাজা হইয়া গঙ্গাতীরে কান্তনগর গ্রামে বাস করিতেন। পূর্ণিয়া জেলার কায়স্থগণ এই সমাজের অন্তর্গত ছিল এবং সভাপতি রূপনারায়ণ দাসের নামানুসারে এই সমাজের নাম 'রূপাই সভা' হইয়াছিল।

ঘনশ্যামমিত্র পরবর্ত্তী মৌদগল্য দাস বংশের এইরূপ সমালোচনা করিয়াছেন—

"গোসাঞি কমল ডাক সরসি পাকে বিনোদ গণি। শ্যামাচরণে শেলাঘাত রাধা খাইলে ফণী॥
মুরারে বসন্ত দেখি দানেতে নিকষ। গোপালসুত সুতা দান গ্রহণে সরস॥
তবে চক্রপাণি কুলছটা স্থস্থির তড়িত। তাজা মাঝে মিলে পাচ জটায় জড়িত॥
মৌলিক সরসি ছাড়া শুদ্ধ গদাধরে। ডাক সরসি তাজা পাক কুলে মান করে॥
কুলে আগল চক্রপাণি,তাথে লিখি তাজা বাণী। লুটে জটা জামুয়া খানি, যুগল মুদা বাছে হানি।
কলাধরে পীতাম্বরে দেশে দেখি দুই। রঙ্গাই কুলানন্দকল ধর্ম্মপথে থুই॥
দেশ বিদেশে ডাক সরসে কুলে কুলে চারি। সুন্দর উঞ্জিপুর গেল নাগোর কানাই বাড়ী॥
হরিহর সাঙ্গরা গেল, খরাবনি বরাকে। হলধর যে দোষে ত্যাগ কইলেন জামুয়াকে॥
ত্রিপুরারি বিরাটী বাটী কারফরমা ঘর। শ্রবণ মধুর ভাবে নবু পরে রসান্তর॥
কেমপুর বল্লভী পাই, কেবল তাথে নবু নাই। ঘরে ধরে দুর্গাবারি, বুঝে সুখে করণ করি॥
অমৃত কাশী বিদাই বস্থ জোড়া পর। কলে হলে ষষ্ঠীবরে সাত সরসী ঘর॥
হরিহরে হরিহর নরনানন্দ, কাপড়ি কুলরুচি সর্ব্বানন্দ।
বিষ্ণু বসুধা নন্দকিশোরে, শিব বৃন্দাবন ভাগলপুরে॥"

হরিহরের জ্যেষ্ঠপুত্র মহীপতি হইতে ৫ পাঁচটী ধারা বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে কবিদাসের বংশধরগণ ঠাকুরসূত্র এবং মণ্ডল গণপতির বংশধরগণ মণ্ডলসূত্র বলিয়া খ্যাত। কবিদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এজন্ত লোকে তাঁহাকে 'দাসঠাকুর' বলিত। গণপতি রাজ-সকাশে সম্মান ও বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন সহ 'মণ্ডল' উপাধি পাইয়াছিলেন। এই বংশীয়গণ পুরুষাহুক্রমে রাজকর্ম্ম করিয়া প্রথমতঃ খাঁ ও পরে রায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এখনও এই বংশীয়গণ 'রায়' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ স্থানান্তরে বাস করিলেও এই উভয় ধারার অনেকেই এখনও বহড়ান গ্রামে বাস করিতেছেন। ঠাকুরসূত্র মধ্যে ২১ পর্য্যায়ে বল্লভীকান্ত দাস দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নিজ সম্পত্তির এষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। ঐ সময়ে (১১০৯ সালে) তিনি শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা প্রকাশ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেওয়ানকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা অনেক জমিদারই করিতেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর এই সেবা ও সদাব্রত পরিচালন জন্ত কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এখনও তাহা হইতে এই সেবা চলিতেছে।

বহড়ান ঠাকুরসূত্র

শ্যামদাস বহড়ানের ঠাকুর-সূত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ঠাকুর কুলে অমৃত কাশী ডাক সরসি ঘর। কাশী বঙ্গবাসী অমৃত শঙ্করনগর॥
হরিহর গোসাই গঙ্গাপার তেজা ঘর। হরিহর সধর ধারা গঙ্গা মুখে চর॥
হরিহর গ্রহণ মধুকুলে পঞ্চথুপী। ধারা যুগল কুলপরায়ণ নারায়ণ গোপী॥
নারায়ণ গ্রহণ দেখি বালিয়া মথুরে। গোপীনাথ কালিদাস জামুয়া দস্তিদারে॥
গঙ্গা তনয় পদে খরা অখ লিখি তলে। যদুনাথ কৈটভারি ভবে উঠে ঠাকুর কুলে॥
গঙ্গাতনয় দেবীরায় বিখ্যাত যশোরে। ত্রিসিংহে তনয় তিন বংশীবদন পরে॥
অমৃত বলিয়া খাইয়া গেল মণ্ডকোলা বরস। কিনাই তাহাতে আছেন কিভাব সরস॥
সোনাই লইয়া ভোজের মেলা কিনাই লইয়া হাঁড়ি। মোটা পণে কুল খেচড়ি মণ্ডকোলার বাড়ী॥
জয় মহাকুলোদ্ভব সব প্রবেশিলা বাড়ী। তাহার মধ্যে ফিরা বেড়ান খড়্গাপুরিয়া দাড়ি॥
এখন পূর্ণাদিত্য পূর্ণা আইলা পূর্ণ হইল জয়। ঠাকুরসূত্র লেখা করি ভাব কিছু নয়॥"

শুকদেবসিংহ ঠাকুরসূত্র অমৃতপুত্র বিষ্ণানন্দ বংশ সম্বন্ধে এইরূপ ঢাকুরী লিখিয়াছেন—

"বিদাই রঘু শ্রীকৃষ্ণ রণে পরশুরাম। গ্রহণ বীরে কুড়ুমকুলে অশ্বঘাটে ধাম॥
দান চারি ঘোষে পীন আগল কক্ষায়। আগে কুলাই শিবে কাশীরাম বাস ঘোড়া পায়॥
দক্ষিণার্ক মীনে বিধি অশ্বঘাট দেশে। পরে জটায় কাশী কৃষ্ণানন্দ গৌরীপাড়া বাসে॥
পশ্চাৎ রসড়া জড়া রত্নকুলে হরি। তার অভিসুত বল্লভেতে মালদহ ধরি॥
পরশুরামে ধারা তিন কক্ষায় বল্লভে। ঘনশ্যাম নবঘনশ্যাম লক্ষ্মীবল্লভে॥

ঘনগ্রামে গ্রহণ যুগল তুঙ্গসিংহে ঘোষে। আগে রুলড়া মুকুন্দরাম হীন কুণ্ড বাসে॥
লেভে বিষ্ণুবংশে জীবন নারায়ণপুরিয়া নিবাসী। রাজহত্রে প্রভাকর কান্দী গাক্রি ভাষী॥
গ্রহণ যুগল করণ আগল সুতে দিয়ে শূন্য। কাগে দান মাধবংশ ভাতিয়াবাসী ধন্য॥
নবঘনগ্রামে গ্রহণ সিংহে জীবধরে খড়া। সামন্তে অভিরামসিংহ বাস আউসগড়া॥
দান যুগল আগল দেখি জামুয়া শক্তি পরে। গৌরীপাড়া প্রাণবল্লভ ডাকে দস্তিদারে॥
জটাধরে রাজারামে রামনাথ নাম। বোরসোঁয়া গ্রামেতে বাস পঞ্জরে বিশ্রাম॥
প্রাণকৃষ্ণ নামে ধারা গ্রহণ তাজা ঘোষে। জটায় গোবিন্দ শক্তিপুর পাণ্ডড়িয়া শেষে॥
দানে লেবে কুলে বিষ্ণু মূলে সূর্য্য চণ্ডী নাম। পঞ্জরনিবাসী দেশ পূরিয়া নামে গ্রাম॥
প্রাণকুলে বংশ তিত লিখি যে সুঠাম। রামকৃষ্ণ হরিপ্রসাদ পরে নন্দীরাম॥
রামকৃষ্ণ গ্রহণ যুগল প্রভে দস্তিদারে। গোপীকুলে সুন্দররাম বাস মৃজাপুরে॥
গৌরীকুলে গৌরীপাড়া কৃষ্ণকুলে বিধু। প্রসাদ একই কুলে হরির সুধা শুধু॥
লক্ষ্মীবল্লভ গ্রহণ ঘোষে লিখি পালটি পুরে। গোপীকৃষ্ণ নামে ঘোষ পঞ্চথুপী ঘরে॥
ধারা তিন দান পাট লিখি যে করণ। আগে কুড়ুমে কৃষ্ণের সুত নরেন্দ্র গমন॥
চৌবা বারবকাবাদে লিখি তার বাসে। শিবসুত মুকুন্দ কুলাই বাগজানায় শেষে॥
জীব বসন্তে জয়রাম সুত রামনাথ সনে। মালদহ ছাড়ি এবে নিবাস দিঘনে॥
মাধে বিশ্বাসে লক্ষ্মীর কুলে যজ্ঞে অভিমন্যু। বিশাই কুলে মুকুন্দ সুত পঞ্জরেতে ধন্য॥
কৃষ্ণমঙ্গল দর্পনারায়ণ সুবলি তিন ধারা। কৃষ্ণ জীবে নন্দরাম বীরগরে তারা॥
মঙ্গলে সন্তোষ জন্মগ্রহণ লিখি খরা। বিবেক বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ সরকারে পাজরা।
দর্পনারায়ণ বিবাহ মাধে লক্ষ্মী রামেশ্বরে। রামচন্দ্রবংশ জামুয়া ছাড়ি বাগজানা ঘরে॥
সুবলি জয়দেব জীবে গ্রহণ তাথে লিখি। হরেকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্জরেতে দেখি॥
বিদাইর বংশ করণাংশ পাতড়িয়াতে ঘর। যদুর নাতি ঢাকুরী ভাবে শুদ্ধ পূর্ব্বাপর॥"

মাড়কোলার চৌধুরী-বংশ।

রামদাস সরস্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর দাসের বংশে কবিদাসের পৌত্র অমৃতলাল দাস বহড়ান হইতে উঠিয়া গিয়া মাড়কোলায় বাস করিয়াছিলেন। ইহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বিশ্বনাথ দাস বাদসাহের অধীনে কার্য্য করিয়া খাঁ-চৌধুরী উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম ধর্ম্মদাস খাঁ-চৌধুরী। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রবাদ যে বিশ্বনাথ সরকার মুঙ্গেরের অন্তর্গত খড়কপুরের রাজাদিগের অধীনে কার্য্য করিতেন। যে কোন উপায়েই হউক বিশ্বনাথ বহু অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থবল হেতু তিনি সমাজের ভাল ভাল ঘরে আদান প্রদান করিয়াছিলেন। একদা তিনি একটী যজ্ঞ উপলক্ষে বহু কায়স্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে নিয়ম ছিল স্বজাতিগণ পংক্তিতে বসিলে সমাজের প্রধান ব্যক্তিগণ আসনে উপবিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেখিয়া লইতেন এবং

কর্ম্মকর্ত্তা প্রত্যেকের পরিচয় দিয়া যাইতেন। পরে প্রধানগণের সম্মতি লইয়া ভোজন আরম্ভ হইত। অনেক স্থলে সকলে স্ব স্ব বাসায় আহার করিয়া আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতেন। প্রধানগণের পরিচয় লওয়া শেষ হইলে পান মাত্র গ্রহণ করিয়া সকলে উঠিয়া যাইতেন। ইহাতেই ভোজ খাওয়া মঞ্জুর হইত। বিশ্বনাথ তাঁহার বাটীতে উক্ত প্রকার পরিচয় দিবার কালে গুমতা পাঁচবেড়ে-গ্রামনিবাসী দরিদ্র ঘনশ্যাম মিত্রকে দেখিলেন ও তিনি তাঁহার নিমন্ত্রিত নহেন বলিয়া পংক্তি হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া দিলেন। ধনমদগর্ব্বিত ও কুলীন কায়স্থ-পরিবেষ্টিত বিশ্বনাথ ঘনশ্যামকে স্বজাতির সহিত পংক্তিভোজনের অনুমতি না দেওয়াতে তিনি অপমান বোধ করিলেন। এইরূপ দরিদ্র স্বজাতিকে ঘৃণা করা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। একমাত্র এই কারণেই বর্ত্তমান কালে উক্ত সমাজ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। ঘনশ্যাম এইরূপে অপমানিত হইয়া ঘৃণায় আর দেশে রহিলেন না। প্রবাদ যে তিনি বৈদ্যনাথ ধামে গমন করিয়াছিলেন ও বাবার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলবন্ধন আরম্ভ করেন। মিত্রবংশে এতৎ সংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মাড়কোলার চৌধুরী বংশীয় মানিক চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টে বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু জমিদারের পক্ষ হইতে আমমোক্তারের কার্য্য করিতেন। সেকালে তাঁহার সুপারিশে বহুলোক ওকালতি ও মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্ব স্ব জীবিকার সংস্থান করিয়া লইয়াছিলেন।

[১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠায় মাড়কোলার বংশলতা দ্রষ্টব্য]

কবিদাসের তৃতীয় পুত্র জনার্দ্দন-বংশ

সহড়ান ঠাকুরসূত্র (মাড়কোলা) ১২ অমৃতলাল (বাস মাড়কোলা) [১৪৬ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ]
১৩ বিত্তানন্দ (শুভানন্দ)
দেবানন্দ (পুণ্ডরীকাক্ষ)
পরমানন্দ
বিত্তাধর (গন্ধর্ব্ব)
জগদানন্দ
অচ্যুতানন্দ
বক্তারিদাস
১৪প্রিয়শঙ্কর (গান্ধিমল্লিক)
হর্ষনাথ (অনুপমল্লিক)
১৪রতিকান্ত শ্রীকান্ত
১৭রামরাম, তৎসুত ১৮যুগলকৃষ্ণ
দেবানন্দ
১৫বংশী হরি কৃষ্ণবল্লভ রাজবল্লভ
১৫মটুক বলরাম রাধা রামবল্লভ
গোবিন্দ
১৬মোহন, তৎসুত ১৭রামশরণ
১৯রাধানাথ শিবচন্দ্র পদ্মলোচন দেবনারায়ণ উৎসবানন্দ
২০যাদবেন্দু, তৎসুত ২১জগন্নাথ
১৫ধনেশ্বর, তৎসুত ১৬নয়নানন্দ
১৭রামশরণ
১৮ রঘুনাথ, তৎসুত ১৯হৃদয়রাম
২০রামপ্রসাদ
২১ প্রাণনাথ, ২২গৌরসুন্দর
২৩ত্রৈলোক্য রমণী যোগেন্দ্র
১৬বিশ্বেশ্বর হরিরাম
১৬ধনিরাম মনিরাম কন্দর্প
১৭চন্দ্র কৃষ্ণ
১৭হৃদয়রাম শঙ্কর ভিখারা
১৭স্বরূপ কান্থ ১৭রামরাম কুশল
হরেকৃষ্ণ ১৮হটু
১৮রঘুনাথ মৃত্যুঞ্জয়
১৯ নিত্য নন্দ বলরাম
লালচাঁদ ২২রামকান্ত ২২দেবনাথ
২৩ শ্যাম, তৎসুত ২৪সর্ব্বানন্দ
১৮ আনন্দীরাম, তৎসুত ১৯চণ্ডীচরণ ১৯কেবলরাম ২০গোপী রাম কমললোচন সদানন্দ ২০রামমোহন
২০গোলকচরণ
২১ ভোমনচন্দ্র
২২ক্ষেত্রনাথ
২৩ননাচোরা
২০হরিপ্রসাদ (বাস বীরভূম)
২১হরেকৃষ্ণ
২২জীবনকৃষ্ণ
২৫ ঈশ্বরচন্দ্র (বাস বেগুনিয়া)
২৫ ঈশানচন্দ্র (বাস কাণফলা)
২৬ বরদাকান্ত কৃষ্ণকিঙ্কর রামকিঙ্কর শিবকিঙ্কর
২৭ মদনমোহন মুরলীমোহন সুধীরকুমার রাধাগৌর
নিত্যানন্দ শিশিরকুমার

বহড়ান ঠাকুরসূত্র (মাড়কোলা)
১২ অমৃতলাল (মাড়কোলা বাস) [১৪৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষ]
১৩বিষ্ণানন্দ (শুভানন্দ)
গন্ধর্ব্ব (বিষ্ণাধর)
১৩ দেবানন্দ (পুণ্ডরীকাক্ষ)
পরমানন্দ
অচ্যুতানন্দ
জগদানন্দ
বক্তারিদাস
১৪ ভবানন্দ
১৮ রাঘবেন্দু
১৯ লক্ষ্মীরাম
১৯ দয়ারাম
১৫প্রিয়শঙ্কর (সাধ্যমল্লিক)
হর্ষনাথ (অঙ্গপমল্লিক)
২০ জয়কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
বাবুরাম
হরিহর
২০ রাধাকৃষ্ণ
বৃন্দাবন
নন্দরাম
জিতরাম
১৬ লোকনাথ
শতানন্দ (শিবানন্দ)
২১ভুবন
বাসুদেব
হটুদাস
কেদার
২১প্রভুরাম
নিধিরাম
রামরাম
কৃষ্ণপ্রসাদ
রামদাস ও বীরভদ্র
১৭বিশ্বনাথখাঁ চৌধুরী (ধর্ম্মখাঁ)
শ্রীরাম
২২ হটুরাম
২২কার্ত্তিকচন্দ্র
পদ্মনাভ
২২ গদাধর
সদাশিব
বৈদ্যনাথ
২৩ অভয়চন্দ্র
নীলকণ্ঠ
১৮রাঘবেন্দু
২৩বৈষ্ণবচরণ
২৩রামচন্দ্র
রামহরি
২৩ আনন্দময়
সুধাময়
২৪রাধা ব্রজমোহন
অলোক বন্ধু
দয়ারাম
রামেশ্বর
বিশ্বেশ্বর
যজ্ঞেশ্বর
রত্নেশ্বর
মাণিক
২৪নবকান্ত
রাধাকান্ত
শিবপ্রসাদ
২৪ রামচরণ
দীনবন্ধু
নিত্যানন্দ
২৫পঞ্চানন
২৫রাম লালবেহারী
শ্রীরামদাস
২৫মহানন্দ
ভগবান্ সূর্য্যনারায়ণ
২৬জানকীনাথ
২৬অমূল্যরতন
২৫ শ্রীকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ
হরেকৃষ্ণ
২৬কৈলাসনাথ
নীলাচল
অনন্তলাল
২৬তারিণী
রাধিকা
২৭ দিব্যেন্দু
পূর্ণেন্দু
২৬শম্ভুনাথ
ভোলা
অবনী
ভুজঙ্গভূষণ
২৭মৃত্যুঞ্জয়
২৭ আনন্দগোপাল
শুকপ্রসন্ন
হরিপ্রসন্ন
হেমগোপাল
গোরগোপাল
এককড়ি
তারাপদ
শ্যামপদ
ভুবনমোহন

২৩ কৃষ্ণকান্ত
২৪ রামলোচন
২৫ গুরুদয়াল
২৬ লালগোপাল
২৩ বেণীমাধব
২৪ কাশীনাথ শিবনারায়ণ
২৫তারাচরণ শম্ভুনাথ
২৬ সৃষ্টিধর ২৬ রত্নাকর
বনওয়ারি গৌর গোবিন্দ যশোদা ব্রজ প্রাণগোপাল দীনবন্ধু ২৭কৃষ্ণমোহন
সত্যগোপাল ক্ষিতীশ
২৮বিনোদ
২৮রাসবেহারী বিপিন বঙ্কবিহারী
সুন্দর ননী হরি জয়গোপাল জীবন
২৯করুণা কৃপাসিন্ধু গৌরেন্দ্র সুধাসিন্ধু
২৯ কালীপদ শ্যামাপদ রামরতন হরিচরণ পার্ব্বতীচরণ

মৌদ্গল্য দাস—বহড়ান ঠাকুর সূত্র
১১ গুণাকর (১৪৬ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)
২০ অযোধ্যা
২০ পঞ্চানন
১২সুরপতি, তৎসুত ১৩গোবিন্দ
১২বিগতি
২১রামকানাই গোপীগোবিন্দ কৃষ্ণমঙ্গল ২১রাধা শ্যামাচরণ কালীপ্রসাদ
১৪ রত্নগর্ভ শ্রীমান্ লম্বোদর দিগম্বর
গঙ্গা ২২মথুরানাথ উমাকান্ত ২২রামকান্ত
১৫শ্রীগর্ভ শ্রীহরি গণেশ গঙ্গাধর ত্রৈলোক্য কমল শ্রীকণ্ঠ
১৫ চিরঞ্জীব শতঞ্জীব হেরম্ব রক্ষাকর
১৬লোহারাম
১৬ ভগবান্ জিতমন্যু
১৬গোপী গৌরী মধুসূদন রাম শিবরাম ভৃগুরাম
১৭গোপাল ১৭ বংশীবদন কামদেব
১৭অভিরাম কমল রামকান্ত
১৫রামনাথ সতীনাথ যদুনাথ দৈবকী নীলাম্বর নীলকণ্ঠ
১৮শ্যামদাস রাজারাম জীবনকৃষ্ণ প্রাণনাথ খেমরাম
১৬হরিহর ১৬রতিনাথ
১৬শিবরাম বলরাম
১৭ শ্রীরাম
১৭ভাগারাম
১৭মথুরা রামজীবন পঞ্চানন
১৯রামনাথ মৃত্যুঞ্জয়
১৭নারায়ণ গোপীনাথ
১৮প্যারীমোহন
১৯ শ্রীগর্ভ নন্দন কুশল কল্যাণ
২০ গোপীরাম
২০গোকুল কিঙ্কু
১৮শিবরাম বলভদ্র
১৯কৃষ্ণমোহন
২১হৃদয়রমণ
২১হটুরাম
২২ সনাতন
১৮দুর্গারাম দেবীরাম রাজারাম
২০ হরিলাল
২০রতন দীপচন্দ্র হরিনারায়ণ পুত্র
২৩ রাজকুমার
১৯শুকদেব (বাস মালদহ কৃষ্ণপুর)
…াদ লক্ষ্মীনারায়ণ
২৪ জগবন্ধু গিরিশচন্দ্র
২০মাণিক অযোধ্যা পঞ্চানন
২১ পূর্ণচন্দ্র শরৎ
২১পদ্মলোচন শ্রীরাম
২৪ শিবরাম,
২২ নীরেশ, সুরেশ, গোপেশ, ভবেশ,
২২ সনাতন

বহড়ান ঠাকুরসূত্র কবিদাস পুত্র বিশ্বেশ্বর বংশ

মৌদগল্য দাসবংশ।] উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড ১৬১
বহড়ান ঠাকুরসুত্র, বিশ্বেশ্বরের ধারা। ১৮ রাধাকৃষ্ণ দাস (১৬০ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৯ রঘুনাথ
কৃষ্ণপ্রসাদ
২০ গোবিন্দচরণ
বল্লভীকান্ত
২১ নবকান্ত
কৃষ্ণনাথ
২২ বিনোদীলাল
শ্রীনাথ
২৩ কৃষ্ণগোপাল
২৩আনন্দগোপাল
২৪রমণী
২৪ললিত
২৪ হরিময়
২৫শ্যামসুন্দর
২৫ গোপীজনবল্লভ
বিনয়কৃষ্ণ
সুধীরকৃষ্ণ
অনিলকৃষ্ণ
গোকুলকৃষ্ণ
২৬সঞ্জীব
চিরঞ্জীব
রণজিৎ
বলরাম
অভিরাম
২৬ অচ্যুতানন্দ
বিশ্বেশ্বরসুত ১২ গর্ভেশ্বর (১৪৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৩ অমর
১৩ অনন্ত
১৪ রামশঙ্কর, তৎপুত্র ১৫হরিরাম
১৪ সত্রাজিৎ
রামচন্দ্র
১৬ জগবল্লভ
লক্ষ্মণ
শত্রুঘ্ন
১৭কৃষ্ণবিহারী
গৌরাঙ্গ
মুরলী
১৭কৃষ্ণচরণ
১৮শ্যামাচরণ
১৭রাধাচরণ
গোপীচরণ
১৮রামচরণ
১৮ মুকুন্দ, ১৯ মৃত্যুঞ্জয়
১৮কৃষ্ণকান্ত
রামকান্ত
স্বরূপ
সনাতন
১৯গোরাচাঁদ
গোবিন্দ
প্রেমচাঁদ
মাণিক
কেশব
২০ চৈতন্য
গোপাল
শিবচন্দ্র
২০রসিক
প্যারীলাল
২১
২১ বিশ্বম্ভর, ২২পুলিনবিহারী
ননীমোহন
কৃষ্ণগোপাল দাস

নিম্নে কবিদাসের এক পুত্র রাধারমণের একটী ধারার বংশলতা দেওয়া হইল। কুলগ্রন্থে রাধারমণের নামের উল্লেখ না থাকিলেও নবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত তালিকায় বংশলতা যেরূপ রহিয়াছে তদনুসারে বংশলতা লিখিত হইল।

১০। কবিদাস, ১১। রাধারমণদাস, ১২। রামকানাইদাস, ১৩। বামনদাস, ১৪। কৃষ্ণদাস, ১৫। সূর্য্যদাস, ১৬। ব্রজদাস, ১৭। যদুনন্দনদাস, ১৮। রঘুনন্দন দাস, ১৯। নারায়ণচন্দ্র দাস, ২০। রামবল্লভদাস, ২১। শিবরামদাস, ২২। লোকনাথদাস, ২৩। জয়নারায়ণদাস, ২৪। গোকুলনাথদাস, ২৫। সংসারচন্দ্রদাস, ২৬। ভুবনচন্দ্রদাস।

বহড়ান ঠাকুরসূত্র
১৫ হেমকর মজুমদার (১৬২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
গোপাল
১৬ গোবিন্দ
মাধব
১৭ কৃষ্ণচন্দ্র
১৮ রাজীবলোচন
১৯ রামলোচন
১৯ কাশীশ্বর
চন্দ্রনাথ
২০ হরিনাথ
নেহাল
২১ গঙ্গাপ্রসাদ (বাস গিলাহবাটী, মালদহ)
২২ দীনবন্ধু
২৩ রামনারায়ণ
যোগীশ্বর
২৪ কাশীশ্বর
২৪ রামশরণ
২৫ ত্রৈলোক্যনাথ
২৫ উৎসবানন্দ
২৬ হরলাল (থাঁপুর দিনাজপুর)
হরিশচন্দ্র
২৭ পরেশনাথ (গিরিশচন্দ্র)
কৃষ্ণচন্দ্র
২৮ যদুনাথ
২৯ যতীন্দ্রনাথ (কলন্দরপুর, বগুড়া)
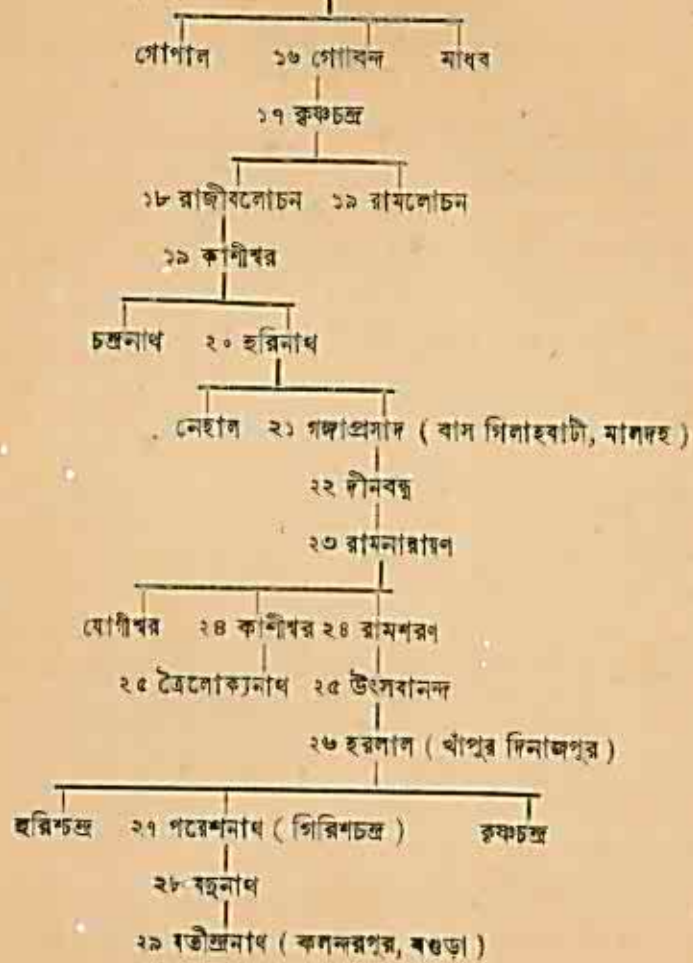
ঠাকুরসূত্র—বড় কান্দরার দাসঠাকুরবংশ।

রামদাস সরস্বতীর সন্তান হরিহরের বংশে চিরঞ্জীব কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। চিরঞ্জীব হরিহরের কয়পুরুষ অধস্তন তাহা জানা যায় নাই। ইনি কবিরাজী চিকিৎসায় পারদর্শী ও বৈষ্ণব ধর্মে বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। ইনিই কান্দরার দাসঠাকুরবংশের বীজপুরুষ।

ইঁহার পুত্র জয়গোপাল (ডাকনাম ছকড়ি) সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। 'গোপালবিলাস' নামক ইঁহার রচিত গ্রন্থে লিখিত আছে—ইনি বাল্যকালে একদা দাঁইহাটের চতুষ্পাঠী হইতে অধ্যয়ন করিয়া সতীর্থগণের সহিত গৃহে আগমনকালে গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে ধর্মব্যাখ্যায় রত এক সৌম্যমূর্ত্তি ভগবদ্ভক্ত প্রেমিক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি নবদ্বীপের প্রেমের অবতার গৌরাঙ্গ প্রভুর পার্ষদ দ্বাদশগোপালের দ্বিতীয় গোপাল হল্‌দিমহেশপুরধামের সুদামসখা শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর। এই সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথনে তাঁহার কএক ঘণ্টা গত হইল। সতীর্থগণ একে একে প্রস্থান করিলেন। জয়গোপাল কিন্তু আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। তিনি ঐ প্রেমিক পুরুষকে জড়াইয়া ধরিলেন ও তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তখন ঐ সাধু জয়গোপালের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করিতে আদেশ করিলেন। স্নানান্তে দীক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু গোপাল তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। সাধুপুরুষ তাঁহাকে তখন এই আজ্ঞা করিলেন—অদ্য হইতে তুমি জয়গোপাল দাস ঠাকুর নামে পরিচিত হইলে। ধর্মপ্রচারে ব্রতী হও, কর্ণধারপুর (কান্দরা) গ্রামে গিয়া শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায় প্রভুজিউর সেবা প্রকাশ কর, লোক সকলকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত কর, ব্রাত্যাচার ত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে দ্বিজাচার গ্রহণ কর এবং এই শ্রীশ্রীধর শিলামূর্ত্তি গ্রহণ কর।

যথা গোপালবিলাসে—

"গোপাল বলিয়া আখ্যা তোমার যে ছিল। শ্রীজয়গোপাল ঠাকুর আজি হতে হল॥
বিনা পাঠে সর্ব্বশাস্ত্রে হইবে ব্যুৎপত্তি। জিহ্বায় আবৃত্তি হবে শুদ্ধ সরস্বতী॥
ভক্তিগ্রন্থ কর গিয়া সর্ব্বশাস্ত্র যুক্তি। তাতে বাক্য সিদ্ধ হবে যে করিবে উক্তি॥
এই তর্জ্জা সূত্র করি গ্রন্থ বাখানিবে। অশেষার্থ নানা গ্রন্থ করি প্রকাশিবে॥
অধিকারী হইবে প্রসিদ্ধ নাম হবে। উত্তম উত্তম শিষ্য আসিয়া মিলিবে॥
ব্রাত্যাচার ত্যজি ক্ষত্রভাব আচরিবে। সমাজ হইতে ধর্ম্ম গোপনে রাখিবে॥
পূর্ব্বেতে শিশুয়াখর পশ্চিমে জপেশ্বর। মধ্যে ত আছয়ে এক বন ঘোরতর॥
সেই বন মধ্যে আছে দুর্গা চণ্ডীদেবী। শিলাময়ী হন তিনি মনে তারে ভাবি॥
তথায় করিবে বাস দিনু তার নাম। কর্ণধারপুর ব্যক্ত হবে সেই স্থান॥
বহু ধর্ম্ম হয় বাপু ধর্ম্ম আচরণ। আমার আজ্ঞায় তথা করহ গমন॥"

এইরূপে গুরুর আজ্ঞায় তিনি কান্দরায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় প্রভু জীউর সেবাপ্রতিষ্ঠা করিলেন। ব্রাহ্মণাদি নানা বর্ণের লোক দীক্ষাভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া তাহার শিষ্য হইল। শিষ্যবর্গপরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সর্ব্বদা নামগান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু রাঢ়পরিভ্রমণকালে তাঁহার নামের আদিতে "শ্রী" সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এইরূপে তিনি শ্রীজয়গোপাল দাসঠাকুর নামেই পরিচিত হইলেন। শ্রীজয়গোপালের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ--১ হরিভক্তিরত্নাকর, ২ ভক্তি-ভাবপ্রদীপ, ৩ কৃষ্ণবিলাস, ৪ মনোবুদ্ধিসন্দর্ভ, ৫ ধর্ম্মসন্দর্ভ ও ৬ অনুমানসমন্বয়।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর পাঠে জানা যায়, নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের সহিত ঠাকুর জয়গোপালের মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বীরচন্দ্র গোস্বামীর প্রসাদ গ্রহণ করেন নাই বা তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বীরচন্দ্র জয়গোপালের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া যাহাতে কেহ তাঁহার সহিত কোন সংশ্রব না রাখেন, এজন্য শিষ্য-মণ্ডলীকে আদেশ করেন। জয়গোপাল ঠাকুর সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে লিপিবদ্ধ আছে—

"যাজিগ্রামে লোকমুখে করয়ে শ্রবণ। প্রভু বীরচন্দ্র কৈল ধর্ম্মসংস্থাপন ॥
রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥
তথাই কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি। বিদ্যা অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি ॥
গুরুবিদ্যাহীন ইথে হেয় অতিশয়। জিজ্ঞাসিলে পরম গুরুকে গুরু কয় ॥
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল। লজ্ঘিল প্রসাদ তেঞি তারে ত্যাগ দিল।
ইহা শুনি আচার্য্যের হর্ষ হৈল মন। হেন কালে আইল বীরচন্দ্রের লিখন ॥
আচার্য্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া। করে পত্রী-পাঠ অতি প্রফুল্লিত হিয়া ॥
কাঁদরা হইতে ঐছে পত্রী পাঠাইয়া। পুত্রে জানাইল প্রভু খড়দহে গিয়া ॥
যৈছে প্রভু বীরচন্দ্র গুণের আলয়। তৈছে তাঁর তিন পুত্র প্রেমভক্তিময় ॥
প্রভু বীরচন্দ্র গুণে কেবা নাহি ঝুরে। করিলেন ত্যাগ পাপী জয়গোপালেরে ॥
এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত। আলাপাদি কেহো না করয়ে কদাচিৎ ॥"

জয়গোপাল বীরচন্দ্রের কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে স্পষ্ট জানা যায় না। ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত—"গুরুবিদ্যাহীন ইথে হেয় অতিশয়। জিজ্ঞাসিলে পরম-গুরুকে গুরু কয়॥" এই বচন হইতে মনে হয়, ঠাকুর জয়গোপাল নিত্যানন্দ প্রভুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও বীরচন্দ্রকে গুরু বলিয়া মানিতে স্বীকৃত হন নাই। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, জয়গোপাল ঠাকুর সুন্দরানন্দের শিষ্য ছিলেন,মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপালাভ করিয়াছিলেন এবং একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যে সহজে অপর কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবেন তাহা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, বীরচন্দ্রের বিপক্ষতাসত্ত্বেও বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার সম্মান খর্ব্ব হয় নাই। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও বৈষ্ণবোচিত নিষ্ঠার কারণ অনেক

সদ্‌ব্রাহ্মণ আসিয়াও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীজয়গোপাল ঠাকুরের একমাত্র পুত্র বলরামচন্দ্র সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া শিরোমণি উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রচিত এই সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়—বিচারসুধার্ণব (সংস্কৃত গ্রন্থ), কৃষ্ণবিলাসের ভাষা ও ভক্তিভাবপ্রদীপের ভাষা। বলরামচন্দ্র শিরোমণির পুত্র শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভক্তিভূষণঠাকুর। ইনি পদ্মাপারে শিষ্যবাটী যাইবার সময় মাঝিকে নদী পার করিয়া দিতে বলায় সে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। তখন তিনি খড়ম পায়ে পদ্মার উপর দিয়া হাঁটিয়া মধ্যস্থল পর্য্যন্ত গিয়া ডুবিয়া যান। নিকটবর্ত্তী কান্‌সাট গ্রামের শিষ্যগণ এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ ব্যস্ত হইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হন। সাত দিন পরে তিনি শিষ্যগণকে স্বপ্ন দিলেন যে, তিনি তৎপর দিবস উত্থিত হইবেন। ঐ দিনে পদ্মার তীরে বহুলোকের সমাগম হইল। তখন উক্ত প্রভু শ্রীশ্রী৺গোবিন্দচন্দ্র প্রভুজীউকে মস্তকে লইয়া পদ্মার মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দচন্দ্র প্রভুজীউর সেবা এখনও বর্ত্তমান। ভক্তিভূষণ ঠাকুরের রচিত 'তত্ত্বসাগর' ও গীতাসার নামে ২খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভক্তিভূষণের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতভূষণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণকুমার ইঁহার নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন। ভাগবতভূষণ সভাস্থলে স্বীয় বক্ষঃবিদীর্ণ করিয়া স্বর্ণোপবীত দেখাইয়াছিলেন। তখন বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইলেন। এখনও যদুপুর প্রভৃতি স্থানে ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রদত্ত আয় হইতে শ্রীশ্রী৺প্রভু জীউয়ের সেবার সাহায্য হইয়া থাকে। ইহার রচিত পুস্তক ১ ভুবনমঙ্গলসঙ্গীত (সংস্কৃত), ২ গোবিন্দমঙ্গল (সংস্কৃত), ৩ বিচারসুধার্ণবের ভাষা, ৪ ধর্ম্মসন্দর্ভের ভাষা এবং শ্রীজয়গোপালবিলাস।

ভাগবতভূষণ ঠাকুরের পুত্র বংশীবদন ঠাকুর ও মুরলীবদন ঠাকুর। উভয় ভ্রাতাই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের সংস্কৃত টোল ছিল। বিশেষতঃ মুরলীবদন সুকণ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন। বংশীবদনের পুত্র ভাগবতজ্ঞ ব্রজভূষণ। তৎপুত্র আনন্দময় ও কৃষ্ণজীবন, উভয়েই সংস্কৃতজ্ঞে। আনন্দময় ঠাকুরের সংস্কৃত টোল ছিল। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক হৃদয়ানন্দঠাকুর ও কনিষ্ঠ পণ্ডিত রামানন্দঠাকুর। রামানন্দের সংস্কৃত টোল ছিল। হৃদয়ানন্দের পুত্র কেশবানন্দ মহান্ত ঠাকুর ও তরুণানন্দ মহান্ত ঠাকুর। রামানন্দের পুত্র মহানন্দ মহান্ত ঠাকুর ও নৃসিংহানন্দ মহান্ত ঠাকুর। নৃসিংহ শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেন। মহানন্দের পুত্র মদনমোহন মহান্তঠাকুর। কেশবানন্দ একজন বাক্‌সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার তিন কন্যা ও এক পুত্র। পুত্র জন্মের পর আর তিনি সংসারে থাকিতেন না। সর্ব্বদা মুখে বলিতেন—"তালের আঁটি জপের মালা নিমতলাতে শয়নম্। মহাযোগে প্রাণ ত্যজিব গোলকেতে গমনম্॥" এ কথা সার্থক হইয়াছিল, সর্ব্বদা তালের আঁটির হকা ও জপমালা

তাঁহার সঙ্গে থাকিত। গ্রামের বহির্ভাগে নিমতলাতে শয়ন করিতেন। পদব্রজে ৺বৃন্দাবনে গিয়া দেহত্যাগ করেন।

মুরলীবদন ঠাকুরের সঙ্গীতের টোল ছিল। তৎপুত্র প্রাণকৃষ্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশে বহু সঙ্গীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নন্দলাল ঠাকুরের নাম সুপ্রসিদ্ধ। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির যাবতীয় পদ তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকায় কীর্ত্তনগায়কেরা তাঁহাকে "পদসিন্ধু" উপাধি দিয়াছিলেন। (পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

কাঁদড়ার মহান্ত দাসঠাকুর বংশে যেমন বহু শাস্ত্রজ্ঞ ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ বহু গুণী কীর্ত্তনগায়ক ও বাদকও দেখা দিয়াছিলেন। কাঁদড়ার সাঁজি উৎসব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত এখানে আসিয়া শারদীয়া কল্পারম্ভের দিনে মঙ্গলঠাকুরকে দীক্ষা দেন, এবং পরবর্ত্তী শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া যথাযোগ্য উপদেশ দেন। আজিও সেই ঘটনার স্মরণার্থ ঐ সময় কাঁদড়ায় মহোৎসব হইয়া থাকে। তাহাই সাঁজি উৎসব নামে পরিচিত। নানাস্থান হইতে প্রধান প্রধান কীর্ত্তনিয়াগণ আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় ভগবদ্ভক্তগণের কীর্ত্তনানুরাগের সহিত দাস ঠাকুর বংশে মধ্যে অনেক সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভক্তিশাস্ত্রের সহিত সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা এই বংশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত দেখা যায়।

মাকরী সপ্তমীর পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয়া তিথিতে কান্দরার প্রভুজীউর প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে মহামহোৎসব হইয়া থাকে। কীর্ত্তন, ধুলট, কাঙ্গালী ও বৈষ্ণব ভোজন, ভাগবতকথা প্রভৃতি হয়। শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের আদেশানুসারে বংশের মধ্যে যিনি প্রবীণ, তিনিই দীক্ষা দিয়া থাকেন। এই বংশে শালগ্রাম ও বিগ্রহাদির পূজা, ইচ্ছানুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ ও শ্রাদ্ধাদি প্রথা, কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের দীক্ষা দেওয়া, সধবা কন্যাগণকে বিবাহের পূর্ব্বে এবং বিধবাদিগকে পুনঃসংস্কারান্তে প্রভুর সেবায় নিয়োগপ্রথা, স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মালোচনা, সাধারণের সহিত মিলিত না হইয়া স্বহস্তে ভোজনের প্রথা প্রভৃতি এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ প্রভৃতি পূজিত শ্রীশ্রী৺চিকনশ্যামজীউর সেবাও ইঁহাদের অধিকারে আছে। বৃন্দাবন-পরিক্রমায় ঐ চিকণশ্যামজীউ ও দাসঠাকুরের সেবার উল্লেখ আছে যথা—

"শ্রীবৃন্দাবনমধ্যস্থ শোভিতা বহুবিগ্রহাঃ।
বলভদ্রপদং দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টং কৃষ্ণমন্দিরং॥
রত্নসিংহাসনো যত্র গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাঠামং নানালঙ্কারভূষিতঃ॥
বামে তস্য প্রিয়া রাধা বৃষভানুকুমারিকা।
তত্রৈব চিকণশ্যামঃ সুন্দরানন্দপূজিতঃ॥" (বৃন্দাবন-পরিক্রমা)

কাঁদড়ার দাস ঠাকুরবংশ

রামদাস সরস্বতী (বহড়ান)

হরিহর গঙ্গাধর

চিরঞ্জীব কবিরাজ (পাণিহাটী)

জয়গোপাল দাস ঠাকুর (বড় কাঁদড়া)

বলরাম শিরোমণি

বৃন্দাবনচন্দ্র ভক্তিভূষণ

রামকৃষ্ণ ভাগবতভূষণ

বংশীবদন বিদ্যালঙ্কার মুরলীবদন ঠাকুর

ব্রজভূষণ ভাগবতাচার্য্য প্রাণকৃষ্ণ

প্রেমানন্দ

আনন্দময়বিদ্যাভূষণ কৃষ্ণজীবন

চৈতন্য নিত্যানন্দ গৌরসুন্দর বিশ্বম্ভর

রামানন্দ চিদানন্দ

শচী যশোদা রঘুনন্দন বসু রাধাসুন্দর কৃষ্ণসুন্দর

মহানন্দ নৃসিংহানন্দ কেশব তরুণানন্দ

নন্দলাল পদসিন্ধু নয়নানন্দ ষবন হৃদয়ানন্দ

মদনমোহন রসরাজ ভাগবতভূষণ

গোবিন্দচন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্র

অজিতসুন্দর অচ্যুতানন্দ জীবানন্দ ত্রিভঙ্গমুরারি

রাসবিহারী ললিতবিহারী রজনীবহারী যমুনাবিহারী বনবিহারী সঙ্কেতবিহরী

ষষ্ঠ অধ্যায়

বহড়ানের মণ্ডলসূত্র

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—হরিহরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীপতি দাস হইতে ৫টী ধারা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিদাসের বংশধরগণ 'ঠাকুরসূত্র' ও মণ্ডল গণপতির বংশধরগণ 'মণ্ডলসূত্র' বলিয়া পরিচিত। কাহারও মতে সেনবংশীয় গৌড়াধিপের নিকট, আবার কাহারও মতে মুসলমান গৌড়াধিপের অধীনে সৈনিক বিভাগে উচ্চপদে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া গণপতি প্রথমে সেনাধিপের পরিচায়ক 'খাঁ' উপাধি, পরে বহু ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া 'মণ্ডল' উপাধি এবং রাজসকাশে ও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের যাঁহারা ভূস্বামিরূপে রাজসম্মান ভোগ করিতেন, তাঁহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি 'রায়' উপাধি ব্যবহার করিতেছেন।

মণ্ডল গণপতির তিন পুত্র তরুণ, সুন্দর ও বিভূতি। কুলগ্রন্থে বা কুলজ্ঞদিগের নিকট তরুণ ও সুন্দরের সম্পূর্ণ বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই। তরুণ মণ্ডলের বংশের একদেশ ১৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

এই বংশে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বকালে বড় বড় বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রধানতঃ সর্ব্বপ্রকারে পিতৃসম্মানের অধিকারী হইতেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের বংশলোপ বা পুত্রহীন হইলে তাঁহার অনুজই পৈতৃক সম্মান পাইতেন। তবে অপরাপর পুত্রগণ স্ব স্ব ভাগ্যোন্নতির আশায় নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। কুলগ্রন্থে দেখা যায়, তরুণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র ভুম্বরিদাস সমাজে জ্যেষ্ঠের ন্যায় খ্যাতিমান্ না হইলেও তাঁহার পৌত্র হরিশ্চন্দ্র মুসলমান রাজসরকারে কাজ করিয়া যথেষ্ট বৈষয়িক উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্ঞানানন্দ ও গুণানন্দ উভয়েই 'মল্লিক' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। জ্ঞানানন্দ মল্লিকের পুত্র—মাধবদাস মুসলমান রাজ-সরকারে মনসবদার হইয়া 'হাজরা' উপাধি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ রাঘব 'চোঙ্গদার' উপাধি লাভ করেন। উভয়ের বংশ বহুকাল 'হাজরা' ও 'চোঙ্গদার' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

মণ্ডল বিভূতির বংশই বৃহৎ। এই বংশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭২ পৃষ্ঠায় মণ্ডল বিভূতির ধারা প্রকাশিত হইল।

বহড়ান মণ্ডলসূত্র রাউন্দীর মজুমদার বংশ।

এই মণ্ডলবিভূতির বংশে সুপ্রসিদ্ধ নয়নানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহড়ান ত্যাগ করিয়া রাউন্দীতে গিয়া বাস করেন। কুলগ্রন্থে নয়নানন্দের কুলপরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ কারিকা পাওয়া যায়—

"মণ্ডলে নয়নানন্দ কুলে কৃতী লিখি। মহেশ নৃসিংহ পরে কক্ষ কুশল দেখি॥
দোষে গুণে দস্তিদার ডাকে বড় ধর্ম্ম। রঘুনন্দন শেষোদয় রূপে বলাইর মর্ম্ম॥
খাঁনে মণি প্রতিপট্টে গঙ্গে তুঙ্গ জনার্দ্দনে। মোহনে গ্রহণ তুঙ্গী ত্রিতুঙ্গী পুরুষত্রয়ে॥
বিষ্ণুবাটী রিপুখানে গঙ্গে সাক্রিজুলি পরে। জ্যেষ্ঠ সিংহে জড়িত ভঙ্গ ত্রিভঙ্গে পুরুষত্রয়ে॥
রাজবল্লভ কুলপ্রতি ব্রজবল্লভ দূরে। ক্ষেমকরণের ছ' তনয়া ভট্টবাটীর ঘরে॥
খর্জ্জুরডিহি জড়িত ভঙ্গ ত্রিভঙ্গে পুরুষত্রয়ে। দেব কাশী পমাই গঙ্গ মথ্‌ুর রাঘব পরে॥
বট সরসে মহেশ দাস একা এক ঘরে। ঘোষে ধনঞ্জয় জয় অনু রতনচাঁদে॥
সুকড়া দৈত্যারি কুলে অতি অনুপাম। রামকৃষ্ণ যুগলকৃষ্ণ কৃষ্ণযুগল নাম॥
যদি ভীম সানন্দকুল করিল প্রকাশ। রসিক করিল কেনে নগর বিনাশ॥"

ঘনশ্যামের কারিকায় এইরূপ নয়নানন্দের কুলপরিচয় আছে—

"নয়নানন্দে কুলকৃতি মাধব সন্তানে। ডাক পাক খাতক বন্দী দীপ্ত সে বহড়ানে॥
সযুত গোপালসুত শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। সুত খেলারামদাস দীপ্ত শশধর॥
আদান দেখি হৃদয়রাম মিত্রের নন্দিনী। তাথে ধারা দীপ্ত তিন ডাকে তুঙ্গ গনি॥
কিঙ্করাম সদাশিব অনুজ রাঘব। আদান প্রদান দানে কন্যায় দুর্লভ॥
কিঙ্করামে যাদবনন্দিনী সম্প্রদান। সদাশিবে কৃষ্ণদেব সিংহে বহু মান॥
রাঘবে আনন্দীরাম দেখি যে বুলাই। সতুঙ্গ করণে দীপ্ত দেখি তিন ভাই॥
কিঙ্করাম সুতদ্বয় সুতা দেখি তিন। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ দুলাল শ্রীধরে প্রবীণ॥
অপরা অনূপ সিংহে মাথে শশধর। তৃতীয়া প্রসাদে দান দীপ্ত প্রভাকর॥
পরমানন্দ জীবে তুঙ্গ গুলাপ সিংহ। শম্ভুতে রামচন্দ্র সুতা গোবিন্দে সতুঙ্গ॥
শ্রীধর মাধব প্রভাকরে দীপ্ত দান। জীবধর গোবিন্দসিংহে সুতার আদান॥
আদান প্রদান তুঙ্গ দেশ বিদেশে নাম। বঙ্গতে বিখ্যাত আখ্যা দাসে কিঙ্করাম॥"

নয়নানন্দের বংশে অধস্তন পুরুষ আনন্দচন্দ্র মজুমদার সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও নবাব সরকারে খাজাঞ্চীর কার্য্য করিতেন। ইনি পারসী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ইহার লিখিত পারসী পুস্তক অদ্যাপি পাওয়া যায়। ইনি নবাব-সরকার হইতে ৫০০ বিঘা নিষ্কর জমি বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মজমুয়াদার হয়েন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণানন্দের সহায়তায় তিনি সন ১১২৮ সালে চণ্ডীমণ্ডপ ও সন ১১৪৪ সালে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মন্দিরগাত্রে স্থাপনের কাল খোদিত আছে। এই সময়ে তিনি বহড়ানের বাসস্থান জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং রাউন্দী গ্রামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। স্বীয় গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ বংশগোপাল সার্ব্বভৌমকে ব্রহ্মোত্তর জমি, পুষ্করিণী ও বাস্তু প্রদান করিয়া স্বগ্রামে বাস ও বিগ্রহ মূর্ত্তির সেবা প্রকাশ করান। জনসাধারণের কষ্ট নিবারণের জন্য তিনি কয়েকটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

(১৭৫ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

বহড়ান মণ্ডলসূত্র তরুণ মণ্ডলের ধারা

বহড়ান মণ্ডলসূত্র

- ১৮ রাজবল্লভ (দ্বিতীয় পক্ষে) (১৭২পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
  - ১৯মনোহর
  - ১৯প্রাণবল্লভ
    - ২০জগৎ
      - ২১বানেশ্বর
        - ২২আনন্দীরাম
        - বিনোদ
        - শম্ভু
  - ১৯রামেশ্বর
  - পাচুদাস
  - ১৯অকিঞ্চন
    - ২০রামরাম
      - ২১বীরনারায়ণ
        - ২২রায়নাথ
        - ২২রাজনারায়ণ
      - রূপনারায়ণ
      - প্রেম
      - স্বরূপ
    - ২০সাহেবরাম
      - ২১হরগোবিন্দ
      - ২১হরিপ্রসাদ
      - ২১হরিনারায়ণ
      - ২১হরিশঙ্কর
      - ২১হরিশ্চন্দ্র
        - ২২নবকান্ত

- ১৮ক্ষেমকরণ (১৭২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
  - ১৯কিঙ্করদাস
  - ১৯দক্ষিণাকর
    - ২০যুগল
    - ২০রাজচন্দ্র (বাস সেরগড়া)
      - ২১লোহারাম
      - লোকনাথ
      - মথুরানাথ
      - নিতাইসুন্দর
      - ২১বৈকুণ্ঠ
        - ২২কৃষ্ণমোহন
          - ২৩মহেশনারায়ণ
            - ২৪প্রদ্যোতকুমার
      - পরাণ
      - বৃন্দাবন
    - ২০অনুপ
      - ২১গুরুচরণ
        - ২২বিজয়গোবিন্দ
    - দীপচন্দ্র
    - শম্ভুরাম
      - ২১উৎসবানন্দ
      - ২১রাধানন্দ
      - ২১হরানন্দ
      - ২১শ্যামানন্দ
  - ১৯সন্তোষরাম
  - ১৯শচীনন্দন
    - ২০বক্রেশ্বর (রামচন্দ্র)
      - ২১গোপীরমণ
        - ২২তেজুরাম
          - ২৩রামগোবিন্দ
            - ২৪ব্রজসুন্দর

বহড়ান নওল সূত্র
১৮ ব্রজবল্লভ (১৭২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৯ভবানন্দ
১৯ নন্দরাম
রামনাথ
লক্ষ্মণ
২০মুকুন্দচন্দ্র লালবেহারী গোকুল গোলাপ
২০রত্নেশ্বর গৌরীচরণ পীতাম্বর কাত্তিক যুগলচন্দ্র
২১কৃষ্ণচন্দ্র বলাই(গণেশ) ২১কালী হরিপ্রসাদ গুরুপ্রসাদ
২১রামশঙ্কর
২১সভাচরণ
২২মহেন্দ্র
২২রামমোহন
২২স্বরূপ
২২রাধাচরণ চৈতন্ত
২২রাম ভৈরবতিলককাত্তিকরাম পদ্মলোচনকমল হর শ্রীনারায়ণ
২৩পরীক্ষিৎ
২২রঘুনাথ ভোলানাথ
২৩আনন্দ
২৩গুরুদাস জয়নারায়ণ
২৩ঠাকুর গোপী নব শ্রীকণ্ঠ ২৪কৃষ্ণ
২৪ডোমন ইন্দ্রনারায়ণ উপেন্দ্র
২৪ রাধামাধব
২৪রাজেশ্বর
২৪রসিকানন্দ ২৩রাম রাজকিশোর তারা রাজীব শ্রীনাথ
২৫হেম জ্যোতি
২৫ অঘোর কুলদা
২৫রাজকৃষ্ণ
২৫মাখন মোহন
২৪কৃষ্ণলাল গোর যজ্ঞেশ্বর দীনবন্ধু
২৫ ভবানী নিরঞ্জন বিশ্বনাথ
২৬ গুণসিন্ধু
বিহারীব্রজহীরালালপ্রিয়নিকুঞ্জ
অক্ষয়কুমার বীরেন্দ্র২৬দেবেন্দ্র ধীরেন্দ্র
বিনয় ২৬হরিশঙ্কর
চন্দ্রকান্ত নিত্যগোপাল প্রিয়গোপাল
২৭ মধুসূদন হরিনারায়ণ
সুধীন্দ্র
২৪নফর সারদা
২৫ যদু
২৫অচিন্ত্য
পঞ্চানন
২৬ডোমন রমণ লালগোপাল
হারেন্দ্র তারক
অন্নদা রুদ্র
দেবী রমা নারায়ণ গৌরী ২৬ কালিকা
বিভূতি শিলানাথ ফণী শিবদাস হরপ্রসাদ
২৫যদু অচিন্ত্য
শশাঙ্ক সতীন্দ্র
২৪রামলাল সুত, ২৪চন্দ্রনারায়ণ সুত,
২৫সত্যকিঙ্করসুত, ২৫যদুনাথ
২৪ভুবন, রামলাল, চন্দ্র
রজনী,অরীন্দ্র,সুরেন্দ্র, রবীন্দ্র,বোধিসত্বরেবতী সুজনচিত্তরঞ্জন
২৬অচ্যুতানন্দ, সনৎ, সাক্ষীগোপাল

মণ্ডলসূত্র বিভূতিবংশ নয়নানন্দের ধারা
১৬ নয়নানন্দ (রাউন্দী) (১৭২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৭চণ্ডীদাস মুরারি কবিরাজ ১৭ চাঁদ সেবকীনন্দন বিনোদ পুরুষোত্তম গোপাল রামশরণ
১৮নারায়ণ দুর্গাদাস ১৮ নরহরি
ভূপতি
শম্ভুচন্দ্র
১৯চিরঞ্জীব বিশ্বেশ্বর শ্রীকান্ত ১৯নিধিরাম
২০রামশঙ্কর হরশঙ্কর
২০ রামভদ্র (কবিরদাস)
২০রামরাম যুগলচন্দ্র নকুল নীলকণ্ঠ
২১আনন্দচন্দ্র মজুমদার
২২কৃষ্ণ নন্দ
২১হরিনারায়ণ মুলুকচন্দ্র মনগুক
২১ ভবানী বাঞ্ছারাম
২৩রামকানাই
২২ভগবান্ ২২গোপীকান্ত
২২অদ্বৈত
২৪রাজবল্লভ
২৩ কৃষ্ণপ্রসাদ
২৫ব্রজলাল
২৩ব্রজ শ্রীনাথ
২৩গুরুচরণ ঈশ্বরচন্দ্র
২২বিনোদ আনন্দ প্রেমচন্দ্র
২৬ রাখাল গোপাল
২৩নফর ২৩মোহন
২৪রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন
২৭শরৎ বসন্ত রাধাশ্যাম রাধাকিশোর মণীন্দ্র ২৭যতীন্দ্র জ্ঞানেন্দ্র
২৪ব্রহ্মানন্দ রাধারমণ কৃষ্ণচন্দ্র নীলমাধব ললিতামাধব
গোলগোবিন্দ ২৮ অজিত
২৮অনিল সুনীল

বহড়ান মণ্ডল সূত্র
১৩ মল্লিক ভবানন্দ (১৭২ পৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)
সীতারাম (কামদেব)
১৪গঙ্গারাম মজুমদার (৪র্থ)
ভগবান্ (২য় পুত্র)
বিশ্বনাথ (৩য়)
১৫ হরিনাথ
১৫জগৎ নবু জয়ন্তীরাম (সহরমণ্ডল) ১৫মহাদেব হরিবল্লভ পুরুষোত্তম
১৬প্রাণবল্লভ নয়ন কল্যাণ গোপীরমণ
বসন্ত পঞ্চানন বিনোদ ১৭জয়কৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
১৬রামনাথ
অশোক ১৭অযোধ্যারাম
ভগীরথ
বক্রেশ্বর বাণেশ্বর শিবরাম অভিরাম
১৭জয়চন্দ্র
১৮গোপালচন্দ্র
১৮রঘুনাথ
১৮মণিরাম
১৯কর্ত্তারাম কৃষ্ণপ্রসাদ
১৯কৃষ্ণপ্রসাদ
১৯বিশ্বনাথ
১৮ লক্ষ্মা যাদব অদিত
১৯ গোবর্দ্ধন ২০বৈষ্ণবচরণ
২০লালচন্দ্র
গোপাল গোকুল গৌরাঙ্গ কৃষ্ণরাম
১৯হরেকৃষ্ণ গোর
২১ নন্দদুলাল ২০মদনমোহন মনোহর
২১কানাইলাল
২১রামপ্রসাদ পঞ্চানন গোবিন্দ
দশু ২০কুঞ্জ লালবেহারী শ্যাম যুগল
২২ বল্লভীকান্ত ২১আনন্দীরাম
২২দর্পনারায়ণ
২৩গদাধর
২২কমললোচন রামলোচন শ্রীনিবাস হরিদাস
২৪যজ্ঞেশ্বর
২১সভারাম লোক বৈদ্য রঘুনাথ কন্দর্প অভয়চরণ
২৪পার্ব্বতীচরণ
২৩রামকৃষ্ণ
যজ্ঞেশ্বর সর্ব্বেশ্বর
মদন নবদ্বীপ
২৫নগেন্দ্র উপেন্দ্র নৃপেন্দ্র অমরেন্দ্র মনীন্দ্র রবীন্দ্র
২৫শ্যামাচরণ
২৪রাখাল
চন্দ্র
২৬দিগিন্দ্র ভূপেন্দ্র
২৬ বরদাচরণ
ঈশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ উদয়
২৪ভগবান
২৪উদয়
২৪রাখাল
৩০বরদাচরণ
১৭অভয়
২৫নিত্যগোপাল ২৫রামগোপাল
অশ্বিনী ক্ষীরোদ গৌরা সত্য
২৮মোহনচন্দ্র
২৬ রাখহরি
২৬ নবঘনশ্যাম অমরেন্দ্র
যোগেন্দ্র প্রভাস বিভূতি সতীশ শিব সুধীর
দিবাকর শশধর শ্যাম সুধন্বা
২৯গৌরসুন্দর নিতাই রামসুন্দর আনন্দ
৩২ তিনকড়ি গৌরাঙ্গ রাধাসুন্দর
৩০ তারাসুন্দর পূর্ণচন্দ্র ৩১প্রমথনাথ

বহড়ান মণ্ডল সূত্র

বহড়ান মণ্ডলসূত্র
তিমিরারি-সুত ১৩ অবিচল (১৭২ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৪ ভার্গবদাস মজুমদার (বাস জমাডাঙ্গী)
১৫শিবরাম মজুমদার চণ্ডীচরণ
১৬ রাজীব (চন্দ্রকোণা) গোবিন্দ
১৭পার্ব্বতী ১৭রাধাবল্লভ লক্ষ্মণ পুরুষোত্তম (বাস হরানন্দপুর)
১৮ হরিনারায়ণ কল্যাণ ১৮ঘনশ্যাম কৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীবল্লভ জগবল্লভ ১৮বিক্রম
১৯ভিখারী
১৯কেবলরাম
১৯আনন্দীরাম রামগোবিন্দ রামলোচন ১৯কৃষ্ণরাম রামরাম
২০মাণিক
২০ গঙ্গারাম
২০ নন্দকিশোর
২০বৃন্দাবন রাধামোহন ব্রজমোহন কৃষ্ণমোহন
২১বদনচন্দ্র
২১শুকচাঁদ রামতনু
২২হারাণচন্দ্র
২১কমললোচন রামকান্ত রামানন্দ
২২ নবদ্বীপ নিতাই অদ্বৈত
১৯বলরাম জনার্দ্দন ত্রিলোচন শুকদেব জয়দেব ইন্দ্রনারায়ণ বিশ্বেশ্বর হরিপদ ২৩ অতুল সনৎকুমার রাধারমণ
২০পদ্মলোচন
শঙ্করলাল
বাসুদেব গোবিন্দ কিনুরাম ২০মাণিক রামসুন্দর গোবর্দ্ধন এককড়ি নীলমোহন
২০রামশঙ্কর নবকিশোর
২০নন্দদুলাল মনোহর হরিদেব রামকান্ত

সপ্তম অধ্যায়

অনন্তদাসের বংশপরিচয়।

শ্যামদাসের ঢাকুরী গ্রন্থে লিখিত আছে—

"বহড়ান ছাড়িয়া তবে যায় গঙ্গাধর   গঙ্গার সমীপে বাস নবগ্রাম ভিতর॥
তাহার হইল সুত অনন্ত কাপড়ি।   অনন্ত করিল গিয়া পাইকপাড়ায় বাড়ী॥"

রামদাস সরস্বতীর কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর বহড়ান ত্যাগ করিয়া নবগ্রামে বাস করেন। গঙ্গাধরের দুই পুত্র অনন্ত ও কাপড়ি। ঘটককারিকায় দেখা যায় অনন্তদাস শেষ পক্ষে বিষ্ণুসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগপূর্ব্বক নলহাটীর নিকট পাইক-পাড়ায় বাস করেন। কিন্তু অনন্তদাসবংশীয় বেণুরের (বাণীওড়ের) চৌধুরীগণ বলেন, রামদাস সরস্বতী স্বয়ং বহড়ান হইতে আসিয়া কিছুকাল পাইকপাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। পরে স্বীয় পৌত্র অনন্তদাসকে পাইকপাড়ায় বাস করাইয়া পুনরায় বহড়ানে গিয়াছিলেন। যাহাই হউক অনন্তদাসই যে পাইকপাড়ার দাসবংশের আদিপুরুষ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

অনন্তদাসের ৬ পুত্র—সর্ব্বেশ্বর, গর্ভেশ্বর, কুবেরেশ্বর, উমাপতি, গজপতি ও শ্রীপতি। এই ৬ পুত্র মধ্যে কুবেরেশ্বরের ধারা হইতে ভুড়িয়ার মজুমদারবংশ, উমাপতির ধারা হইতে ধুবলোলের ভৌমিক ও জগদলের চৌধুরীবংশ এবং গজপতির বংশ হইতে বেণুরের চৌধুরীবংশ এই তিনটী বড় জমিদার-ঘর সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তদাস পাইকপাড়ায় অবস্থানকালে বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে উক্ত সম্পত্তি ভাগ হইয়াছিল।

ভাগলপুর ভুড়িয়ার মজুমদারবংশ

অনন্তদাস পাইকপাড়ায় বাস করেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র কুবেরদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীচরণ একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। ভবানীচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র রূপরামের তিন পুত্র মধ্যে প্রথম পুত্র গোবিন্দরাম প্রথমে অগ্রদ্বীপ পরে বাসাবাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে বাসাবাড়ীর মজুমদার বলিয়া পরিচিত। (১৮২ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য)

গোবিন্দরামের কনিষ্ঠ ভুবনেশ্বর মুসলমান নৃপতির অধীনে কানুনগোই পদ পাইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত তপ্পা নয়াদেশ গিয়াছিলেন এবং তথায় মহীমন্তকপুরে বাস করেন। উক্ত ভুবনেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র ভাগলপুর সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে বয়ারি গ্রামে বাস করেন। মধ্যম পীতাম্বর নয়াদেশেই বাস করিতেছিলেন। এই বংশে লালবেহারী দাস কাননগোই পদে কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি লাভ করেন। তিনি একটী গড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহার নাম আনন্দকিতাগড়। বাদশাহী যে সনদে তাঁহাকে কানুনগোই বাহাল ও উপাধি দান করা হইয়াছিল, সেখানি পাওয়া যায় নাই। পরে ১০৬৪ হিজরি সালে প্রদত্ত সনদের অনুবাদ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সুবাদার শাহ সুজা দিল্লী হইতে

এই সনন্দ আনাইয়া দিয়াছিলেন। এজন্য ইহাতে বাদশাহ শাহজাহানের মোহর এবং শাহ-সুজার মোহর ও স্বাক্ষর রহিয়াছে। আসল সনন্দখানি আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইংরাজী অনুবাদ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুবাদক বিঘার স্থলে টাকা লিখিয়া গোল করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রদত্ত ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা নিষ্কর ভূমির সহিত আরও ২০/ বিঘা নিষ্কর ভূমি দিবার আদেশ রহিয়াছে। লালবেহারীর পৌত্র বিশ্বম্ভর ভুড়িয়ায় বাস করেন। লালবেহারীর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রমানাথ মজুমদার পর্য্যন্ত তপ্পা নয়াদেশের কানুন-গোই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই পদ উঠিয়া যায়। তৎপরে ক্রমশঃই অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পৈত্রিক যে সম্পত্তি ছিল, ক্রমশঃ তাহা ঋণগ্রস্ত হইয়া আজ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হয়। ক্রেতা বর্দ্ধমানের লালা বংশগোপাল নান্দে উক্ত সম্পত্তির কিয়দংশ রাধানাথ মজুমদারের পুত্রগণকে পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পুনরায় ঋণ বৃদ্ধি হওয়ায় দয়াশীল কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট উক্ত পত্তনিস্বত্ব প্রায় সওয়া লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়া বিনাপণে দরপত্তনি লইয়াছিলেন। রাধানাথের পৌত্রগণ তাহাও রক্ষা করিতে পারেন নাই। এখন যে সম্পত্তি রহিয়াছে, বহু পরিবার হওয়ায় তাহাতে স্বচ্ছল চলিবার উপায় নাই। রাধানাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজমোহন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। সাধারণ সকল প্রকার হিতকর কার্য্যেই তিনি যোগদান করিতেন বলিয়া রাজপুরুষগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। রাজমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র শরচ্চন্দ্র ডেপুটী কালেক্টর ও কনিষ্ঠ পুত্র প্রকাশচন্দ্র ভাগলপুরে ওকালতি করিতেছেন। রাধানাথের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র বৈদ্যনাথ সমস্ত সম্পত্তির সহিত স্বীয় বাস্তবাটী বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তারিণী মুঙ্গেরে ওকালতি করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এই বংশের আচার সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। দুর্গোৎসবকালে অষ্টধাতুনির্ম্মিত সিংহ-বাহিনী প্রতিমায় ইঁহারা নিজে বসিয়া পূজা করিতেন ও কুলগুরু তন্ত্রধারকের কার্য্য করিতেন। একদা উক্ত প্রতিমা চুরি হইলে কৃষ্ণগোবিন্দ মজুমদারের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে মন্দার পর্ব্বতে গিয়া যে শিলাখণ্ড প্রথমে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাহাই আনিয়া অর্চ্চনা করিবে এবং যতদিন অবস্থার উন্নতি না হইবে, গোময়নির্ম্মিত ৺মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবে। তদনুসারে কৃষ্ণগোবিন্দ মন্দারপর্ব্বতে গিয়া একটি লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অর্চনা করিতে থাকেন ও দেবত্র সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। অষ্টধাতুনির্ম্মিত সিংহবাহিনী প্রতিমার পরিবর্ত্তে এক্ষণে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণ-গোবিন্দের পরে আর কেহ স্বয়ং বসিয়া পূজা করেন না, ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা হইয়া থাকে।

আর একটী বিশেষ আচার, মাসাশৌচ পালন করিলেও নয়াদেশবাসী কায়স্থগণ একাদশ দিবস পর্য্যন্ত তৈল ও হরিদ্রা ব্যবহার করেন না। তৎপরে ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ ধারণের চিহ্নস্বরূপ ক্ষৌরকর্ম্ম করেন না। মৎস্য ও মাংস এতদ্দেশীয়দিগের সাধারণ খাদ্য নহে। সুতরাং অশৌচ জন্য এবিষয়ে বিশেষ বিধির আবশ্যক হয় না।

নয়াদেশবাসিগণ ভুড়িয়ার মজুমদারদিগকে তত্রত্য কায়স্থের মধ্যে প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন।

৯অনন্তদাস (১৭৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

১০সর্ব্বেশ্বর (রোহিণীদাস) (পাইকপাড়া) | ১০সর্ব্বেশ্বর (পাহাড়পুর) | ১০ভুবনেশ্বর (নন্দীবাগেশ্বর) | ১০উমাপতি (ধয়মোল) | ১০গজপতি (হিলোড়া) | ১০শ্রীপতি (হিলোড়া)

১১ভবানীচরণ

১২রূপরাম ১২শিবরাম

কৃষ্ণনারায়ণ গোবিন্দরাম ১৩ভুবনেশ্বর (বাস মহিমস্তকপুর, ভাগলপুর)

হরিরাম

১৪ রামরাম (বাস বরারি) ভাগলপুর | ১৪পীতাম্বর | দুর্গাচরণ

রামশঙ্কর

১৫অভয়াচরণ রামশঙ্কর রামজীবন রামপ্রসাদ

গোপাল

চন্দ্রনাথ

১৬লক্ষ্মীনারায়ণ বৈকুণ্ঠ (বাস ভুড়িয়া) নবকান্ত নিমাইচরণ রামকানাই(নন্দীবাগেশ্বর)

কৃষ্ণনাথ

১৭লালবেহারী মজুমদার (বাস আনন্দকিতা গড়)

জয়রাম

১৮নেহালচন্দ্র

রামচাঁদ

শিবরাম

নয়নসুখ ভৈরবনাথ ১৯বিশ্বম্ভর (বাস ভুড়িয়া) কেবলরাম

মহাদেব

২০পঞ্চানন যুগলকিশোর নন্দকিশোর নবকিশোর গঙ্গাধর

দুর্গাচরণ

শম্ভুনাথ শিবনাথ বিশ্বনাথ

মুনাথ ২১রমানাথ গোপীনাথ রূপানাথ

হরিনারায়ণ রাম ভুবননারায়ণ

কানাইলাল কৃষ্ণগোবিন্দ

নবীনচন্দ্র কালিদাস

বৈদ্যনাথ রাধানাথ

পঞ্চানন

তারিণী

২৪ব্রজমোহন গোপীমোহন প্যারীমোহন রাজমোহন

শশীভূষণ অহিভূষণ

দেবেন্দ্র

ভোলানাথ নারায়ণ

শরচ্চন্দ্র প্রকাশ

বিনয়ভূষণ বিজয়ভূষণ কীর্ত্তিভূষণ

চৈতন্য ভূতনাথ বিশ্বনাথ অমরেন্দ্র

২৫নলিনী যতীন্দ্র সুরেন্দ্র কামিনী নিবারণ

২৬গৌরীকান্ত মৃত্যুঞ্জয় ২৬বঙ্কিমচন্দ্র লোকনাথ

জগদলের চৌধুরীবংশ

অনন্তদাসের ৪র্থ পুত্র উমাপতি। উমাপতির কনিষ্ঠ পুত্র সোমদাস হিলোড়া বাস করেন। উক্ত বংশে ভবেশ্বর বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়া পূর্ণিয়া জেলায় অন্তর্গত বাগিচ্র গ্রামে এবং তাঁহার ভ্রাতা রামদাস ভাগলপুর চম্পানগরে বাস করেন। ভবেশ্বর দাস ক্রমশঃ তাজপুর পরগণা ও অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ধুষমোল গ্রামে বাস করেন। তিনি 'চৌধুরী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ভৌমিক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ভবেশ্বরের তৃতীয় পুত্র বসুদেবের দুইটী পুত্র ছিল। কিন্তু কাহারও পুত্রসন্তান ছিল না। বসুদেবের কনিষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথের পরে আর কেহ ভৌমিক ছিলেন না। বৈদ্যনাথের একমাত্র কন্যা পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। মল্লিক প্রয়াগঘোষ-বংশে কৃষ্ণচন্দ্র বা কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দের দুই পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ লাড়লীমোহন ধুষমোলের নিকটবর্ত্তী রাণীগঞ্জ গ্রামে বাস করিতেন ও কনিষ্ঠ হরিমোহন ফতেসিংহ মধ্যে জামুয়া গ্রামে বাস করিতেন। দুঃখের বিষয়, উভয়েই অতিরিক্ত মাদকসেবনদোষে বিপুল সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। ভবেশ্বরের কনিষ্ঠপুত্র সহদেব চৌধুরীর দুইটী পুত্র শ্যামসুন্দর ও হরসুন্দর। বৈদ্যনাথের সহিত একত্র বাসের অসুবিধা অনুভব করিয়া সুচতুর শ্যামসুন্দর নাগর ও তীরলই নামে দুইটী ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গমস্থলে তিনদিকে নদীবেষ্টিত জগদল গ্রামে বাস করেন। দিনাজপুররাজ এষ্টেটের সম্পত্তি রাজস্ব-দায়ে ক্রমশঃ নীলাম হইতে থাকিলে শ্যামসুন্দর সন ১২০৫ সালে লাট সিধোর প্রভৃতি ৫লাট জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন ও ভ্রাতা হরসুন্দরের সহিত এজমালীতে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করেন।

শ্যামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরচন্দ্রের ও মধ্যম ঈশ্বরচন্দ্রের বংশধারা চলিতেছে। অপর দুই পুত্রের বংশ নাই। হরচন্দ্রের পুত্র আনন্দচন্দ্র ও লালমোহন কতকগুলি জটিল মোক-দ্দমায় পড়িয়া এবং ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র প্যারীমোহন অত্যন্ত মাদকসেবনে পৈত্রিক সম্পত্তি নিঃশেষ করিয়াছেন। হরচন্দ্রের বংশধরগণ বড় তরফ, ঈশ্বরচন্দ্রের বংশধরগণ মধ্যম তরফ ও হরসুন্দরের পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বংশধরগণ ছোট তরফ বলিয়া খ্যাত। নারায়ণচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে নারায়ণচন্দ্রের পত্নী প্রতিমাসুন্দরী চৌধুরাণী শরচ্চন্দ্র চৌধুরীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। শরচ্চন্দ্র দুইটী নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল। পরে শরচ্চন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র সাবালক হইয়া সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এককালে জগদলের চৌধুরীগণের বাড়ীতে স্বজাতির বিশেষ সম্মান হইত। তাঁহারা পাইকপাড়ার দাস হইলেও পুরুষানুক্রমে ভাল ভাল ঘরে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন। কোনও স্বজাতি দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে যাতা-য়াতের খরচসহ বহু অর্থসাহায্য করিতেন।

(পরপৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য)

অনন্ত দাসের ৪র্থ পুত্র উমাপতির ধারা
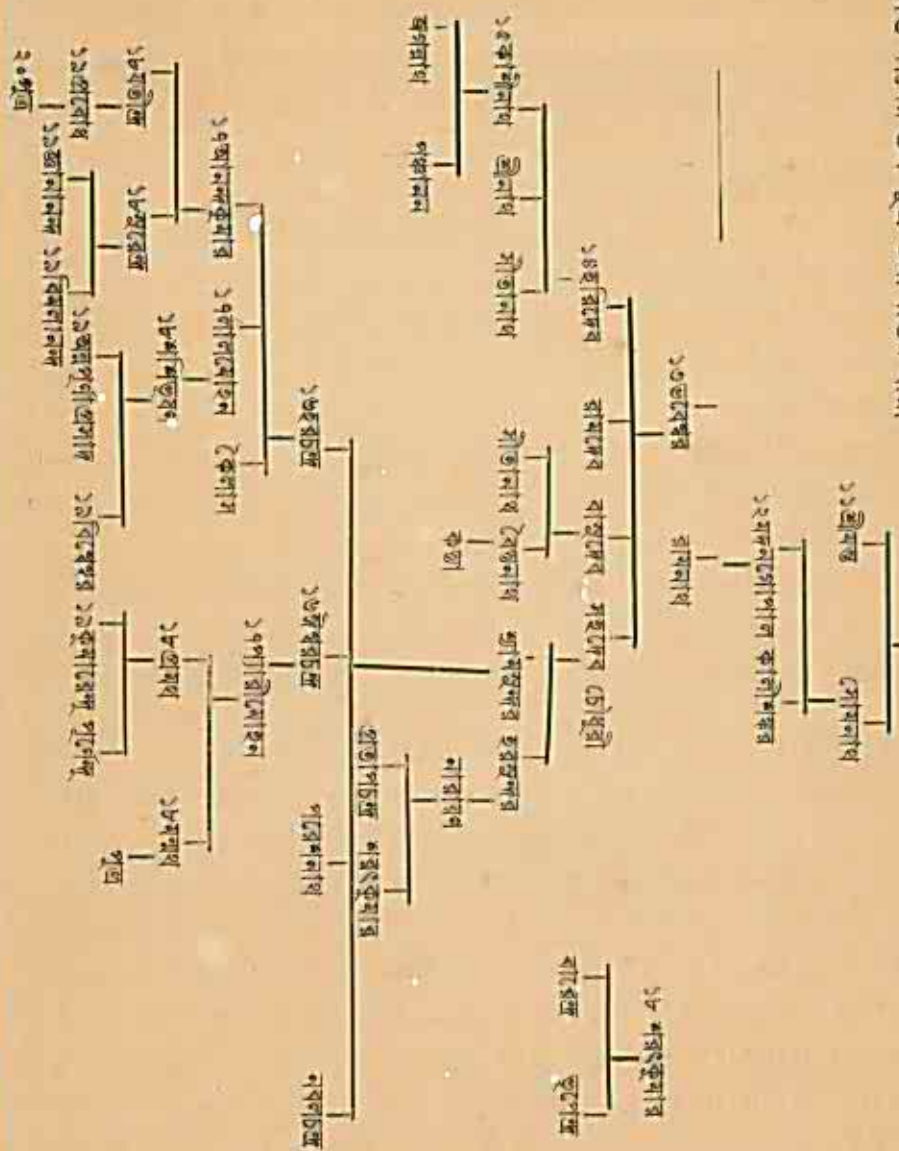
বাণীওড়ের চৌধুরীবংশ

(অনন্তদাসের ৫ম পুত্র গজপতির ধারা)

গজপতি পাইকপাড়া গ্রাম মধ্যে কিসমৎ মুদাফা নামক পশ্চিম প্রান্ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত বাসস্থান সম্প্রতি দাসপাড়া নামে খ্যাত রহিয়াছে। উক্ত দাসপাড়া ও কিসমৎ মুদাফা এখনও বাণীওড়ের চৌধুরীবংশের অধিকারে রহিয়াছে।

প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের খ্যাতনামা পুরুষ রত্নেশ্বর দাস চৌধুরী নিজ প্রতিভাবলে পরগণা ধাওয়ার অধিকাংশই জমিদারী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি পার্ব্বত্য জাতির উপদ্রব নিবারণ করিয়া ও নানাস্থান হইতে সংব্রাহ্মণাদি আনাইয়া ও তাঁহাদের ভরণপোষণ জন্য বহু ব্রহ্মত্তর ও নিষ্করভূমি দান করিয়া এই বাণীওড় গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। জলকষ্ট নিবারণ, কৃষিকার্য্যের সুবিধা ও গ্রামের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য তিনি এই গ্রামের চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। নিজ বাটীতে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী-জনার্দ্দনদেব ঠাকুরের মন্দির ও শ্রীশ্রী৺চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম মধ্যে অনেকগুলি দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার এই সব কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালার সুবাদার (সম্ভবতঃ মুর্শিদকুলিখাঁ।) তাঁহাকে "রায়রায়া" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ রায়চৌধুরী, পরে মাত্র চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই বাণীওড় গ্রামের পশ্চিমে অনতিদূরেই সাঁওতাল জাতির বাসস্থান। তাহাদিগের ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সম্ভবতঃ এই জন্যই রত্নেশ্বর গ্রামখানির নাম "বাণীওড়" বা "ভাষার প্রান্ত" রাখিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে এই গ্রামকে বেণুর বলিয়া থাকে। কিন্তু লিখিত ভাষায় সর্ব্বত্রই বাণীওড় দেখা যায়। এই গ্রা খানি পাইকপাড়া হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে। ধাওয়া পরগণার অন্তর্গত গ্রামসমূহের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং বহুকাল হইতে এই সকল স্থানে প্রচুর পাণের চাষ রহিয়াছে। এজন্য এখানে একটী সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে—'পান, পানি, হাওয়া। তিনে পরগণা ধাওয়া॥'

রত্নেশ্বরের একমাত্র পুত্র দীননাথ পিতার অনুকরণে বহু সৎকর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামের সৌষ্ঠববর্দ্ধন জন্য গ্রামান্তর হইতে সদ্বংশজাত কতকগুলি কায়স্থকে আনাইয়া নিষ্কর-ভূমিসম্পত্তি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। উক্ত দীননাথের পুত্রগণ মধ্যে কালীচরণের ও রাধাচরণের বংশধারা বিদ্যমান রহিয়াছে। রাধাচরণ সাধক ও ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। প্রবাদ যে, একদা তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া ভদ্রপুর রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভদ্রপুর তৎকালে রাধাচরণের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস আসন ত্যাগ করিয়া রাধাচরণের অভ্যর্থনা করেন, কিন্তু রাধাচরণের আসনগ্রহণের পরেও রাজা গুরুদাস দণ্ডায়মান রহিলেন। সভামধ্যে বহুজনসমক্ষে এইরূপ অসাধারণ সম্মান প্রদর্শনের একমাত্র কারণ রাজা গুরুদাস রাধাচরণের প্রজা। সুতরাং জমিদারের সমক্ষে

তিনি আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন না। বুদ্ধিমান্ রাধাচরণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ভদ্রপুর গ্রাম ও তৎসহ দক্ষিণাস্বরূপ নিকটস্থ কয়েকখানি মৌজা রাজা গুরুদাসকে অর্পণ করিয়াছিলেন। এই অযাচিত দান রাধাচরণের অসাধারণ কীর্ত্তি ও কায়স্থজাতির গৌরবের বিষয়।

বাণীওড়ের চৌধুরীগণ পুরুষানুক্রমে কৌলীন্যমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাৎস্য ও সৌকালীন গোত্রীয় সকল কুলীন ঘরেই আদানপ্রদান করিয়া আসিতেছেন।

ইহারা ঘোর শাক্ত এবং শারদীয়া পূজা ও শ্যামাপূজা উপলক্ষে শোণিতস্রোতে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইলেও নারায়ণের নিত্যসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে অনেকেই জমিদারী সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই চৌধুরীবংশ সম্পত্তিরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ অধিক সময় ইষ্টসাধনায় অতিবাহিত করিতেন, এই সুযোগে কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজস্বদায়ে সম্পত্তির অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। এখনও যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহারা দেবসেবাদি নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

উপস্থিত চৌধুরীবংশ মধ্যে বেদকণ্ঠ চৌধুরীর পুত্রগণ উচ্চশিক্ষিত। জ্যেষ্ঠপুত্র পশুপতি রামপুরহাটে ওকালতি করিতেছেন। (১৮৬ ও ১৮৭ পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য)

গোবরহাটীর সরকার-বংশ।

রাধারমণ বা রাধামোহন দাস সরকার একজন কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় বাসস্থান গোবরহাটীতে ৺বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ এবং লক্ষ্মী ও বিশালাক্ষীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ৺বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহের মন্দিরগাত্রে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য ১১৭৪ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে আরম্ভ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুবিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ সরকার কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী পামার কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ছিলেন এবং তাহাতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কলিকাতার গরাণহাটা, কম্বুলিয়াটোলা প্রভৃতি স্থানে অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন এবং বহু লোককে অন্নদান ও অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপনকালে অর্থসাহায্য করেন। তিনি দীর্ঘজীবী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসস্থান ও ৺রাধারমণজীউ বিগ্রহ স্থাপন করেন। তিনি যাত্রীদের সুবিধার জন্য ৺চন্দ্রনাথতীর্থের পার্ব্বত্য পথে সোপানাবলী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজ গ্রামে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার ৪পুত্র মধ্যে একমাত্র কনিষ্ঠ কমলাকান্তই জীবিত ছিলেন। কমলাকান্তের পুত্র শিবকৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ পিতার মৃত্যুর পরে কলিকাতায় বিদেশীয়গণের সহিত যৌথ কারবার করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। শিবকৃষ্ণের ৩পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজকৃষ্ণের মন্মথ নামে এক পুত্র হয়, অপর ২ জন অপুত্রক। মন্মথও অপুত্রক মৃত। নবকৃষ্ণ সংসারে উদাসীন ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণের হস্তে

বিষয়ভার অর্পিত হয়। মহেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতাবশতঃ সম্পত্তির অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নারুক্ষের ১ম, ২য় ও ৪র্থ পুত্র বংশহীন। ৩য় পুত্র রামচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ভবানন্দ।

রাধারমণের কনিষ্ঠপুত্র হরিনারায়ণ, তৎপুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গোবরহাটীর পূর্ব্বপ্রান্তে এক সুবৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে স্বীয় বাসাবাটী ও রেশমের কুঠী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার নীলকুঠীও ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বারকানাথ পুত্রহীন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

২১কমলাকান্ত (পূর্ব্বপৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)

২২শিবকৃষ্ণ ২২নবকৃষ্ণ

২৩রাজকৃষ্ণ ২৩কানাই ২৩ক্ষেত্রনাথ ২৩মহেন্দ্র দেবেন্দ্র রামচন্দ্র গিরিশচন্দ্র

২৪মন্মথ ভবানন্দ

১৭অঘোরনাথ

১৮পাচকড়ি ১৮ভোলানাথ

১৯ছকড়ি ১৯কানাইলাল

২০কৃষ্ণলাল ২০নয়নসুখ

২১দীনবন্ধু ২১ভৈরব

২২কালিদাস মহেন্দ্রনারায়ণ ২২রামতনু

দেবেন্দ্র অমূল্য সুরেন্দ্র হরেন্দ্র মন্মথ

২৩সীতানাথ ত্রৈলোক্য দ্বারকানাথ প্রাণনাথ

যোগেন্দ্রনারায়ণ ফণীন্দ্র বলরাম

২২বৈকুণ্ঠ ২১কালীচরণ ২২ভবানীশঙ্কর ২২গৌরকিশোর

ঈশান মহানন্দ নকড়ি লক্ষ্মণ ২২নফর ২৩ঈশ্বরচন্দ্র

অভিমন্যু নর

সারদা নীলাচল শ্রীমন্ত কাশী পূর্ণানন্দ অন্নদা রজনী

দ্বারিকা ২৩প্রতাপ পতিতপাবন

২৫রমণারঞ্জন

উমেশ ২৩ত্রিপুরা বগলা গৌরী দুর্গা নবকুমার ২৬প্রবোধ বীরেন্দ্র

সুরথ কৈলাস ২৩চন্দ্রশেখর ত্রৈলোক্য

২৪মহেন্দ্র বেদকণ্ঠ ২৫শরৎ যশোদা দেবকী শচী

নন্দন নন্দন নন্দন

সুবল

২৫আশু ২৫শ্যামাপ্রসন্ন ২৫রমাপ্রসন্ন পশুপতি বিভূতি অহিভূষণ

২৬হেমন্ত

অনন্তদাসের ৬ষ্ঠ পুত্র শ্রীপতির ধারা

৯ অনন্তদাস, ১০শ্রীপতি, ১১রামলাল, ১২কৃষ্ণচন্দ্র, ১৩রাজারাম, ১৪মুরলীধর, ১৫জগচ্চন্দ্র, ১৬ কালীশঙ্কর, ১৭ দুর্গাদাস, ১৮ মোহনচন্দ্র, ১৯ ঘনশ্যাম, ২০ কৃষ্ণচন্দ্র, ২১ আনন্দীরাম ২২ ভবানীশঙ্কর, ২৩ হারাধন, ২৪ রামলাল
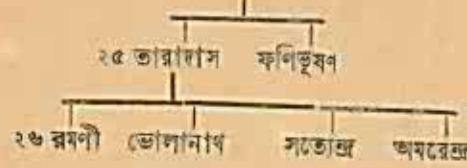
অষ্টম অধ্যায়

কাপড়িদাসের বংশ-কারিকা

শ্যামদাসের ঢাকুরীগ্রন্থে লিখিত আছে—

"বহড়ান ছাড়িয়া তবে যায় গঙ্গাধর। গঙ্গার সমীপে বাস নবগ্রাম ভিতর॥
তাহার হইল সুত অনন্ত কাপড়ি। অনন্ত করিল গিয়া পাইকপাড়ায় বাড়ী॥
কাপড়ি দাসের হইল ছয় নন্দন। বিবরিয়া কহি তার নামকরণ॥
মাধব সাধব শ্রীরঙ্গ নীলাম্বর। মার্কণ্ড বনমালী ছয় সহোদর॥
মার্কণ্ড করিল দেখ যশোর গমন। পশ্চিমে ঠাকুরপুর বনমালীসদন॥
মাধবদাসের গ্রাম চারি তাকে গণি। নগা শুকড়া মহীপতি খরবনি॥
সাধবে মসড়া কুজুড়া দুই লিখি। জামনা বামনিগ্রাম পলসায় দেখি॥
নীলাম্বরে কলগ্রাম কেমপুর সাঙ্গড়া। উইপুর গণনে চারি দোষে গুণে জড়া॥
গঙ্গাধরে চতুর্দশ গ্রামের গণন। হরিহরে তিন গ্রাম করিয়া লিখন॥
বহড়ান মাওারি আর লিখি যে কুণ্ডল। মৌদগল্য সতের গ্রাম আর নাই স্থল॥
কৃষ্ণবল্লভসুত শ্রীশ্যামদাস। তেরিজ করিয়া লিখি শ্রীকরণের বাস॥"

কাপড়িদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র মাধবের ধারা

☞ পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পরবর্ত্তী বংশ
২০রামদুলাল
২১মহেশ
রামনারায়ণ
রামকৃষ্ণ
(ভূষণা সর্য্যাকুণ্ড)
২২গিরিশ
গোবিন্দ
২৩প্রসন্ন
কালীকুমার (উমাচরণ)
তারকচন্দ্র
২০কৃষ্ণচন্দ্র
২১রঘুনন্দন
২০বিজয়রাম
২১মুরারি
(ভূষণা হরিহরনগর)
২২দ্বারিকানাথ
ভগবানচন্দ্র
কালীনাথ
২০আনন্দরাম
(ভবানীপুর)
২১রামকানাই
রাধামোহন মজুন্দী
২২লোকনাথ
দাসমুন্সী
২৩পূর্ণচন্দ্র
২৩উপেন্দ্রচন্দ্র
২০সহস্রাক্ষ মুন্সী
২১নিত্যানন্দ
২১বৈকুণ্ঠ
২কিঙ্করাম
২২উমা
২২মহিমচন্দ্র
২৩অক্ষয়কুমার
২০হরেকৃষ্ণ মুন্সী
২১রামমোহন
২২পী তা
আম্বকাবর
২২গোবিন্দ
২৩শ্রীনাথ
২৪প্রিয়নাথ
(নন্তমুন্সী)
২৪পূর্ণচন্দ্র
২৫হেমচন্দ্র
২১জগমোহন
২২বৈদ্যনাথ
শম্ভুনাথ
২৩সূর্য্যনারায়ণ
২৪কালীনাথ
২৫জ্যোতিশচন্দ্র
২৫সতীশচন্দ্র
২৫নগেন্দ্র
২১গোরমোহন
২২উদয়নারায়ণ
২২যাদবনারায়ণ
২৩গিরিজাশঙ্কর
২৩বিরজাশঙ্কর
২৩তারিণীশঙ্কর
২৩ভবশঙ্কর
২৩ধনদাশঙ্কর
২১নন্দমোহন
২২গঙ্গানারায়ণ
২২ধর্ম্মনারায়ণ
২৩বন্থুনারায়ণ
২৩মধুসূদন
২৪চন্দ্রমোহন

কাপড়িদাসের ১মপুত্র মাধবেরধারা
৯ কাপড়িদাস
(১৪৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১০মাধব
সাধব
শ্রীরঙ্গ
নীলাম্বর
মার্কণ্ড
বনমালী
১১পৃথ্বীধর
পাঠক
১২কেশব
সৃষ্টিধর
১৩ভূগর্ভ
১৩ দৈত্যারি
জয়ানন্দ
ভূপতি
১৪লোচনানন্দ
বিষ্ণানন্দ
মুরারি
ভবেশ্বর
মুকুন্দ
নীলকণ্ঠ
নরহরি
কৃষ্ণানন্দ
পুণ্ডরীকাক্ষ
দিগম্বর
শ্রীকণ্ঠ
গদাধর
মুরলীধর
১৫রামনাথ
অশোক
১৭রতিরাম
১৬অনিরুদ্ধ
মধুসূদন
পুত্র
ফকির
ভুবন
নরোত্তম
১৭রাজীলোচন
গোবিন্দরাম
১৯শ্রীধর
শিরোধর
১৮রাজারাম
প্রসাদ
১৯রামরাম
দয়ারাম

১৯রামরাম (পূর্ব্বপৃষ্ঠার পূর্ব্বপুরুষ)
রঘুরাম সুন্দররাম ২০ধর্ম্মদাস ছত্রুরাম দীপচন্দ্র
২১ গৌরীচরণ কালাচরণ
২২ হরিপ্রসাদ গুরুপ্রসাদ পদ্মলোচন
শ্রীনাথ
গিরিশচন্দ্র
দিগিন্দ্র জিতেন্দ্র
রামকৃষ্ণ তারিণীপ্রসাদ ব্রজনাথ জানকীনাথ
মহাদেব
সারদা অটল বরদা বিপিন ইন্দ্র ক্ষেত্রনাথ তিনকড়ি
ওরবাদন নরেন্দ্র
বৈদ্যনাথ রাখাল দীনবন্ধু
বিধুভূষণ চন্দ্রভূষণ কান্তি
হরকালী
মনকালী জয়কালী
ননী অমিয় প্রাণগোপাল অপূর্ব্ব সুধীর সুন্দর
২৫প্রিয়নাথ কাঙ্গালীচরণ গদাধর মৃত্যুঞ্জয় সন্তোষকুমার
নন্দগোপাল নবনীগোপাল
কমল বিমলা বিনয় অজিতকুমার
সাক্ষীগোপাল ভুজঙ্গভূষণ প্রদ্যোতকুমার অনঙ্গবিজয়

কাপড়িদাসের ৩য় পুত্র শ্রীরঙ্গের ধারা

(বামনীগ্রামের দাসবংশ—বাস চাঁদপাড়া)

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি কাপড়িদাসের অনেকগুলি পুত্র হয়, তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গবংশই কুলমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। শ্রীরঙ্গ জামনায় আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র নিশাপতি থরবুনিতে বাস করিয়াছিলেন। নিশাপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র হলধর জামনা ও থরবুনি (সম্ভবতঃ রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী ডিহি থরবোনা) ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণী গ্রাম বা বামনীগ্রামে বাস করেন। তদবধি হলধরের বংশধরগণ বামনীগাঁয়ের দাস বলিয়া পরিচিত। বামনীগ্রামের দাসসম্বন্ধে এইরূপ কারিকা পাওয়া যায় :—

"সবাইর কুলে রঙ্গাই যাইছেন এ বড় কৌতুক। দাসসুত বাঘবাধে জয়হরিতে যুত ॥
দাসকুলে রাম ভুলে না যায় সহন। কায়া চৌটা কালো কুল তাথে মোটা গুন ॥"

কাহারও মতে হলধর রাজসরকারে কর্ম্ম করিয়া মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ও চাঁদপাড়ায় বাস করেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, হলধরের পৌত্র সর্ব্বানন্দ দাস মুসলমান-নরপতির অধীনে কার্য্য করিয়া উক্ত উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে ঘনশ্যামের কারিকায় লিখিত আছে—

"দেখহ চাঁদের পাড়া চাঁদের উদয়। তথায় কঙ্কার উল্লাস করি কুলকথা কয় ॥
শ্রীধরে মথুরানাথ মল্লিকে সিধাই। ছোট ঠাকুরে কালিদাস হরিহরে বিশাই ॥
হলধরে ত্রৈলোক্য গোপী ভাবে দেখা পাই। পশ্চাৎ সাজড়া থড়া শেষে কুড়ুমসাই ॥"

সর্ব্বানন্দের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভীম ওরফে মহাদেব মজুমদার পিতৃপদে কার্য্য করিয়া পিতার উপাধি বহন করিতেছিলেন, দ্বিতীয় ত্রৈলোক্যনাথ স্বীয় প্রতিভাবলে রাজকার্য্যে উন্নতি করেন ও চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। এই উভয় বংশই ক্রমশঃ বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ত্রৈলোক্যনাথের প্রপৌত্র কার্ত্তিকচন্দ্র কোনও নবাবের সন্তোষ উৎপাদন করিলে নবাব তাঁহাকে 'চাঁদরায় চৌধুরী' নাম ও উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার বাসের জন্য মুর্শিদাবাদে ১০০/ একশত বিঘা ভূমি দান করেন। উক্ত মৌজার নাম শুকচাঁদবাটী। চাঁদপাড়ার নিকটবর্ত্তী রায়পুর গ্রামের শুকসাগর নামে দীর্ঘিকা শুকচাঁদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই কার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী ইতিহাসবিখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ম[illegible]হ ছিলেন। এই বংশের বিশেষত্ব এই যে ইঁহারা পুরুষানুক্রমে নিরাবিল কুলীনঘরে [illegible] প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। কখনও বার আনা ভাবের নীচের ঘরে কন্যাদান [illegible]রেন নাই, এজন্য ঘটককারিকায় লিখিত হইয়াছে—

"[illegible]াদের পাড়া চাঁদের উদয়। তথায় কঙ্কার উল্লাস করি কুলকথা কয় ॥"

চৌধুরী ও মজুমদার বংশের পৃথক্ পৃথক্ দেবসেবা ও দুর্গোৎসব রহিয়াছে। চৌধুরীবংশ উপস্থিত অতি দীনাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি থাকায় পূর্ব্বকীর্ত্তি বজায় রহিয়াছে। এই বংশের বিশেষ গৌরব এই যে পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে এখনও বিজয়া-দশমীর দিবস প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ বিনা নিমন্ত্রণে চৌধুরী-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া লুচি মিঠাই ইত্যাদিতে সজ্জিত একটী ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের অনুযাত্রী অন্যান্য অনেক জাতি উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠনাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কাপড়িদাসের ৩য় পুত্র শ্রীরঙ্গের ধারা

বামনীগ্রামের দাসবংশ—বাস গঙ্গাপুর

হলধরের পৌত্র সর্ব্বানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দৈবকীনন্দন পাটুলীর দত্তরাজবংশের অধীনে উচ্চপদে কার্য্য গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করেন। দৈবকীনন্দনের প্রপৌত্র ভুবনেশ্বর মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। পাটুলীর বাটী গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া লইলে ভুবনেশ্বর ঝাউডাঙ্গায় বাস করেন। পরবর্ত্তী কালে উক্ত বাটীর নিকট নীল-কুঠি নির্ম্মিত হইলে কাশীনাথ মজুমদার ঝাউডাঙ্গার বাটী ত্যাগ করিয়া গঙ্গাপুরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও গঙ্গাপুরে বাস করিতেছেন। দৈবকীনন্দনের বংশধর-গণ পাটুলী-দত্তরাজবংশের অধীনে পুরুষানুক্রমে কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছেন। এই বংশের ব্রজনাথ দাস মজুমদার পাটুলীর দত্তরাজবংশীয় সেওড়াফুলীর রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্র রায়ের এষ্টেটের শেষ কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সময়ে রাজ-এষ্টেট হস্তান্তরিত হইলে এই বংশের কর্ম্মও শেষ হইল। তৎপরে দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এই বংশের যতীন্দ্রনাথকে কর্ম্ম দিয়াছিলেন। তিনি এখনও উক্তপদে কর্ম্ম করিতেছেন। সুরেন্দ্র দাস রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেবের এষ্টেটে কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

কাপড়িদাসের বংশ শ্রীরঙ্গের ধারা
৮গঙ্গাধর (১৪৩ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
অনন্ত
৯ কাপড়ি
মাধব
সাধব
১০ শ্রীরঙ্গ
নীলাম্বর
মার্কণ্ডেয়
বনমালী
১১নিশাপতি
রত্নাকর
১২হলধর মজুমদার
১২গোপাল
চক্রপাণি
দামোদর
১৩শ্রীধর
১৪জয়ানন্দ
সর্ব্বানন্দ
দৈবকীনন্দন
১৫ভীম (মহাদেব মজুমদার)
ত্রৈলোক্যনাথ
১৫ মথুরা
চতুর্ভুজ
কৃষ্ণরাম
১৬গোপীনাথ
১৬ দামোদর
অভিরাম
১৬মনোহর
১৭ রাধাবল্লভ
১৭রামচন্দ্র
যাদবেন্দ্র
ভুবনেশ্বর
রামেশ্বর
পরমেশ্বর
লক্ষ্মীকান্ত
১৮রামকল্যাণ
বিশ্বনাথ
১৭ রমাকান্ত
হরিনারায়ণ
১৯কৃষ্ণপ্রসাদ
জগদিন্দু
পার্ব্বতীচরণ
১৮রামজীবন
কার্ত্তিক
বিদ্যাধর
দুর্গারাম
গোপীনাথ
রঘুনাথ
লক্ষ্মী
জয়নারায়ণ
গঙ্গা
২০লালবিহারী
১৯গোকুল,২০বাবুরাম
১৯ভিক্ষাকর
১৯রামনাথ
১৯কৃপানাথ
১৯কৃষ্ণদেব ও গিরিধর
১৯গোপীকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ
১৯বৈষ্ণনাথ
ভোলানাথ
দেবনারায়ণ

কাপড়িদাসের বংশ শ্রীরঙ্গের ধারা (পূর্ব্বপৃষ্ঠার পরবর্ত্তী অংশ)

২০লালবিহারী ১৯রামনাথ ১৯কৃপানাথ ১৯গিরিধর ১৯গোপীকৃষ্ণ ১৯ভিক্ষাকর

২১চৈতন্যচরণ ২০ নেহাল

ভবানী মুরারি বলরাম কর্ত্তারাম কীর্ত্তিচরণ রাজীবলোচন ২০দীনবন্ধু জগবন্ধু শিবকৃষ্ণ প্রাণকৃষ্ণ

২২ জগদ্দুর্লভ ২১ আনন্দ ১৯বৈদ্যনাথ

২৩কৃষ্ণচন্দ্র হরগোবিন্দ গঙ্গাপ্রসাদ কালী রামপ্রসাদ ২১রামলোচন পদ্মলোচন

২৪ শ্রীনাথ ২২বিশ্বেশ্বর ২০দীননাথ প্রাণনাথ কাশীনাথ ২২রাধাবল্লভ হরশঙ্কর রামদয়াল

কন্দর্প মুনীন্দ্র ২১ব্রজনাথ জানকীনাথ ২৩ নীলমাধব কালিদাস দুর্গাদাস তারাদাস দেবিদাস

শৈলেশ

২৬শরদিন্দু গোবিন্দ সত্যগোপাল ২২সত্যেন্দ্র সুরেন্দ্র যতীন্দ্র বীরেন্দ্র ২৪বরদা কুলদা নগেন্দ্র

২৭অরবিন্দ শিশির ২৩তারানাথ ২৫ব্রজেন্দ্র সুরেন্দ্র জ্যোতিশ

২৩ রমেন্দ্র অমরনাথ যতীন্দ্র ২৫খগেন্দ্র দ্বিজেন্দ্র ২৫ অম্বুজাক্ষ

২৫শ্যামপ্রসন্ন

২৫হরিহর গঙ্গাধর কৃষ্ণকান্ত রামেশ্বর

কাপড়িদাসের বংশ শ্রীরঙ্গের ধারা

১৩রত্নাকর (দাসপলসা) (১৯৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)
১৪বৃন্দাবন (কন্দর্প)
১৪মুরারি
১৪হরিবল্লভ
১৫বাণীরাম
১৫রামলোচন (মুর্শিদাবাদ)
১৫সুন্দর
১৬কেশবলাল
১৬ধরনীরাম (ধনিরাম)
১৭যত্ননন্দন
১৭গুণীরাম
১৭গোরা
১৮গোবর্দ্ধন
১৮দরপু
১৮খোসাল
১৮জগন্নাথ
১৮টীকচন্দ্র
১৮রামজীবন
১৯হাড়িরাম (হাস্তরাম)
১৯ডোমন
১৯অনুপ
১৯কেশব (কেরুলাল)
১৯জীবন
১৯সাহেবরাম
১৯ভোলানাথ
১৯কেষরাম
২০রতন
২০ভর্ত্তন
২০গোপীনাথ মহিম ত্রিবিক্রম নন্দরাম
২০দয়ারাম
২০শঙ্কর চুণীলাল পরেশনাথ
২১মহেশ ২১অযোধ্যারাম
২১গোকুল ২১চৈতনলাল ২১নিতাই ২১জয়চন্দ্র ২১কৃষ্ণচন্দ্র রামদাস ২১চন্দ্রদাস
২১রামচন্দ্র
২০রামনাথ ২০গোপাল
২১কৃষ্ণগোবিন্দ ২১গঙ্গাগোবিন্দ
২০শিবনারায়ণ ২০পঞ্চানন
২১জয়চাঁদ
২২রাজীবলোচন
২০মানরাম ২০বলরাম ২০ছন্দুরাম ২০ধনিরাম
২১রামচরণ ২১বিজয় ২৩আনন্দগোপাল
২০ভৈরব ২০বেচারাম (বংশবাস ভাগলপুর চৌকী নিঃ মংপুর)
২১উভয়রাম ২১শ্যামসুন্দর ২১কানাই গঙ্গা
২১গণেশ ২১মাধব ২১ছতিরাম চুনীরাম
২২নন্দলাল, তৎসুত ২৩ রাধামোহন, তৎসুত ২৪নকড়িচন্দ্র, তৎসুত ২৫নিত্যানন্দ
২৪ব্রহ্মানন্দ
২৪রত্নেশ্বর
২২মট্‌কনাথ ২২সিংহেশ্বর
২২রামকেশব ২২হরি কেশব
২২তুলসী রাম ২২বংশীরাম
২৬কৃষ্ণসুন্দর
২৬ব্রজসুন্দর
২৫রামরঞ্জন
২৫হেমচন্দ্র
২৪নকড়ি
নিত্যানন্দ
ব্রজসুন্দর
২৬কৃষ্ণসুন্দর
২৭কান্তিচন্দ্র
২৮ব্যোমকেশ ২৮সুকেশ

কাপড়িদাসের দ্বিতীয় পুত্র মাধববংশ

ধরমপুর-সভাপতি-বংশ

কাপড়ি দাসের চতুর্থ পুত্র নীলাম্বর দাস, তৎপুত্র শুক্লাম্বর। শুক্লাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্ভুজ। ইঁহার মধ্যমপুত্র গরুড় দাস কলগ্রাম হইতে গিয়া ভাগলপুরে বাস করেন। গরুড়ের পুত্র অনিরুদ্ধ দাস বা রঙ্গাই দাস (কাহারও মতে রূপাই দাস) একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি বাদসাহী সনন্দ অনুসারে কানুনগোই নিযুক্ত হইয়া পুর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ধরমপুরে বাস করেন। তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের একটী সভা করিয়াছিলেন; তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। পূর্ণিয়া জেলায় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের ২টী সভা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ধরমপুর সভা বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অপর সভার নাম নেশরা সভা। ধরমপুর সমাজ পুর্ণিয়া জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমপ্রান্তবাসী স্বজাতিদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল। নেশরা সমাজটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ইহা উক্ত জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব্বপ্রান্তস্থ কয়েকখানি গ্রাম লইয়া অবস্থিত ছিল। এই শেষোক্ত সভার সভাপতি শগুনিয়ার মিত্ররায় বংশ।

রঙ্গাই দাস ভাগীরথীর উত্তর তীরে কান্তনগর নামে একটী নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে কানুনগোই পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজাধিকারের প্রথম অবস্থায় উক্ত পদ উঠিয়া গেলে তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ ধরমপুর পরগণা হস্তচ্যুত হইল। সন ১৮৯৯ সালে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অনুসারে দ্বারবঙ্গাধিপতি রাজা মাধবসিংহ সমস্ত পরগণা দখল করিয়া বসিলেন। উক্ত পরগণার বর্ত্তমান আয় প্রায় ৪ লক্ষ টাকা হইবে। এদিকে কান্তনগরও ক্রমশঃ গঙ্গার কুক্ষিগত হইতে আরম্ভ হইল। সেজন্য নন্দরাম রায়ের বংশধরগণ তথা হইতে উঠিয়া গিয়া কুরশীনারায়ণপুরের সমীপবর্ত্তী ভাতাগুা গ্রামে ও বাবুরাম রায়ের বংশধরগণ ভাগলপুর সহরের মনসুরগঞ্জ মহল্লায় আসিয়া বাস করিলেন। এই নন্দরাম রায় ভাগলপুরের মহাশয় পরেশনাথ ঘোষের মাতামহ ছিলেন এবং রমানাথ রায়ের কন্যা মহাশয় তারকনাথ ঘোষের গর্ভধারিণী মাতা। এই সূত্রে রাধাবিনোদ রায় ও রাধাবল্লভ রায় ভাগলপুর চোকানিয়ামৎপুরে বাস করেন। রমানাথ রায়ের পুত্রগণ ভাতাগুা হইতে উঠিয়া গিয়া ভাগলপুর জেলার ঘোঘা ষ্টেশনের নিকটে তাড়র গ্রামে বাস করেন। রাধাবল্লভের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরচন্দ্র ভাগলপুর জেলা-স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কেশব ভাগলপুরের একজন বিখ্যাত ডাক্তার। রাধাবল্লভের মধ্যম পুত্র নিত্যানন্দ বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জামুই স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে কার্য্য করিতেন। তৎপরে খয়রার রাজা রামনারায়ণ সিংহের পুত্রদিগের শিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তিনি যাবজ্জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাইবার মত অর্থলাভ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের তৃতীয় পুত্র ইন্দুভূষণের সহিত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের একটী পৌত্রীর বিবাহ হইয়াছে। বাবুরামের অধস্তন পুরুষগণ ভাগলপুর মনসুরগঞ্জে বাস করিয়া তথায় দেবসেবার পারিপাট্য ও অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গৌরকৃষ্ণ কিঙ্করবায়ের বাটীতে বহু লোককে আশ্রয়লাভ করিতে আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু কালস্রোতে গৌরকৃষ্ণকিঙ্করবাবু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তাঁহার বাসভূমি নীলামে বিক্রয় হইয়াছে, শ্রীবিগ্রহগুলি বুড়ানাথের মন্দিরে দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় নীরদ ও হেম এক্ষণে কুমার অরুণচন্দ্রের বাটীতে রহিয়া দিনপাত করিতেছেন। অরুণচন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতা গৌরকৃষ্ণ-কিঙ্কররায়ের সহোদরা ভগিনী ছিলেন।

-বংশ

শুক্লাম্বর। শুক্লাম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র
তে গিয়া ভাগলপুরে বাস করেন।
তে রূপাই দাস) একজন বিখ্যাত
নগোই নিযুক্ত হইয়া পূর্ণিয়া জেলার
স্থগণের একটী সভা করিয়াছিলেন;
পূর্ণিয়া জেলার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-
শয় বিখ্যাত ছিল। অপর সভার নাম
পশ্চিমপ্রান্তবাসী স্বজাতিদিগকে
দ্র, ইহা উক্ত জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-
যোক্ত সভার সভাপতি শগুনিয়ার

একটী নগর স্থাপন করিয়া তথার
কানুনগোই পদে কার্য্য করিয়া-
উঠিয়া গেলে তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা
ন ১৮৯৯ সালে সদর দেওয়ানী
ংহ সমস্ত পরগণা দখল করিয়া
া হইবে। এদিকে কান্তনগরও
ায় রায়ের বংশধরগণ তথা হইতে
ও বাবুরাম রায়ের বংশধরগণ ভাগল-
ই নন্দরাম রায় ভাগলপুরের মহাশয়
কন্তা মহাশয় তারকনাথ ঘোষের
রায় ভাগলপুর চৌকানিয়ামৎ-
উঠিয়া গিয়া ভাগলপুর জেলার
রের জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরচন্দ্র ভাগল-
ভাগলপুরের একজন বিখ্যাত
ীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জামুই স্কুলের
রামনারায়ণ সিংহের পুত্রদিগের
স্বরূপ তিনি যাবজ্জীবন স্বচ্ছন্দে
ীয় পুত্র ইন্দুভূষণের সহিত রায়
রামের অধস্তন পুরুষগণ ভাগলপুর
দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
করিতে আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু
তাঁহার বাসভূমি নীলামে বিক্রয়
এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় নীরদ ও হেম
ছেন। অরুণচন্দ্রের গর্ভধারিণী

কাপড়িদাসের ৪র্থ পুত্র নীলাম্বরের বংশ গৌরীবরের ধারা

৯ কাপড়ি দাস, তৎসুত শীলাম্বর

১১শুক্লাম্বর জনার্দ্দন

১২ চতুর্ভুজ হরিহর গৌরীবর ত্রিপুরারি

১৩সুন্দর কলাধর মধুবন ধরাধর তপন সঙ্কেত মনোহর

১৪মকরধ্বজ ভোলানাথ সোমনাথ লোকনাথ

১৫অসিতমোহন বসন্তদাস

১৬অশোকদাস

১৬কিষণদাস গঙ্গাধর

১৭ভীমদাস কালিদাস বিনোদদাস

১৮ দেবীচরণ লক্ষ্মীচরণ

১৯কিঙ্করদাস খোসালদাস

২০রাধাকান্ত বাণেশ্বর

বল্লভী কালী গৌর গোবিন্দ লক্ষ্মণ শিবরামদাস

২২দুর্গাচরণ

২৩তারাশঙ্কর পূর্ণানন্দ গুরুচরণ

২৪ রামধন পশুপতি অনুকূল ২৪তারিণী
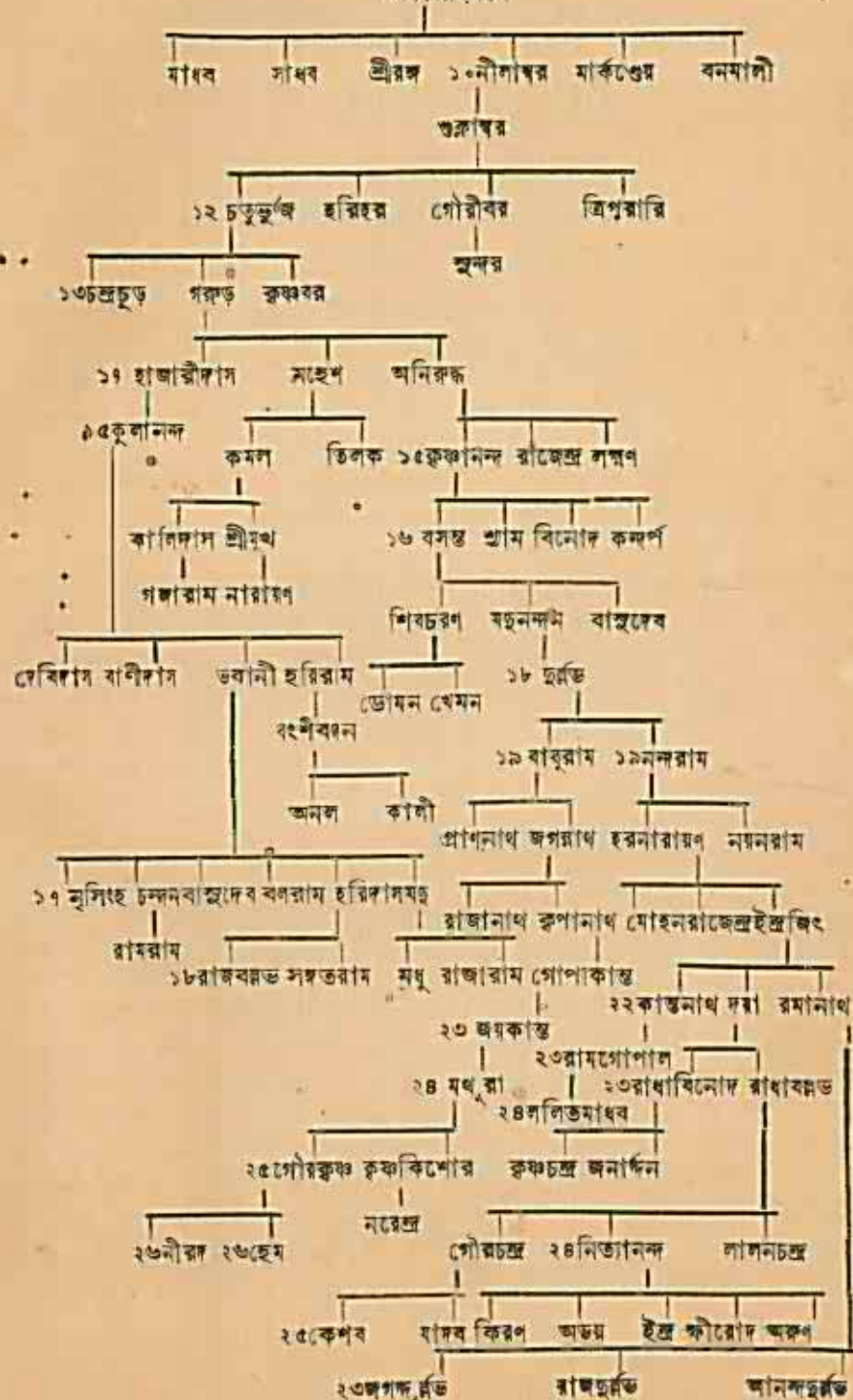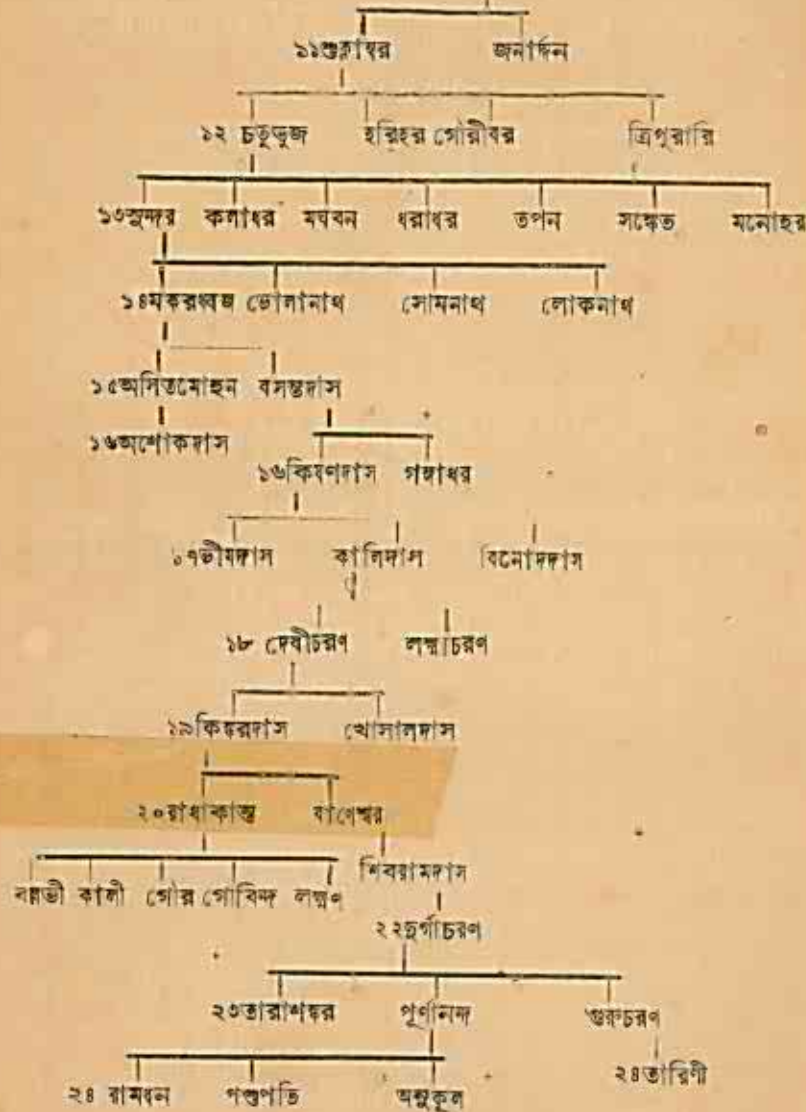
১৬ কিষণদাস রায়চৌধুরী কুতবপুর পরগণা ছাড়িয়া দিয়া রাজসাহী পরগণার মধ্যে জমিদারী বন্দোবস্ত লইয়া কলগ্রামের বাস ত্যাগ করেন ও কলপুর নামে একটী নূতন গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। (বীরভূম-বিবরণ ২য়ভাগ, ২৪২ পৃষ্ঠা)। এই বংশ এখনও উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন। 'কলপুর' সম্প্রতি কলহপুর নামে খ্যাত। কৃষ্ণদাস বা কিষণদাসের গড় ও পুষ্করিণী ও দেবসেবাদি এখনও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।

কাপড়ির ৪র্থ পুত্র নীলাম্বরবংশ
কলাধর ও মনোহরের ধারা
১০নীলাম্বর
১১শুক্লাম্বর তৎসুত ১২গৌরীবর
১৩কলাধর
১৩মনোহর
১৪বৈকুণ্ঠ, তৎসুত ১৫অমৃতানন্দ (চাঁদপাড়া)
১৪যুধিষ্ঠির শিবরাম
১৫প্রদ্যুম্ন
১৬মাধব রামদাস গোপীরমণ
১৬শ্রীধর রামভদ্র রতিকান্ত
১৭অযোধ্যারাম কিশোর
১৭গঙ্গারাম, তৎসুত ১৮তপন
১৮রামচন্দ্র তৎসুত ১৯নারায়ণ
১৮রামেশ্বর
রামভদ্র
১৯হৃষীকেশ সহস্রাক্ষ
২০লালচাঁদ রাধাচরণ
ভিখারী ১৯তিলুরাম আনন্দীরাম
২০অঘোর জন্মেজয়
২১জগন্নাথ
২২নরেন্দ্র কত্তনরাম প্রীতিরাম
চৈতন্য ২০রামহরি
২১শিবচরণ, তৎসুত ২২বলভদ্র, তৎসুত ২৩বৈকুণ্ঠ, তৎসুত
২৪শ্যামসুন্দর তৎপুত্র ২৫রাধাবল্লভ (বাস গুরুশিয়া)
কাশীদাস ২১জগন্নাথ, তৎসুত নফরচন্দ্র
২৩রাধাকান্ত রামলোচন তৎসুত ২৪উমাকান্ত
২৬নকড়ি কৃষ্ণমোহন কৃষ্ণধন
শ্রীজীব শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন
রামযাদব
২৫ নকড়ি তৎসুত ২৬ঈশান, কালী, বিষ্ণু
দুর্গা
রাধা
কেদারনাথ কাশীনাথ শম্ভু
২৭লুটু, শশী
উপেন্দ্র যোগেন্দ্র নরেন্দ্র
২৭গোপাল
সরসীভূষণ

নীলাম্বর বংশ কলাধরের ধারা
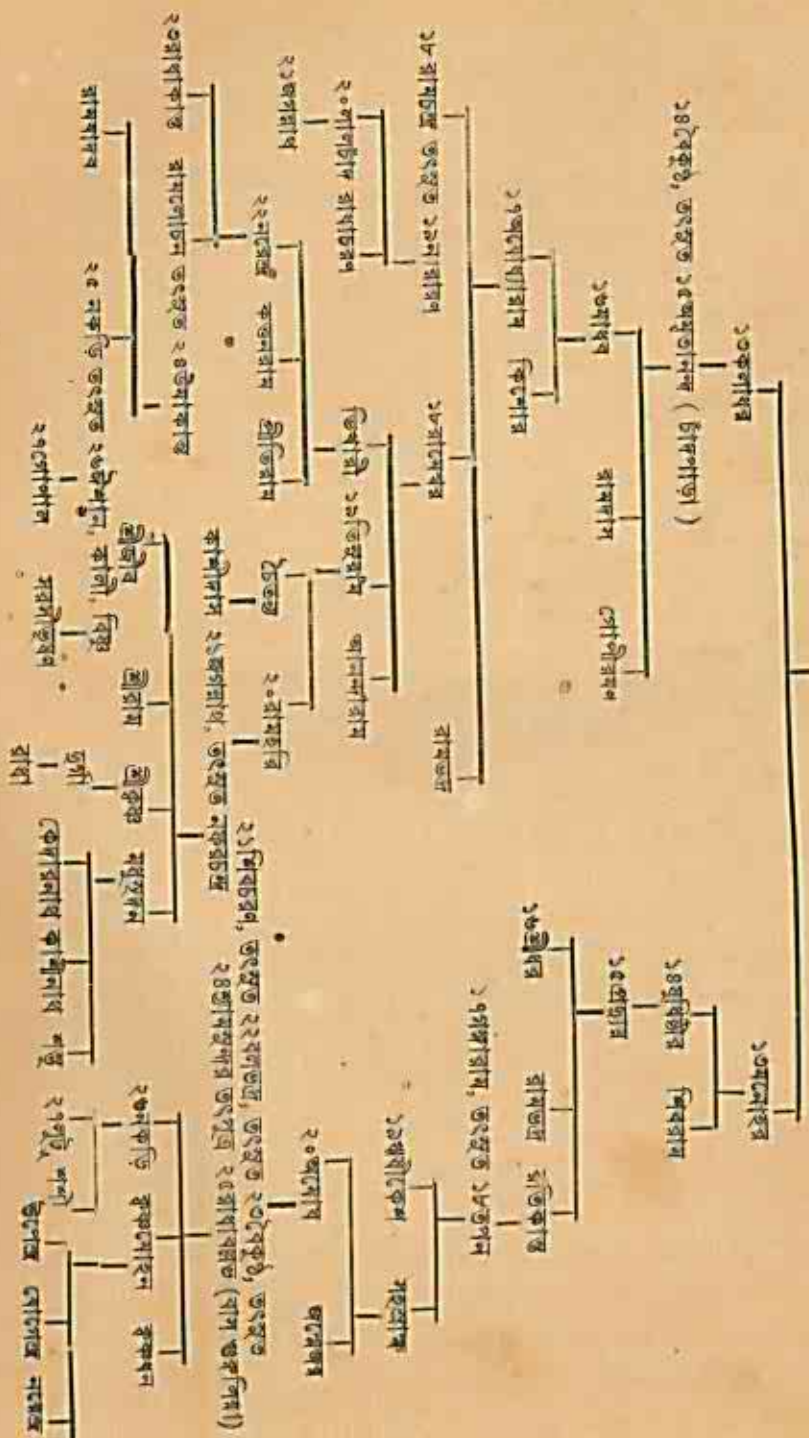
নীলাম্বর-বংশ কলাধরের ধারা
১৩ কলাধর, তৎসুত ১৪ বৈকুণ্ঠ
১৫রামানন্দ বিজানন্দ দেবানন্দ অচ্যুতানন্দ
১৬কুড়ানদাস পুত্র ৫ মধ্যে
১৭কৃষ্ণানন্দদাস তৎপুত্র মধ্যে
১৮হরিরাম দাস
জয়ানন্দ নয়নানন্দ
১৭ মুকুন্দ রামনাথ
১৮ রামজীবন
১৮রাধাকান্ত গোবিন্দ কেত্তগিরি বল্লভদাস
১৯কমল বসন্ত লক্ষ্মণ রামজীবন সন্তোষ
২০উত্তমদাস রামেশ্বর
২১উদয়দাস বিজয় গোপীরমণ কৃষ্ণকিঙ্কর
২০কুশল নবকৃষ্ণ রত্নেশ্বর খেলারাম
২১গোকুলদাস মজুমদার
২২রামপ্রসাদ বদনচন্দ্র গোবিন্দ হরিপ্রসাদ
২৩মোহন কিশোর রূপচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র মাণিক পরাণ মতিলাল
লালচাঁদ
জীবনকৃষ্ণ
নিমাই নিতাই
২৪গুরুদয়াল
২৪কৃষ্ণসুন্দর ২৪ গৌরসুন্দর
বিপিনবেহারী
২৫গোলোক কার্ত্তিক ২৫ কানাই
তপন
শ্রীরাম
রামধন জীবনকৃষ্ণ
২১করালীচরণ কপালীচরণ
গোপাল রাধা রাজীব
অভিমন্যু
ভৃগুরাম মুকুন্দ
গোপালরাম মাউরাম
মনোহর শুকদেব
গোকুল মথুরানাথ
২০স্বরূপসনাতনবলরাম কানাই
২১রূপলাল ২১গৌরদাস
সাতকড়ি কুঞ্জ লালবেহারী

কলাধরের পৌত্র অচ্যুতানন্দের ধারা

১৫ অচ্যুতানন্দ

১৬গোপীনাথ বৈদ্যনাথ শুকদেব

১৭ বিনোদ

১৮ভুবনানন্দ রঘুনাথ

১৯ গদাধর প্রভুরাম

২০মুলুকচন্দ্র উত্তমলাল চতুর্ভুজ

২১অনুপচন্দ্র ২১জুড়াওন নন্দরাম জমাহির চুন্নিরাম মনসর

২২গোপালচন্দ্র ২২ ফাকর ভিখারী প্যারী গোরাচাঁদ

২৩বিহারী জঙ্গলিপ্রসাদ ২৩বস্তিলাল আনন্দ হাজারি তুলসীসেতাবমোহর নেবাজিদরবারি

২৪ নদীয়া সারলা উমেশ ২৪ভগবান্‌গোপা কাত্তিকগণেশ প্রসাদ নেমানিলাল রমণামোহন আসরফি

২৫শ্যামাচরণ বামাচরণ প্রতাপ শশিভূষণ উমেশচন্দ্র

২৬প্রভাসচন্দ্র

২১নন্দরাম ২১জবাহির ২১মনসর

রঙ্গলাল ২২মাঙ্গনিরাম রসিক প্রেমলাল ২২ছাবলচন্দ্র

২৩ শুদ্ধের ২৩ শ্রীকান্ত ২৩দুর্গাপ্রসাদ হিরনলাল কুঞ্জবিহারী

২৪জয়নারায়ণ ২৪রাধাচন্দ্র

মহাদেব, সাথলাল, ভোজলাল, রাধাবিনোদ, ২৪হারাধন জনার্দ্দনপ্রসাদ

২৫জ্যোতিশ্চন্দ্র ২৫জগদীশপ্রসাদ

রাম মনসর
সেস্তাবমোহর নেগাজিদরবারি
নেমানিলাল
রমণীমোহন আসরফি
মেশচন্দ্র
২১মনসর
২২হাবলচন্দ্র
ঞ্জনলাল কুঞ্জবিহারী
হারাধন জনার্দনপ্রসাদ
নীলাম্বরের পৌত্র ত্রিপুরারির ধারা
১২ত্রিপুরারি, তৎসুত ১৩গোপীনাথ, সুত ১৪বলভদ্র
রত্নগর্ভ ভূগর্ভ পদ্মগর্ভ শ্রীগর্ভ
১৬কমলাকান্ত ১সদাশিব
১৭বংশীবদন
গণপতি অনিতা
১৮শ্রীরাম কারফরমা
মকরধ্বজ
মাধব শিবানন্দ রামদাস
অশোক
১৯চাঁদমোহন বিনোদ নবকুমার অনন্ত মনোহর
শ্রীনিবাস
নেহাল মুলুকচাঁদ রঘুনাথ ২০রামকল্যাণ রামনাথ
মুকুন্দ
রাধাকৃষ্ণ ব্রজকৃষ্ণ সুধা গোকুলগৌর ৩পুত্র যাদবেন্দু ধনঞ্জয়রাজারামকিঙ্কর অনুপ প্রাণনাথ
শিবরাম জয়রাম
ভুবনকৃষ্ণ জয়কৃষ্ণ শিবনারায়ণ
২১সদানন্দ
জয়রাম জগন্নাথ
লালুদাস
বৈকুণ্ঠ গোলোক
হরিচরণ রামকৃষ্ণ প্রসাদ
২৪ধর্ম্মদাস কালি
লক্ষ্মী রাম কৃষ্ণপ্রসাদ রামদাস
মদন
গতিকৃষ্ণ
গুরুচরণ ধন কমলা পারশ মথুরা গতি ২৩নীলকণ্ঠশ্রীকান্ত
গোবিন্দ মুচিরাম
২৫তারাচরণ
সনাতন নিমাই
দ্বারকানাথ
মদন ২৫লাল
২৫হরিদোলগোবিন্দ রাম নিতাইমহেন্দ্র ২৪বীরনারায়ণ
রামেশ্বর দীনবন্ধু নদীয়া
ঘনশ্যাম ২৬উমাচরণ
২৬শ্রীনাথ শ্যামা অম্বিকা ২৬জগবন্ধু
বিশম্ভর ঈশ্বর, গিরিশ শ্রীনারায়ণ,দর্পনারায়ণ লালমোহনসুত কাঙ্গালী
প্রতাপ মহেশ
২৭বেণীমাধব

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় পূর্ব্বপুরুষ)

২৩নীলকণ্ঠ ২৫শ্রীনারায়ণ ২৫দর্পনারায়ণ
২৪গৌরসুন্দর
২৬সূর্য্যনারায়ণ যোগেন্দ্র যতীন্দ্র জগদানন্দ আশুতোষ শশিভূষণ মণীন্দ্র সুরেন্দ্র
২৫রামকিশোর
২৭ সতীশ
সত্যেন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু বিভূতি গিরিজা ২৭ভূপতি বৃন্দাবন পুণ্ডরীকাক্ষ লক্ষ্মী হরিহর
গুরুসদয় গুরুগোবিন্দ
২৮অতুল ২৭হরিদাস গোবিন্দ ২৫অম্বিকা
২৮ ভাগবত সনৎ ষষ্ঠী
২৬কৈলাস
শৈলেন্দ্র শরদিন্দু রমা পূর্ণ দেবেন্দ্র অশ্বিনী রবি
২৪নদীয়াচাঁদ ২৫জগবন্ধু ২৫শ্রীনাথ ২৭রাধিকা
শান্ত নন্দ শিবচন্দ্র ২৮ বগলা
২৬ রাধিকা জানকী নৃসিংহ রমলা মহানন্দ ২৭নবীন গগন

২২গোলোক

রামদুলাল রামসুন্দর, তৎসুত নবকিশোর

উপরে কাপড়ির ৪র্থ পুত্র নীলাম্বর দাসের যে বংশলতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিলা-কোটের বংশ সম্বন্ধে সদানন্দ ঘটক এইরূপ কারিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"কলগ্রামে কমল প্রকাশ দেখি নীলাম্বরে। কুশল কুসুম বিশ্বনাথ মিত্র দীপ্ত করে॥
তার শোভা করণ লোভা প্রকাশ্য গোকুলে। আদান দেখি তুঙ্গ সিংহে গোবিন্দের কুলে॥
ব্রজনাথনন্দিনী তাথে পরে বাবুরাম। প্রদান কেশব ঘোষে জয়ানে কবীন্দ্রের ধাম॥
অপরা রাজীবচন্দ্রে শোভে প্রভাকরে। আদান প্রদান তুল্য তুঙ্গ তুঙ্গ ঘরে॥
দেখি গোকুলে চণ্ড ধারা শ্রীরামপ্রসাদ। বদন গোবিন্দ হরি কন্যা আহ্লাদ॥
রামপ্রসাদ মল্লিক কৃষ্ণসুতা সম্প্রদান। সে রাজার কুলে দীপ্ত কৈলে ঘটক প্রমাণ॥
পরে বংশীবদনে বদনে শোভে ভাল। প্রদান নন্দিনী তাথে শ্রীরামগোপাল॥
অনুজ মাধবে জায়া বংশে অগ্রগণি। জয়হরি সন্তানে শতঞ্জীবের নন্দিনী॥
উভয় রাজে সমান সাজে কুলে বাজে দামা। সাজে মল্লিক বংশীবদন বঙ্গপতির মামা॥
হরিহর রসড়া পাই কৃষ্ণকান্ত ঘোষে। বদনে বদনে বেদ পুত্র সুপ্রকাশে॥
প্রদান জীবন সুতে বদননন্দিনী। প্রভাকরে দীপ্ত হরি জাগ্রত অবনী॥
মোহন চান্দে গ্রহণ দেখি খ্যাত বৃন্দাবনে। কিশোরে গোপাল সুতা শ্যামদাস নন্দনে॥
রামরামে প্রদান শোভে তনয়া গোবিন্দ। উভয় কুল শুদ্ধ ভাব ধারা রসড়া সানন্দ॥
অপরা কুলাই রামরাম সুতে সুতা। পরে কৃষ্ণকান্ত সুতে প্রদান দুহিতা॥
নীলাম্বরে দীপ্ত ধারা ডাকে আদান দানে। খ্যাত কুলবৃক্ষ বাড়ী মার্জ্জিত করণে॥"

...তা উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিলা-
...দ্ধ করিয়াছেন—
...সুম বিশ্বনাথ মিত্র দীপ্ত করে ॥
...দেখি তুঙ্গ সিংহে গোবিন্দের কুলে ॥
...সাথে জয়ানে কবীন্দ্রের ধাম॥
... তুল্য তুঙ্গ তুঙ্গ ঘরে ॥
...ন হরি কক্ষ আহলার ॥
... দীপ্ত কৈলে ঘটক প্রমাণ॥
...সাথে শ্রীরামগোপাল॥
...শতজীবের নন্দিনী॥
...ঠিক বংশীবদন বঙ্গপতির মামা ॥
...দ পুত্র সুপ্রকাশে॥
... জাগ্রত অবনী।
...গোপাল সুতা শ্যামদাস নন্দনে॥
...দ্ধি ভাব ধন্য রনড়া সানন্দ।
...তে প্রদান দুহিতা।
...বৃক্ষ বাড়ী মার্জ্জিত করণে।”

নবম অধ্যায়

মৌদ্গল্য দাসবংশের ভাব।

শ্যামদাস এইরূপ মৌদ্গল্য দাসবংশের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন —

“কহিব মৌদ্গল্যভাব, আদান প্রদান লাভালাভ সমভাবে যে যে গ্রাম, একে একে লইব নাম।
বহড়ান অগ্রগণ্য, ঠাকুরসুত তাহে ধন্য। মণ্ডল তাহার পর, কলগ্রামে কলাধর।
গুরুড়া দৈত্যারি নাম, তবে বলি বামনিগ্রাম। মহীপতিপুর আছে যার, ভাল তেজা লিখি তায়।
কহিল প্রধান বংশ, সমশরে আছে অংশ। তাহার মধ্যে যায় যায়, কক্ষায় সমতা পায়।
ঠাকুরসুত হরিহর, কলাধর গঙ্গাধর। এই তিন জন ভাবে বড়, করণে জানিয় দড়।
তারপরে দুই গ্রাম, সমভাবে লইব নাম। কাশী কেশব কলাধর, কক্ষায় আছে পূর্ব্বাপর।
কাশী কেশব সম জানি, মহীপতিপুর মধ্যে মানি। কহিল প্রধান গ্রাম, তারপরে বলি গ্রাম।
মাধব সাধব জড়া, নবগ্রাম মসড়া। শ্রীরঙ্গের ডাক কম, পলসা যাহার গ্রাম।
সুন্দর নাগর কানাই দাস, উইপুর করিল বাস। অনন্ত উত্তর গত, তাতে ভাব তিন মত।
মিত্রখিকে মান্য মানি, সিংহখিকে মধ্যে গণি। বিষ্ণুখিয়ে গেলা কুল, শিমলির ফলফুল।
উইঘর কলসী ছাড়া, আমরা যাত পাইকপাড়া। শুনিয়া বলিল গাঞি,পাকে থাটো দাপে নাই
সাধানল হয়া গণি কায়েত থরমণি। ইহা বই যে যে আছে, তার ভাব তার কাছে।”

তথাৎ কেমপুরা মিরহাটী, ফরমাকার মহী পরিপাটী।
তদসুত হরিহর মধ্যমকক্ষা, কক্ষধামে সুবিদিত মোক্ষা।
তদসুত উইপুর সুন্দরবাস, কিঞ্চিৎ কক্ষা কুলতো হ্রাস।”

* রাঢ়স্থ ও সৌকালিন গোত্রের ভাবের তুলনায় ৮০ আনা ভাবের সহিত মৌদ্গল্য গোত্রের ভাবের ১৲ ষোল আনা সমান ভাব।

	বংশপরিচয়	মহাজাতি	জাতি	[illegible]	মধ্যম	[illegible]	[illegible]
১।	বহড়ান	১	০	০	০	০	০
২।	গুরুড়া	১	০	০	০	০	০
৩।	কলগ্রাম	১	০	০	০	০	০
৪।	বামনীগ্রাম	১	০	০	০	০	০
৫।	চাঁদপাড়া	১	০	০	০	০	০
৬।	মহীপতিপুর	১	০	০	০	০	০
৭।	কেমপুর	০	১	০	০	০	০
৮।	নবগ্রাম	০	০	০	১	০	০
৯।	মসড়া	০	০	০	১	০	০
১০।	সাঙ্গড়া	০	০	০	১	০	০
১১।	পলিসা	০	১	০	০	০	০
১২।	উইপুর	০	০	১	০	০	০
১৩।	কুন্ডড়া	০	০	০	০	০	১
১৪।	থয়েরবনি	০	০	০	০	০	০
১৫।	জামনা	০	০	০	০	০	০
১৬।	পাইকপাড়া	০	০	০	০	০	০
১৭।	মন্যাটি	০	০	০	০	০	০
১৮।	মণ্ডল কাপসা	০	০	০	০	০	০

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভার গণনানুসারে মৌদগল্য-গোত্রীয় দাসবংশীয়গণের বর্ত্তমান বাসস্থান

১। বহড়ান ঠাকুরসূত্র —মুর্শিদাবাদ জেলায় জোতকমল, ঘোড়শালা ও বনওয়ারি-বাদ। বীরভূম জেলায়—মেহগ্রাম ও কুড়ুমগ্রাম। বৰ্দ্ধমান জেলায় বহড়ান, সিঙ্গুর ও ছুপা। ২৪ পরগণায় চিৎপুর। যশোহর জেলা দর্ব্বাডাঙ্গা ও মবারকপুর। দিনাজপুর জেলায় চেঁচরা। সাঁওতা পরগণায় জালালপুর।

২। ঐ ঐ অমৃতদাস—বীরভূমে মাড়কোলা, গুয়তোঁ, অমৃতপুর, বাজিগ্রাম ও গোপালপুর। মুর্শিদাবাদ জেলায়—ঘোড়শালা ও লাখকলা।

৩। ঐ মণ্ডলসূত্র—বৰ্দ্ধমান জেলায় বহড়ান, বিরামপুর, রাজুর, চাণক, করুই, ছুপা। মুর্শিদাবাদ জেলায় জীবনপুর, রাণীতলা, কালমেঘা মালদহ জেলায় বাচামারী, বহুপুর। পূর্ণিয়া জেলায় বিজোলী। যশোহর জেলায় শিয়ালজোর। মেদিনীপুর জেলায় রাইন। হাবড়া জেলায় শিবপুর, গুমোডাঙ্গা, বারগাজিপুর। নদীয়া জেলায় গোবরা।

৪। ঐ মজুমদার সূত্র—বৰ্দ্ধমান জেলায় চাণক

৫। ঐ খাঁ সূত্র—বৰ্দ্ধমান জেলায় বহড়ান। বীরভূম জেলায় চাঁদপাড়া। মালদহ জেলায় দেবীগঞ্জ।

৬। ঐ বহড়ান—বৰ্দ্ধমান জেলায় মুকুন্দি, রাউনি, রাজুর, করুই, মাহাতা, চাণক, এক্তার, মোহনপুর, কাশীরায়, নারায়ণপুর, শিলাকোট, বুজরুক, নবগ্রাম ও বটনগর। মুর্শিদাবাদ জেলায় দক্ষিণখণ্ড, শ্যামপুর, টগরা, জেমো-রঘুনাথপুর। ছাতিনাকান্দি, আলুগ্রাম, ভরতপুর, সাটুই, প্রসাদপুর, ছোটকাপসা, নিপ্রশেখর ও বংশবাটী। ২৪ পরগণায় পাইকপাড়া। বগুড়া জেলায় গোপীনাথপুর ও প্রতাপপুর, পাবনা জেলায় কোদলা। মালদহ জেলায় সিলাবাটী, জাইহ, গোপালপুর, বাচামারী, দৌনাবিষ্ণুপুর বাহাদল, নাজিরপুর, বাথরা, নশীপুর পুখুরিয়া, জালালপুর, শিবগঞ্জ, কালীগঞ্জ, শ্রীরামপুর, মুকুরবাড়ী চক্রদর্পনারায়ণপুর, ও মথুরিয়া। সাঁওতাল পরগণায় আমজোড়া, পাটজোড়া,গোয়ালখোর ও কানাইডিহি। মুঙ্গের জেলায় খোনি। পূর্ণিয়া জেলায় বেলাচাঁদ, নবগ্রাম ও সাদিপুর। দিনাজপুর জেলায় অমৃতখণ্ড, শঙ্করপুর থামরুয়া, আলিগড়া ও আমিনপুর। যশোহর জেলায় মণ্ডলগাতি। মেদিনীপুর রাইন ও ছেনাগড়। হাবড়া জেলায় রামেশ্বরপুর, গাজিপুর ও আইরে। নদীয়া জেলায় ধৰ্ম্মদহ, মাগুরা ও কেচুয়াডাঙ্গা। বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর কাদাকুলি বিশ্বাস পাড়া, বিষ্ণুপুর, গড়দরজা, লোধনা, আবোধ্যা, ছাৎনাহাতিশালা, পরীকাপাড়া ও পাত্রবাথরা। বীরভূম জেলায় মেহেগ্রাম, রতন-পুর, বাজিগ্রাম, ঝিকেড্ডা, মাড়কোলা, ভুতুরা, ফুলকুড়ি, হরিপুর, বাতিকার, সীতারামপুর হেতমপুর, কেঁদগড়ে, মুন্দিরে, রাইপুর, ধল্লা, সীমুলে, হরানন্দপুর, গুতুণ্ডী, বয়া, দাস্তিনা, চণ্ডীপুর ও বিলাসপুর।

৭। ঐ শুকড়া দৈত্যারিদাস—বৰ্দ্ধমান জেলায় শুকড়া, খাজুরডিহি, নারায়ণপুর,